উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JS

সেনসেক্স : ৭৭,০৫৪.৯৪ (-৫৬১.৪৬)
নিফটি : ২৪,০৫২.০৫ (-১৫৮.৯৫)

পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে খামতি নয় : শিবরাজ
গ্রামোন্নয়নে বিপুল বরাদ্দ ৩

মহাকাশে ইতিহাস অনিলের ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
৩২° সর্বোচ্চ, ২৬° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ, ২৬° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ, ২৬° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ, ২৬° সর্বনিম্ন

প্রধানদের হাত থেকে ক্ষমতা কাড়তে বিল ৩

শিলিগুড়ি ৩০ আষাঢ় ১৪৩৩ বুধবার ৫.০০ টাকা 15 July 2026 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 58

অনশন ১৭ দিনে, ওয়াংচুক অনড়ই

দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থেই জনগণের কথা শোনা উচিত সরকারের। গণতন্ত্র সহানুভূতি ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে চলে। একগুঁয়েমির ভিত্তিতে নয়। ভুল স্বীকার করা দুর্বলতার লক্ষণ নয়। বরং ভুল শুধরে নেওয়ার ইচ্ছার লক্ষণ। আমরা শুধু জবাবদিহি চাই। -সোনম ওয়াংচুক

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই : 'যানে তুঝে দেঙ্গে নেহি...।'

আসমুদ্রহিমাচলের কাতর আকুতি এখন এটাই। তপ্ত প্রকৃতি আর ধুলোবালির মাঝে নয়াদিল্লির যন্তরমন্তরে ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে একটা মানুষের কণ্ঠস্বর। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের দাবিতে ও পরীক্ষায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ওই স্বরের সমর্থনে আছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। শুধু হেলদোল নেই শাসকদের। শিক্ষাবিদ তথা পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুকের অনশন ১৭ দিনে পড়লেও কেন্দ্রীয় সরকার ওই দাবিগুলি নিয়ে নীরব।

অন্যদিকে, বিচ্ছিন্নভাবে কোনও কোনও নেতা তাঁকে সমর্থন করলেও সার্বিকভাবে বিরোধী দলগুলির প্রতিবাদ দেখা যাচ্ছে না। অথচ চিকিৎসকদের বুলেটিন অনুযায়ী, লাদাখের এই জনপ্রিয় মানুষটির শরীর ভাঙছে দ্রুতগতিতে। রক্তচাপ আশঙ্কাজনকভাবে নামছে। ওজন কমেছে ৮.২ কেজি। চামড়ার নীচে হাড়ের অবয়ব স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমে ডেসিলিটার প্রতি ৬৭ মিলিগ্রাম হয়ে গিয়েছে। পেশির ক্ষয় শুরু হয়েছে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ সহ একাধিক দাবিতে অনশনে সোনম।

বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা ও সমাজকর্মীরা অনশন প্রত্যাহারের জন্য তাঁকে অনুরোধ করছেন। তাঁরা বার্তা দিচ্ছেন, লড়াই চলুক, কিন্তু তার জন্য জীবন বাজি রাখা ঠিক নয়। বরং আন্দোলনের জন্য ওয়াংচুকের বেঁচে থাকা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু শরীর ভাঙলেও মনোবল অটুট সোনমের। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বরং বার্তা দিচ্ছেন, 'দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থেই জনগণের কথা শোনা উচিত সরকারের। গণতন্ত্র সহানুভূতি ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে চলে। একগুঁয়েমির ভিত্তিতে নয়।'

সরকারের উদ্দেশে তাঁর কথায়, 'ভুল স্বীকার করা দুর্বলতার লক্ষণ নয়। বরং ভুল শুধরে নেওয়ার ইচ্ছার লক্ষণ। আমরা শুধু জবাবদিহি চাই।' একদিকে সোনমের শারীরিক অবস্থার অবনতি ও আমজনতার উদ্বেগ, অন্যদিকে সরকারি মহলের কার্যত বরফশীতল উদাসীনতা ও বিরোধী শিবিরের ধরি মাছ না ছুঁই পানি তৎপরতা। ওয়াংচুকের অনশন যেন দেশের গণতন্ত্রের কাছে জ্বলন্ত পরীক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সোনম বা তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে কথা বলার কোনও সরকারি চেষ্টা এখনও হয়নি। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে এবং নিট-এ প্রশ্ন ফাঁসের নিরপেক্ষ তদন্তের আর্জি নিয়ে ককরোচ পার্টির তরুণ সদস্যদের অবস্থান মঞ্চে অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

এরপর আটের পাতায়

ফরাসি দম্ভ চূর্ণ করে ফাইনালে স্পেন

বাস্তিল দিবসে এমবাপেদের দুঃস্বপ্ন

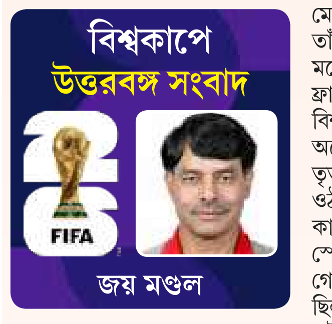

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ
জয় মণ্ডল

স্পেন-২
(ওয়ারজাবাল-পেনাল্টি, পোরো)
ফ্রান্স-০

ডালাস, ১৪ জুলাই : প্রেসবক্স থেকে গ্যালারির দিকে চোখ রাখলে একটা অদ্ভুত বৈপরীত্য পরিষ্কার ধরা পড়ছিল। ম্যাচের আগে যে নীল জার্সি পরা ফরাসি সমর্থকরা 'বাস্তিল ডে'-র উন্মাদনায় মেতেছিলেন, নব্বই মিনিট পর তাঁদের মুখগুলো যেন শ্লেটপাথরের মতো ফ্যাকাশে। খাতায়-কলমে ফ্রান্সের আক্রমণভাগ ছিল এবারের বিশ্বকাপের সবচেয়ে ভয়ংকর। অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন, টানা তৃতীয়বার বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠাটা কিলিয়ান এমবাপেদের কাছে স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। স্পেনের জমাট রক্ষণ থাকলেও, গোল করার খামতি নিয়ে চর্চা ছিল। কিন্তু ডালাসের এটিঅ্যান্ডটি স্টেডিয়ামের সবুজ গালিচায় সেই সমস্ত হিসেবনিকেশ স্রেফ দুমড়ে-মুচড়ে গেল। ফরাসি দম্ভকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে ২-০ ব্যবধানে ফাইনালের টিকিট কেটে নিল লুইস ডে লা ফুয়েন্তের স্পেন।

ম্যাচের শুরু থেকেই স্পেনের পাসিং এবং হাই-প্রেসিং ফুটবলের সামনে দমবন্ধ হওয়ার জোগাড় ফরাসিদের। ১৮ মিনিটের মাথায় বক্সের ভেতর লামিনে ইয়ামাল যে পেছন থেকে উঠে এসেছেন, তা টেরই পাননি ফরাসি ডিফেন্ডার লুকাস ডিগনে। বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে সটান ইয়ামালের পায়ে লাথি মারেন তিনি। গত মাসে ক্রোয়েশিয়া বনাম ইংল্যান্ড ম্যাচে লুকা মডরিচের ঠিক একইরকম একটা ফাউলের কথা মনে পড়ে গেল। রেফারি পেনাল্টি দিতে একটুও সময় নেননি। ২২ মিনিটে স্পট কিক নিতে আসেন মিকেল ওয়ারজাবাল। ধীর পায়ে এগিয়ে বাঁ পায়ের জোরালো শটটি তিনি রাখেন জালের বাঁদিকের ওপরের কোনায়। ফরাসি গোলরক্ষক মাইক মাইগনান ঠিক দিকেই ঝাঁপিয়েছিলেন, কিন্তু শটে এতই জোর ছিল যে তাঁর কিছুই করার ছিল না। টুর্নামেন্টে নিজের পঞ্চম গোলটি করে ওয়ারজাবাল যখন উদযাপনে মত্ত, সাইডলাইনে স্প্যানিশ মাস্টারমাইন্ড ডে লা ফুয়েন্তে তখন দুই হাত শূন্যে ছুড়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন। আর ঠিক কয়েক হাত দূরেই মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ফরাসি কোচ দিদিয়ের দেশঁ।

গোল খাওয়ার পর ফ্রান্স খোলস ছেড়ে বেরোবে কী, উলটে স্প্যানিশ মিডফিল্ডাররা তাঁদের নিয়ে রীতিমতো ছেলেখেলা শুরু করলেন। এমবাপে প্রথমার্ধে বলের দেখাই পেলেন না। ৩৬ মিনিটে বাঁদিক থেকে কাট করে ঢুকে ব্র্যাডলি বারকোলা

এরপর বারোর পাতায়

তসলিমার বঙ্গ সফরে সায় পদ্ম সরকারের

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই : 'আবার বছর কুড়ি পরে তার সাথে দেখা হয় যদি...।' জীবনানন্দ কার কথা ভেবে লিখেছিলেন বলা মুশকিল, কিন্তু তসলিমা নাসরিন সম্পর্কে কলকাতাবাসী কারও একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক। কুড়ি বছর পর আবার কলকাতায় ফিরছেন তিনি। তা নিয়ে চর্চার শেষ নেই। বামফ্রন্ট সরকার বাংলাদেশের এই নির্বাসিত লেখককে বাংলা ছাড়তে বাধ্য করেছিল। তৃণমূল সরকার তাঁকে ফেরানোর চেষ্টা করেনি। কিন্তু হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকার তাঁর কলকাতা সফরে সায় দিয়েছে। তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করছে।

রবীন্দ্র সদনে ১ অগাস্ট মৌলবাদ বিরোধী একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন এই প্রতিবাদী কবি-সাহিত্যিক। বেশ কয়েকটি সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী উপস্থিত থাকতে সম্মতি দিয়েছেন বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। থাকবেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। মুক্তচিন্তা ও মৌলবাদ বিরোধী প্রতিবাদের 'অগ্নিসম প্রতীক' হিসাবে তসলিমাকে সেদিন নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়ার কথা।

স্বাগত শমীকের, রবীন্দ্র সদনের অনুষ্ঠানে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যের পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল স্পষ্ট করেই বলেন, 'মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে তসলিমাদি আসছেন। সরকার মদত দিচ্ছে রবীন্দ্র সদনের প্রোগ্রামে। এটা গর্বের বিষয়। সকালে ওঁর সঙ্গে কথা হয়েছে। আমরা খুব খুশি। এতদিন ওঁকে নির্বাসিত করে রাখা হয়েছিল। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দেখানো পথে হাঁটছি। আর কোনও অন্যায় আমরা সহ্য করব না।'

তসলিমা ফেসবুকে তাঁর কলকাতা আসার খবর দিয়ে লিখেছেন, ১ অগাস্টের অনুষ্ঠানের কবিতা ও গানের কোলাজ তাঁরই পরিকল্পনা অনুযায়ী হবে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ''তসলিমা নাসরিনকে বাংলায় নিয়ে আসার জন্য আমি বলেছিলাম রাজ্যসভায়। তসলিমার কণ্ঠস্বরকে কেন বাজেয়াপ্ত করা হবে? তিনি তো ওপারের হিন্দু নিপীড়ন, অত্যাচার নিয়ে 'লজ্জা' লিখেছিলেন। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সেই বই বাজেয়াপ্ত করিয়েছিলেন যাতে প্রকৃত সত্য বাইরে না আসে।''

শমীকের অভিযোগ, 'বুদ্ধদেব সেটা করিয়েছিলেন ওয়াকফ বোর্ডের স্বার্থে।'

এরপর আটের পাতায়

এফবিআইয়ের কড়া নজরে আজ

ইংল্যান্ড-আর্জেন্টিনা লড়াই

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

আটলান্টা, ১৪ জুলাই : আটলান্টার রাস্তায় হাঁটলে এখন আর শুধু ফুটবলের আমেজ পাওয়া যাচ্ছে না। শহরের বাতাসে একটা থমথমে ভাব। দীর্ঘ ২৪ বছর পর বিশ্বকাপের মঞ্চে আবার মুখোমুখি ইংল্যান্ড এবং আর্জেন্টিনা। আর এই একটা ম্যাচ ঘিরেই আমেরিকার শীর্ষ তদন্তকারী সংস্থা এফবিআই থেকে শুরু করে স্থানীয় আটলান্টা পুলিশ-সবার রাতের ঘুম উড়েছে। সোমবার রাতের জরুরি বৈঠকের পর এই ম্যাচটিকে এবারের বিশ্বকাপের 'সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ' খেলা হিসেবে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মূল সমস্যাটা লুকিয়ে আছে সেই ১৯৮২ সালের ফকল্যান্ড দ্বীপের যুদ্ধে। সেই পুরোনো ক্ষত এতটাই গভীর যে, আজ স্টেডিয়ামে প্রবেশের গেট পর্যন্ত দুই দলের সমর্থকদের জন্য আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। শহরের ডাউনটাউনে গিয়ে দেখলাম, কোন বারে ইংরেজরা বসবেন আর কোথায় আর্জেন্টাইনরা-সেটাও পুলিশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। অনলাইনে ইতিমধ্যেই দুই দলের সমর্থকদের ঝামেলার ভিডিও ছড়াতে শুরু করেছে। রাজনৈতিক উত্তাপও কম নয়। আর্জেন্টিনার বিদেশমন্ত্রী ফকল্যান্ডকে নিজেদের বলে দাবি করার পর ব্রিটিশ প্রশাসন কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, স্টেডিয়ামের ভেতরে বসার জায়গা আলাদা করার কোনও উপায় ফিফার কাছে নেই। টিকিট বণ্টন ব্যবস্থার কারণে মাঠের গ্যালারিতে দুই চরম শত্রু দেশের সমর্থকরা হয়তো পাশাপাশি বসেই খেলা দেখবেন। আর সেটাই প্রবল চিন্তায় রেখেছে এফবিআই-কে।

মাঠের বাইরের এই রাজনৈতিক চাপটা

এরপর আটের পাতায়

অ্যাপের মাধ্যমে পাচারের ছক

শিলিগুড়িতে উদ্ধার মালদার দুই ছাত্রী

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৪ জুলাই : গেমিং অ্যাপের ফাঁদে ফেলে কোরিয়ান ব্যান্ডে কাজের সুযোগ করে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে দুই স্কুল ছাত্রীকে পাচারের ছক কষা হয়েছিল। তবে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসা মালদার ইংরেজবাজারের দুই নাবালিকাকে মঙ্গলবার রাতে পুলিশের তৎপরতায় শিলিগুড়ির নৌকাঘাট মোড় থেকে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া নাবালিকাদের বয়ান অনুযায়ী, সাত মাস আগে থেকে তাদের ও কলকাতার চারজন মেয়েকে অ্যাপের মাধ্যমে কোরিয়ান ভাষা ও সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ শেখানো হচ্ছিল। মালদার নাবালিকারা কোরিয়ান ভাষা বলার ক্ষেত্রে সড়োগড়ো হয়ে উঠেছিল। এরপর তাদের একটি কোরিয়ান ব্যান্ডে কাজের সুযোগ দেওয়ার টোপ দেওয়া হয়। দুই নাবালিকাকে অ্যাপের পেছনে থাকা পাচারকারীরা ভুটান সীমান্ত জয়গাঁয় যেতে বলেছিল। সেখান থেকে নাকি তাদের ভুটান যাওয়ার কথা ছিল। সেইমতো দুজনে মঙ্গলবারই জয়গাঁর উদ্দেশে রওনা দেয়।

মালদা থেকে নাবালিকাদের পাচারের একের পর এক ঘটনা সামনে আসায় জেলা প্রশাসন অনেকটাই সজাগ। ইংরেজবাজারের প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী নারী পাচার রুখতে কার্যকরী ভূমিকা নিচ্ছেন। তার মাঝে এদিন খবর আসে, ইংরেজবাজারের ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের দুই ছাত্রী বাড়িতে কাউকে কিছু না জানিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। দুই ছাত্রী সঙ্গে মোবাইল ফোন নেয়নি। বিপদ বুঝে দুই ছাত্রীর পরিবারের সদস্যরা ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাসে চেপে দুই ছাত্রী শিলিগুড়ির দিকে আসছিল।

এরপর আটের পাতায়

পুরনিগমে বাড়তে পারে ওয়ার্ড

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৪ জুলাই : শিলিগুড়ি পুরনিগমে ওয়ার্ড সংখ্যা বৃদ্ধি এবং আসন সংরক্ষণের নতুন রোস্টার তৈরির প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। সরকারি সূত্রের দাবি, আগামী অক্টোবরের মধ্যেই পুনর্বিন্যাস ও সংরক্ষণের প্রক্রিয়া শেষ করে রাজ্য সরকারের নভেম্বরের শেষ অথবা ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে পুর ভোট করানোর পরিকল্পনা রয়েছে। এ বিষয়ে নবান্ন ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের মধ্যে ইতিমধ্যেই একপ্রস্থ আলোচনা হয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাক চললে পুরভোটের আগে শিলিগুড়ি পুরনিগমে ওয়ার্ডের সংখ্যা বেড়ে ৭০ হতে পারে। তবে ওয়ার্ডে বসবাসকারীদের কোন সংখ্যা ধরে ওয়ার্ডের পুনর্বিন্যাস করা হবে তা এখনও চূড়ান্ত নয়।

পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, 'পূর্বতন বোর্ড একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। নতুন করে রাজ্য সরকারের তরফে কোনও নির্দেশিকা আসেনি। সরকারি নির্দেশ পেলে সেইমতো কাজ করা হবে।' প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'বর্তমান ৪৭টি ওয়ার্ডের মধ্যেই বেশ কিছু ওয়ার্ডে অনেক বেশি ভোটার রয়েছেন।

এরপর আটের পাতায়

টোটো ছোটে বিধুশেখরের বাগানে

নিয়ম করে প্রতিবছর গ্রীষ্মকালে কবিগুরুর জন্য তাঁর বাড়ির আম বাগান থেকে আম পাঠাতেন বিধুশেখর শাস্ত্রী। আজ আর সে আমও নেই, সেই অযোধ্যা, থুড়ি আম বাগানও নেই।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৪ জুলাই : 'শ্রীচরণ কমলে প্রণামপূর্বক নিবেদন, আজ এক ঝুড়ি ৬৬টি বোম্বাই আম আপনার জন্য পাঠাইতেছি। রশিদ গার্ড সাহেবের সঙ্গে যাইবে। স্টেশন হইতে অনুগ্রহপূর্বক আনাইয়া লইবেন।'

ভাষা পড়েই তো বোঝা যাচ্ছে, এই চিঠি আজকের লেখা নয়। এই চিঠি হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে লেখা হয়েছিল ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে, ত্রিশে জৈষ্ঠ্যে। প্রেরক দেশিকোত্তম বিধুশেখর শাস্ত্রী। আর প্রাপক বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেসময় নিয়ম করে প্রতিবছর গ্রীষ্মকালে কবিগুরুর জন্য তাঁর বাড়ির আম বাগান থেকে আম পাঠাতেন বিধুশেখর। হরিশ্চন্দ্রপুরের আম কবিগুরুর খুব পছন্দের ছিল।

আজ আর সে আমও নেই, সেই অযোধ্যাও, থুড়ি আম বাগানও নেই। তার বদলে পাকা রাস্তা দিয়ে শাঁ শাঁ করে ছুটে যায় টোটো। স্থানীয় পঞ্চায়েত অফিসে নিত্যদিন নানা কাজে ভিড় করেন যাঁরা, তাঁরা কেউ আদৌ কি জানেন যে সেখানেই একসময় ছিল বিধুশেখরের আম বাগান?

হরিশ্চন্দ্রপুরের ভূমিপুত্র, বিদগ্ধ পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর নাম কে না জানে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলে বিশ্বভারতীর অন্যতম রূপকার ছিলেন তিনি। আর ছিলেন বিশ্বকবির অত্যন্ত স্নেহের পাত্র। সেই বিধুশেখর গ্রীষ্মকালটা কাটাতেন হরিশ্চন্দ্রপুরের বাড়িতে। আর নিজের বাগানের আম পাঠাতেন কবিগুরুর কাছে। সেকালে আম পাঠানোর ভরসা বলতে রেলগাড়ি। ট্রেনের গার্ড সাহেবের কামরায় উঠিয়ে দিতেন আমবোঝাই ঝুড়ি। সেই আম ট্রেনে চেপে কখনও যেত শান্তিনিকেতন কখনও বা কলকাতার জোড়াসাঁকোয় ঠাকুরবাড়িতে। আর চিঠিতে আম পাঠানোর কথা জানিয়ে দিতেন রবীন্দ্রনাথকে।

হরিশ্চন্দ্রপুর সদরের শহিদ মোড় থেকে একটু দূরেই ছিল বিধুশেখরের সেই পারিবারিক আম বাগান। সেসব কবেই বিক্রি হয়ে গিয়েছে তাঁদের উত্তরপুরুষের হাত ধরে।

এককালে এখানেই ছিল বিধুশেখর শাস্ত্রীর আম বাগান। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে।

এরপর আটের পাতায়

শিক্ষক দম্পতির দানে রথ উৎসব

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৪ জুলাই : মন ভালো করা গল্পগুলি তো এভাবেই গড়ে ওঠে। হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার হরদমনগর গ্রামে আগে রথযাত্রা উৎসব হত না। হবে কী করে! গ্রামে তো কোনও রথই ছিল না। ফলে স্থানীয় বাসিন্দারা দীর্ঘকাল এই উৎসবের আনন্দ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। চার বছর আগে ২০২৩ সালে এই পরিস্থিতির বদল ঘটে। স্থানীয় শিক্ষক দম্পতি পাণ্ডব দাস ও পপিরানি দাসের আর্থিক সহায়তায় প্রথমবার গ্রামে রথযাত্রা শুরু হয়। এরপর থেকেই এই রথকে ঘিরে হরদমনগরের বাসিন্দাদের মধ্যে অসীম উন্মাদনা।

শিক্ষক দম্পতির এই উদ্যোগে এখন গ্রামের চেহারা পুরোপুরি বদলে গিয়েছে। গ্রামবাসীরা জানালেন, হিন্দুপ্রধান এলাকা হলেও আগে রথযাত্রা উৎসবের কোনও সুযোগ ছিল না। স্থানীয় শিক্ষক পাণ্ডব দাস ও তাঁর স্ত্রী শিক্ষিকা পপিরানি দাস যৌথ উদ্যোগে আর্থিক সহায়তা দিয়ে ২০২৩ সালে একটি রথ নির্মাণ করান। রথটি তাঁরা এলাকার ২৪ প্রহর কমিটিকে দান করেছেন। এখন এই উৎসব পুরোপুরি সর্বজনীন রূপ নিয়েছে।

পাণ্ডব দাসের কথায়, 'হরদমনগর আমার জন্মভূমি। এলাকায় রথযাত্রা উৎসব হত না বলে ছোটবেলা থেকেই মন খারাপ করত। শিক্ষক হওয়ার পর থেকে আর্থিকভাবে কিছুটা সচ্ছল হই। এরপরই মনে মনে ঠিক করি গ্রামের রথযাত্রা উৎসব শুরু করব। আমার এবং স্ত্রীর প্রচেষ্টায় গ্রামের মানুষের

জন্য রথ নির্মাণ করেছিলাম। জগন্নাথ, বলভদ্র, সুভদ্রার মূর্তিও তৈরি করা হয়েছে। শিমুলতলা এবং হরদমনগর ২৪ প্রহর কমিটি এই রথ গ্রহণ করেছে। সম্মিলিত উদ্যোগে গত চার বছর ধরে সর্বজনীনভাবে এই রথযাত্রা উৎসব হয়ে আসছে।'

এই রথযাত্রার উন্মাদনা এতটাই যে, গ্রামের যেসব বাসিন্দা পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে ভিনরাজ্যে কাজ করেন, তাঁরাও এই সময়টায় গ্রামে ফিরে আসেন। শুধু রথের দড়িতে টান দেবেন বলেই এই সময়টায় তাঁদের ঘরে ফেরা। স্থানীয় বাসিন্দা প্রকাশ দাস বললেন, 'শিক্ষক দম্পতির এই প্রচেষ্টায় গ্রামে একটি ধর্মীয় উৎসব বেড়ে গিয়েছে। যেটা খুবই আনন্দের। এই রথযাত্রা উপলক্ষ্যে প্রতিবারের মতো এবারও এক মাসব্যাপী এলাকায় মেলা এবং কীর্তন চলবে। তার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। গ্রামের বাইরে যাঁরা শ্রমিকের কাজ করেন, এই সময় এই রথ উৎসবের কারণে তাঁরাও বাড়িতে চলে আসেন।'

অভিনব এই উৎসবের চতুর্থ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বাসিন্দারা গ্রামে এক মাসব্যাপী মেলা এবং কীর্তনের আসরের আয়োজন করেছেন। উৎসবকে কেন্দ্র করে এখন প্রতিটি ঘরেই সাজোসাজো রব পড়েছে।

জল্পেশের সিঁড়িতে প্লাস্টিক কার্পেট

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১৪ জুলাই : শ্রাবণীমেলা চলাকালীন সিঁড়ি দিয়ে গর্ভগৃহে নামার সময় হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হওয়ার মতো পরিস্থিতি ইতিপূর্বে তৈরি হয়েছে জল্পেশ মন্দিরে। এবার যাতে সেরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়, সেজন্য সিঁড়িতে বসানো হচ্ছে প্লাস্টিকের আধুনিক কার্পেট। পাশাপাশি, পুণ্যার্থীদের সুবিধার জন্য মন্দিরে একগুচ্ছ পরিকল্পনা নিয়েছে মন্দির কর্তৃপক্ষ। গোটা শ্রাবণী উৎসবকে কেন্দ্র করে জোর প্রস্তুতি চলছে জল্পেশে। জল্পেশ ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক গিরীন্দ্রনাথ দেব বলেন, 'পুণ্যার্থীদের সুবিধার জন্য সিঁড়িতে প্লাস্টিকের কার্পেট থাকবে। মন্দির চত্বরে অতিরিক্ত আলো, ব্যারিয়ার ও সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হচ্ছে।'

জল্পেশ মন্দিরের গর্ভগৃহ মাটি থেকে প্রায় ১২ ফুট নীচে। সিঁড়ি দিয়ে সেখানে নেমে শিবলিঙ্গে জল ঢালতে হয়। জল ঢেলে পশ্চিম দিকের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে বাইরে বেরিয়ে আসতে হয়। শ্রাবণীমেলার সময় পুণ্যার্থীরা জল, দুধ সহ অন্যান্য পুজোর সামগ্রী নিয়ে গর্ভগৃহে প্রবেশ করেন। ফলে পাকা সিঁড়িটি পিচ্ছিল হয়ে যায়। গেট ছাড়ার পর একসঙ্গে প্রচুর পুণ্যার্থী সেই সিঁড়ি দিয়ে নীচের দিকে নামতে গিয়ে ইতিপূর্বে অনেকে পিছলে পড়েছেন। তাছাড়া সাবধানে নামার কারণে অনেকটা সময় লেগে যায়। ফলে বাইরের দিকে থাকা পুণ্যার্থীদের লাইন বাড়তেই থাকে। গত বছর পরীক্ষামূলক মন্দিরের সিঁড়ির কয়েকটি ধাপে প্লাস্টিকের কার্পেট লাগানো হয়েছিল। সুফল মিলেছিল। এবার তাই পুরো সিঁড়িতেই কার্পেট বসানো হচ্ছে।

জল্পেশ ট্রাস্টি বোর্ড সূত্রে জানানো হয়েছে, শ্রাবণ মাসে পুণ্যার্থীরা খালি পায়ে মন্দিরে প্রবেশ করেন। সেসময়

জল্পেশ মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশের সিঁড়িতে বসবে প্লাস্টিকের কার্পেট।

তাঁদের পায়ে যাতে গরম পাকা মেঝের ছ্যাঁকা না লাগে সেজন্য মন্দির চত্বরে প্রতিনিয়ত পাইপ দিয়ে জল ছেটানোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বুধবার থেকে ব্যারিয়ার লাগানোর কাজ শুরু হবে। ইতিমধ্যে পর্যাপ্ত লাইট ও অতিরিক্ত সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো শুরু হয়েছে জল্পেশে।

নগেনের দাবিতে অস্বস্তিতে পদ্ম

'মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব ছিল মোদির'

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৪ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নাকি নগেন রায়কে ভোটের আগে পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্ব নিতে বলেছিলেন। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা গ্রেটার নেতা নগেন রায়! সেই প্রস্তাব গ্রহণ করলে আজ তিনি মুখ্যমন্ত্রী হতেন। দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের একটি কর্মীসভায় এরকমই মন্তব্য করে বসলেন বিজেপির রাজ্যসভার এই সাংসদ। তাঁর এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। চর্চা চলছে সোশ্যাল মিডিয়াতেও। উঠেছে হাসির রোল।

অবশ্য এই 'প্রস্তাব' সম্পর্কে কিছুই জানা নেই বলে জানিয়েছেন বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, 'ওঁর মন্তব্য নিয়ে আমাদের দলীয় কোনও বক্তব্য নেই। ওঁর সঙ্গে বিগত দিনে আমাদের দলের কেন্দ্রীয় স্তরের নানা আলোচনা হয়েছিল। সেখানে এরকম কোনও কথা হয়েছে কি না, তা আমাদের জানা নেই।'

সোমবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের উনিশবিশা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাবুরডাঙ্গায় দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের একটি কর্মীসভা হয়। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর প্রসঙ্গ টেনে আনেন। নগেন বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, মহারাজ পশ্চিমবঙ্গ আপনি চালাবেন। এটাই হল সিস্টেম। আমাকে যত খুশি সিট (বিধানসভার আসন) দিতে চেয়েছেন। আর আমাকে মুখ্যমন্ত্রী করার জন্য পরিকল্পনা সাজিয়েছিলেন। কিন্তু আমি প্রস্তাব গ্রহণ করিনি। সেই প্রস্তাব যদি মানতাম, তাহলে আমিই মুখ্যমন্ত্রী হতাম।'

নগেনকে নিয়ে মাঝেমধ্যেই অস্বস্তিতে পড়ে বিজেপি। ফের একবার বিতর্কিত মন্তব্য করে চর্চায় নগেন।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED e-TENDER NOTICE :
e-Tenders are invited by the Executive Engineer, Alipurduar Division, P.H.E. Dte. from the reputed, financially sound and experienced agency/farm for the work of "Work related to Alipurduar Division" against NIe-T No.: 30/ALD/2026-27. Both Technical and financial bid submission closing date (online) for Tenders : 28-07-2026 upto 02:00 P.M. Details may be viewed in the http://www.wbtenders.gov.in website. Executive Engineer, Alipurduar Division, P.H.E. Dte. ICA-T12430(3)/2026

এলসি গেটগুলির ইন্টারলকিং
ই-টেন্ডার নোটিশ নম্বর : ৩২/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ১০-০৭-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নম্বর : ১২-এপি-I-২০২৬; কাজের নাম: ২০০০০-এর বেশি টিভিইউ বিশিষ্ট এমএসিএল-এর সাথে এলসি গেটগুলির ইন্টারলকিং (এলসি গেট নং - সিএ-১৮, সিএ-১১, সিএ-১৪, সিএ-১৬, এনজে-৩৯, এনজে-৪৩, এনজে-৪৫, এসকে-১৫০ = ০৮টি)। টেন্ডার মূল্য: ১,৯২,৩৮,৩৭১.৪৭/- টাকা; বায়না মূল্য: ৩,৮৪,৮০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৩-০৮-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা হবে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

এলসি গেটগুলির ইন্টারলকিং
ই-টেন্ডার নোটিশ নম্বর : ৩৪/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ১০-০৭-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নম্বর : ১৩-এপি-II-২০২৬; কাজের নাম: ২০০০০-এর বেশি টিভিইউ বিশিষ্ট এমএসিএল-এর সাথে এলসি গেটগুলির ইন্টারলকিং (এলসি গেট নং - এবি-৯, এবি-১৮, এবি-২১, এবি-২৯, এবি-৪৪, এবি-৫৯, এবি-৬০, এফডি-২৩, এফডি-২৬ = ০৯টি)। টেন্ডার মূল্য: ২,১৬,৩৭,২৯৯.৮৬/- টাকা; বায়না মূল্য: ৪,৩২,৮০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৩-০৮-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা হবে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for the works mentioned below- Sl. No. 1. Name of the work : Comprehensive Annual Maintenance Contract for Fire Fighting&Fire Detection System installed at various locations of the (G+4) Falakata Super Specialty Hospital in the District of Alipurduar. NIT Ref. No.: WBMSCL/NIT-614/2026 Dated-10/07/2026. Last date of submission of bid (online): 21.07.2026 up to 03:00 P.M. Tender/s can be downloaded from www.wbtenders.gov.in or www.wbmsc.gov.in on or after 14/07/2026 at 11:00 A.M. Clarification requests, if any may be sent to cpec@wbmsc.gov.in or call 033 40340410. Sd/- General Manager, WBMSCL & Additional Secretary to the Govt. of West Bengal. ICA-T12404(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Mal Highway Sub-Division, P.W. (Roads) Directorate invites online e tender for the following works: NIeT-6 of 2026-27 of AE/MHSD [Sl No. 1] 1.Karala bridge at ch. 4.49 km on Paramunda more to Gajoldoba barrage road repair of expansion joint beam & other minor repair work under Jalpaiguri highway division in the district of Jalpaiguri during the year 2026-2027..: Rs. 4,84,521.00 NIeT-6 of 2026-2027 of AE/MHSD [Tender ID: 2026_WBPWD_5016641_1] 1. Bid submission start date (online):14-07-2026 at 10.00 A.M. 2. Bid submission closing date (online): 21-07-2026 at 12.30 P.M. 3.Bid opening date for Technical Evaluation (online):23-07-2026 at 01.00 P.M. Details of N.I.T and Tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Mal Highway Sub-Division P.W.(Roads) Dte. ICA-T12452(1)/2026

কাটিহার ডিভিশনে এসএন্ডটি কাজ
টেন্ডার নোটিশ নম্বর : কেআইআর-এন-২০২৬-কে-১৫; তারিখ : ০৯-০৭-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; ক্রম নং : ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : কিষাণগঞ্জে রান্নাঘর, লাট/বাথরুম, বিনোদন কক্ষ, ডাইনিং হল ইত্যাদি সহ আরপিএফ ব্যারাক (৩০ শয্যা) -এর সংস্থানের সাথে সম্পর্কিত টেলিকম কাজ। টেন্ডার মূল্য : ২১,৪৮,৬২০.৯৪/- টাকা; বায়না মূল্য : ৪৩,০০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ৩১-০৭-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টায় এবং খোলা হবে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ৩১-০৭-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (এস এন্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কাটিহার ডিভিশনে উন্নয়নের কাজ
টেন্ডার নোটিশ নম্বর : কেআইআর-এন-২০২৬-কে-১৪, তারিখ : ০৯-০৭-২০২৬, নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; ক্রম নং : ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : কাটিহার ডিভিশনে আরডিএসও নির্দেশিকা অনুযায়ী জি.জি. ট্রেনিং প্রস্তুতকারকের সিস্টেম এসএসডিএসি/এইচএএসএসডিএসি-এর সংস্করণ এস০০২ থেকে সংস্করণ এস০০৩-এ উন্নতি। টেন্ডার মূল্য : ৭,২৫,৭০০/- টাকা; বায়না মূল্য : ১৪,৫০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ৩১-০৭-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ৩১-০৭-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (এস এন্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

ইমার্জেন্সি লাইটিং সিস্টেম-এর উন্নয়ন
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল/২৯/আরটি৩১_২০২৬/কে/৬২৬, তারিখ: ০৯-০৭-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: আরটি৩১_২০২৬; কাজের নাম: ডিইই/জিঅ্যান্ডসিএইচজি/কাটিহার অধিক্ষেত্রে ম্যানড লেভেল ক্রসিং গেটস-এ ইনভার্টার সিস্টেমের ব্যবস্থার সাথে ব্যাকআপ পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে ইমার্জেন্সি লাইটিং সিস্টেম-এর উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্য: ১,৬৯,০৩,২১৭/- টাকা; বায়নার ধন: ৩,৩৮,১০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৩-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ০৩-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সিনি. ডিইই/জিঅ্যান্ডসিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

এমপিসিবি/এমসিবি-এর ইনপুটে সিঙ্গেল কানেকশন ব্যবস্থার সংস্থান
টেন্ডার নোটিশ নম্বর : ইএল/২৯/৪৮_২০২৬/কে/৬১১; তারিখ: ০৯-০৭-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নম্বর : ৪৮_২০২৬। কাজের নাম : উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সমস্ত কোচিং ডিপো এবং ওয়ার্কশপের সমস্ত এলএইচবি টাইপ ইওজি/এইচওজি এসি কোচ এবং পাওয়ার কারে বর্তমান লুপিং ব্যবস্থার পরিবর্তে এমপিসিবি/এমসিবি-এর ইনপুটে সিঙ্গেল কানেকশন ব্যবস্থার সংস্থান। টেন্ডার মূল্য: ৬,২১,৭৬,৬৫৫.৪৫/- টাকা; বায়না মূল্য : ১২,৪৩,৫০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ৩১-০৭-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা হবে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Tender No. WB/PWD/AE/SSD/SS/NIT No.02 of 2026-27. AE, SSD, SS, P.W. Dte. invites e-Tender for the work of : Monthly hiring of inspection vehicle for the use of the Assistant Engineer, Jalpaiguri Sub-Division, Under, North Bengal Division, Social Sector, P.W. Dte. Tender Id: 2026_WBPWD_5016770_1. Bid submission start date (online) 21-July-2026 from 12.00 P.M, Bid submission closing date (online) 28-July-2026, from 12.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- AE, SSD, SS, P.W. Dte., Siliguri, Govt. of WB. ICA-T12513(3)/2026

কাটিহার মণ্ডলে ফ্লাশ বাট ওয়েল্ডিং
ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি/৩১ অফ ২০২৬ তারিখঃ ১০-০৭-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে:- টেন্ডার সংখ্যা. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ জ্যেষ্ঠ ডিইএন/I/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে মোবাইল ফ্লাশ বাট ওয়েল্ডিং প্ল্যান্ট ব্যবহার করে সমস্ত রেল খণ্ডের (নতুন/এসএইচ) নির্মাণ স্থানে (ইন সিটু/সেস) ১০ টি রেইল প্যানেল/ফ্রি রেইল/২ টি রেইল প্যানেল/৩ টি রেইল প্যানেলের ফ্লাশ বাট ওয়েল্ডিং। টেন্ডার রাশিঃ ৬৫,৮৩,৯১৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৩১,৬০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১০-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পার্সেল স্ক্যানারের অনসাইট সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ এবং কমিশনিং
টেন্ডার নং: সি-এলএমজি-০৬-২০২৬, তারিখ : ০৮-০৭-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: কাজের নাম: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ১৫টি স্টেশন কাটিহার, নিউ জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, নিউ কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার জংশন, ধূপগুড়ি, কামাখ্যা, গুয়াহাটি, ডিমাপুর, সাইরাং, আগরতলা, শিলচর, মরিয়ানি, নিউ তিনসুকিয়া এবং ডিব্রুগড়-এর জন্য ১৫ (পনেরো) পার্সেল স্ক্যানারের অনসাইট সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ এবং কমিশনিং-এর সাথে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য ব্যাপক ওয়ারেন্টি ও রক্ষণাবেক্ষণ। বিজ্ঞাপিত মূল্য : ১৫,৪২,১৮,৩৩০/- টাকা; বায়নার ধন : ৩০,৮৪,৪০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ৩১-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ এবং সংশোধনী নং. ১-এর জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।
সিনি. ডিসিএম, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

রঙ্গিয়া মণ্ডলে এমএলবির প্রতিস্থাপন
ই-টেন্ডার নোটিস নং. আরএন-এসটি-১৬-২০২৬-২৭ তারিখঃ ১০-০৭-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে:- টেন্ডার সংখ্যা. আরএন-এসটি-১৬-২০২৬-২৭। কাজের নামঃ রঙ্গিয়া মণ্ডলের এনএন-১৪৭ এ (ভাটেল-নিউ বঙ্গাইগাঁও খণ্ড) ইএলবি সহিত এমএলবির প্রতিস্থাপন। টেন্ডার রাশিঃ ৬৫,৮৮,৬২৩.৭৭/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৩১,৮০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১০-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায় জ্যেষ্ঠ ডিএসটিই/রঙ্গিয়া কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
টোকাঃ টেন্ডারের যেকোনো পরিবর্তনের জন্যে জমা করার পূর্বে অনুগ্রহ করে মূল টেন্ডার নোটিসে উল্লেখ করা ইন্টারনেট ওয়েবসাইট/ সংবাদপত্র/ সংশোধনী পরীক্ষা করুন।
ডিএসটিই, রঙ্গিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
N.B.D.D
NOTICE INVITING e-TENDER
Notice Inviting e-Tender by the E.E./NBDD vide NIeT No. 07 of 2026-27 of the E.E, NBDD.
Details of works will be seen in the above mentioned NIeT in the website : www.wbtenders.gov.in & www.wbnorthbengaldev.gov.in
Sd/-
Executive Engineer
North Bengal Development Department

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM NOTICE
It.is to notify all concern that following changes has been made in NIeT No:- PHE/SWSD/EE/NIeT-01 of 2026-27 (Sl No 01,02,03) (for Tender ID: 2026_PHED_1027406_1,2,3, of this office

Particulars	In Place of Date & time	To Be Read as Date & Time
Both Technical and financial bid Submission closing date (online)	13/07/2026 upto 04:00 P.M	28/07/2026 upto 04:00 P.M.
Date and Time of Opening Technical Proposals (online)	15/07/2026 upto 04:00 P.M	30/07/2026 upto 04:00 P.M.

Please log-in in the following website: https://wbtenders.gov.in for details. ALL OTHER TERMS AND CONDITION WILL REMAIN SAME. Sd/- Executive Engineer Siliguri W/S Division P.H.E. Dte. ICA-T12521(3)/2026

জরুরীকালীন আলোকসজ্জা ব্যবস্থার উন্নীতকরণ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/আরটি৩২_২০২৬/কে/৬২৭ তারিখঃ ০৯-০৭-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে:- টেন্ডার সংখ্যা. আরটি৩২_২০২৬। কাজের নামঃ ডিইই/জিএণ্ডসিএইচজি/নিউ জলপাইগুড়ি অধিক্ষেত্রের অধীনে মানববিযুক্ত লেভেল ক্রসিং গেটসমূহে ইনভার্টার সিস্টেমের ব্যবস্থা সহিত বিদ্যুৎ যোগানের এক ব্যাকআপ রূপে জরুরীকালীন আলোকসজ্জা ব্যবস্থার উন্নীতকরণ। টেন্ডার রাশিঃ ১,৬৯,২০,৪২৭/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩,৩৮,৪০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩১-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের ওয়ারএইচের অন্তর্ভাগ, বহির্ভাগ এবং ক্লাবের নবীকরণ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৩০/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১০-০৭-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে:- টেন্ডার সংখ্যা. ১২-এপি-II-২০২৬। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার জংশনেঃ এডিইএন/এইচকিউ/আলিপুরদুয়ার জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনে ওয়ারএইচএর অন্তর্ভাগ, বহির্ভাগ এবং ক্লাব সহিত শৌচালয় এবং চতুর্দিকের এলাকার নবীকরণের সাথে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ১,৬৮,৯৪,৫৮৫.৯৩/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩,৩৭,৯০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৩-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

গোয়ালপারা টাউনে উচ্চ স্তরীয় প্ল্যাটফর্মের সম্প্রসারণ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৩৫-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৬-২৭। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে:- আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ গোয়ালপারা টাউনে- সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যের রেলের উপযোগী হওয়া উচ্চ স্তরীয় প্ল্যাটফর্ম-১, প্ল্যাটফর্ম-২ এ ৬ বে পিপি শেডের সম্প্রসারণ সহিত সমীপবর্তী পথ এবং স্টেশনের চতুর্দিকের এলাকার উন্নয়ন। টেন্ডার রাশিঃ ৪,২১,২৮,৪৪৪.৯৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৮,৪২,৬০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৩-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
টোকাঃ টেন্ডারের যেকোনো শেষ মুহূর্তের পরিবর্তনের জন্যে জমা করার পূর্বে অনুগ্রহ করে মূল টেন্ডার নোটিসে উল্লেখ করা সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহের নেট/ সংবাদপত্র/সংশোধনী পরীক্ষা করুন।
ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪২১৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪২৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৫৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২২১৪০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২২১৫০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কর্মখালি

Required Sales Person, Experience in Mobile Sale. At - The Musical Hut, H.C. Road, Siliguri. (M) 7001210094. (C/122300)

●

রিসর্ট, হাউসিং ও স্কুলের জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই (থাকা ফ্রী)। বেতন - 11000/- to 13000/-, M - 9832489908. (C/122901)

●

জলপাইগুড়িতে কাজের জন্য H.S. পাশ ছেলে ও প্রাইভেট বোলেরো চালাবার জন্য ড্রাইভার চাই। (M) - 9434054095. (C/122456)

URGENT VACANCY FOR RICE MILL

1. Residential Production Manager. 2. Cashier. 3. Marketing Executive. Contact : 9800642102. (C/122452)

অ্যাফিডেভিট

আমি Mili Begam স্বামী Md Mehbub Alam পশ্চিম হারমতি বড় কামাত, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি। আমার ছেলে (Sagid Hossain) এর জন্ম সার্টিফিকেটে মা ও বাবার নাম ভুল থাকায় গত 12.6.26 তারিখে জলপাইগুড়ি 1st Class Judicial ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট [নং 20738(L)] বলে মা Mili Begam ও Ajima Begam এবং বাবা Md Mehbub Alam ও Mahabub Alam একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইল। (S/C)

●

আমার আধার কার্ড নং - 502853744484-এ, আমার নাম ভুলবশত Lably Khatun থাকায় গত 22/06/26 নোটারি পাবলিক সদর কোচবিহার-এ অ্যাফিডেভিট করে আমি Lovely Khatun নামে পরিচিত হলাম। Lovely Khatun, পিতা - বাহারুদ্দিন মিঞা, গ্রাম - ছোট্ট শিমুলগুড়ি, থানা - ঘোকসাডাঙ্গা, জেলা - কোচবিহার, পঃবঃ। (C/A)

আজ হলদিবাড়ী
কাল ময়নাগুড়ি
১৭/১৮ জলপাইগুড়ি
১৯.৭ ধূপগুড়ি
গ্রহের দোষ কাটান
৩৫০ বছরের বংশ পরম্পরায় জ্যোতিষী ও পথপ্রদর্শক
শ্রীদেবাচার্য্য
বুকিং : 9434317391/9163667741

WBEIDC
Webel Bhavan, Sector-V, Salt Lake, Kolkata 700 091.
Notice Inviting e-Tender No : WEBEL/EOT/WGS-26 /000082 (Re-Tender : 4th Call), Dated : 01-07-26
Nature of work : Selection of vendor for "Construction of DG she at Siliguri (Phase 1 & 2) IT Park".
Due date of Submission : 7 days from publication
Interested parties may go through website https://wbtenders.gov.in and https://www.webel.in
Mobile : 9619898448
Email : sankha.biswas@webel-india.com
ICA-T12403(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Bid ref. no.- WBMSCL/NIT-618/2026, Dated- 13/07/2026
West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for Comprehensive Maintenance Contract of the existing STP, WTP, Water Supply System (WSS) and Borewell (including man power, consumables, spare parts etc.) for Raiganj Government Medical College and Hospital (Site-1 & Site-2) under the jurisdiction of WBMSCL for a period of 1 (one) year (2nd call). Last date of submission of bid (online)-22.07.2026 up to 12:00 P.M. The tender document can be downloaded from www.wbmsc.gov.in and www.wbtenders.gov.in on or after 15.07.2026 at 11:00 A.M. Clarification requests, if any may be sent to ee2msc.hfw-wb@gov.in Sd/- Managing Director, WBMSCL & Sr. Special Secretary, H&FWD, Govt. of West Bengal. ICA-T12412(2)/2026

কিডনি চাই

কিডনি চাই O+, বয়স 40 এর মধ্যে ID ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M No- 8016140555. (C/122821)

হারানো - প্রাপ্তি

আমি Bishu Baishya chain sale Deed No - 1080/18.03.2015, 3015/27.07.2016. এই দুইটি দলিল গত ইংরাজি 24-06-2026 তারিখে হারিয়ে যায়। যদি কেউ পেয়ে থাকেন তাহলে 9800482435 নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। (C/122823)

অ্যাফিডেভিট

আমি পম্পা রায় বর্মন স্বামীসুকুমার বর্মন, গ্রাম নাকইড় পোস্ট ফুলবাড়ী থানা গঙ্গারামপুর জেলা দক্ষিণ দিনাজপুর। বাবার পদবী অনুযায়ী পম্পা রায়, WBBSE. Registration Certificate (vide Reg no D412-01099. স্বামীর পাসপোর্টে No (N-6625750) আমার নাম ভুল থাকায় গত 7/7/26 তারিখে নোটারি পাবলিক গঙ্গারামপুর কোর্টে affidavit করে স্বামীর পদবী অনুযায়ী পম্পা রায় বর্মন হিসেবে পরিচিত হলাম। পম্পা রায়, পম্পা বর্মন এবং পম্পা রায় বর্মন এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/122822)

●

আমি Purabi Samaddar W/o - Late Kanti Samaddar, আমার ছেলের জন্ম সংশাপত্রে যার সার্টিফিকেট নং - A310762 D,T, 10-06-1994 আমার ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 09-07-2026 এ প্রথম শ্রেণী J.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে আমার ছেলের নাম Anup Samasder থেকে Anup Samaddar করা হল। যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/122825)

●

আমি Mili Begam স্বামী Md Mehbub Alam পশ্চিম হারমতি বড় কামাত, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি। আমার ছেলে (Sahid Hossain) এর জন্ম সার্টিফিকেটে মা ও বাবার নাম ভুল থাকায় গত 12.6.26 তারিখে জলপাইগুড়ি 1st Class Judicial ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট [নং 20738(K)] বলে মা Mili Begam ও Ajima Begam এবং বাবা Md Mehbub Alam ও Mahabub Alam একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইল। (S/C)

Affidavit

Piyali Singha Roy D/o - Lt. Jogesh Roy, Maynaguri, Jalpaiguri - W.B. have change my name to Piyali Roy for all purposes. also Piyali Roy and Piyali Singha Roy is same and one identical Person. Vide affidavit no. 15848 dt 09/07/26 Before Ex. Magistrate, Jalpaiguri. (C/122455)

আজ টিভিতে

ভালোবাসার রং-রুট রাত ৮.৪৫ **সান বাংলা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.১৫ গোত্র, দুপুর ১২.১৫ বিধাতার লেখা, বিকেল ৩.৩০ শ্রীমান ভূতনাথ, সন্ধে ৬.৩০ অগ্নি, রাত ৯.৪৫ দেবী

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ শত্রুর মোকাবিলা, দুপুর ১.৩০ ক্রিমিনাল, বিকেল ৫.০০ মান মর্যাদা, রাত ৮.১৫ প্রতিবাদ, ১১.৩০ সত্যমেব জয়তে

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ আশীর্বাদ, বেলা ১১.৩০ বচ্চন, দুপুর ২.৩০ তুমি যে আমার, বিকেল ৫.৩০ স্বার্থপর, রাত ৮.০০ ভালোবাসি তোমাকে, ১০.৩০ অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ব্ল্যাকমেল

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বিধাতার লেখা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রশ্ন

সোনি ম্যাক্স ওয়ান : দুপুর ১২.১৪ নরাপ্পা, ২.৫২ শয়তান, বিকেল ৫.১৮ ক্যারাটে কিড, রাত ১০.১০ মীনাক্ষী

সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.৪৬ নাজায়েজ, দুপুর ১.৩৬ বীরগতি, বিকেল ৪.৪২ ময়দান-এ-জঙ্গ, সন্ধে ৭.৫০ শোলা অওর শবনম, রাত ১০.৩৮ পাপ কি দুনিয়া

দ্য লায়নস রুল রাত ৮.১৬ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট**

অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি রাত ১০.৩০ **জি বাংলা সোনার**

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ **আকাশ আট**

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩০ আষাঢ় ১৪৩৩, ভাঃ ২৪ আষাঢ়, ১৫ জুলাই ২০২৬, ৩০ আহার, সংবৎ ১ আষাঢ় সুদি, ২৯ মহরম। সূঃ উঃ ৫।৪, অঃ ৬।২৩। বুধবার, প্রতিপদ দিবা ১।৪৭। পুষ্যানক্ষত্র রাত্রি ১২।৫১। হর্ষণযোগ দিবা ১১।৮। ববকরণ দিবা ১। ৪৭ গতে বালবকরণ রাত্রি ১২।৪৬ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ১২।৫১ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ১। ৪৭ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, দিবা ১। ৪৭ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৮। ২৪ গতে ১০।৩ মধ্যে ও ১১।৪৩ গতে ১।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি ২।২৪ গতে ৩।৪৪ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে দক্ষিণে ও পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ১০।১১ গতে পূর্বেও নিষেধ, দিবা ১১।৮ গতে যাত্রা নাই, দিবা ২।৪৪ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ মাত্র উত্তরে দক্ষিণে ও পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ১২।৫১ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- সাধভক্ষণ নামকরণ নিষ্ক্রমণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাধিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১। ৪৭ গতে হলপ্রবাহ বীজবপন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন এবং দ্বিতীয়ার সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৩ গতে ১১।১৬ মধ্যে ও ১।৫৬ গতে ৫।২৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৯। ৫৬ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ১।৩০ মধ্যে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্রে বদলির খবর পেতে পারেন। পাওনা আদায়ে জোর করতে যাবেন না। বাড়ি সংস্কারে খরচ বাড়বে। **বৃষ :** অপ্রয়োজনীয় কথা এড়িয়ে চলুন। আগুন ও বিদ্যুতের ব্যবহারে সাবধান। **মিথুন :** প্রেমে কোনও অপরিচিত ব্যক্তির মাতব্বরিতে অশান্তি হতে পারে। মায়ের পরামর্শে সংসারের সমস্যা কাটবে। **কর্কট :** ফেলে রাখা কাজ শুরু করলে সাফল্য পাবেন। ব্যবসায় মন্দাভাব কাটবে। আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ হবে। **সিংহ :** অতি সাহসে ক্ষতি হতে পারে। আজ দুপুরের পর ভালো খবর পেতে পারেন। **কন্যা :** বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে আনন্দ। দীর্ঘদিন বাদে খুঁজে পাবেন পুরোনো বন্ধুকে। ঋণ শোধ করার চেষ্টা করুন। **তুলা :** ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগ করতে হতে পারে। নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। **বৃশ্চিক :** পুরোনো পিঠের ব্যথা নিয়ে ফের ভোগান্তি। সারাদিন কঠোর পরিশ্রমে কাটবে। **ধনু :** ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যা। সৃজনমূলক কাজে উন্নতি। **মকর :** বিষয় সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনেদের সঙ্গে বিরোধ বাড়বে। **কুম্ভ :** বাড়ি সংস্কারে আর্থিক সমস্যা হতে পারে। **মীন :** কোনও জটিল সমস্যার সমাধানে বন্ধুর ভূমিকায় উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান, প্রতিপত্তি বাড়বে। আর্থিক লাভ।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মিষ্টিতে মেসি

বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের আগে দুর্গাপুরে মিষ্টি দিয়ে তৈরি হল মেসির প্রতিকৃতি। মামড়া বাজারের মিষ্টি ব্যবসায়ী দেবাশিস ঘোষ দেড় কেজি খোয়া ও নানা উপকরণ দিয়ে গড়েছেন এই শিল্পকর্ম।

ট্রলার ডুবি

সাতদিনের মধ্যে ফের ট্রলার ডুবির ঘটনা বঙ্গোপসাগরে। বকখালি উপকূল থেকে ৩০ কিমি দূরে দুর্ঘটনা ঘটে। ট্রলারটির তলার অংশ ফেটে ডুবে গেলেও অন্য ট্রলারের মৎস্যজীবীদের তৎপরতায় ১৩ জনকে উদ্ধার করা গিয়েছে।

রুপো পাচার

হাওড়া মেট্রো স্টেশন থেকে ১৪ লক্ষ টাকা মূল্যের ৬ কেজি রুপোর বার সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ব্যাগ স্ক্যানিংয়ের সময় সন্দেহজনক বস্তু নজরে আসে আরপিএফের।

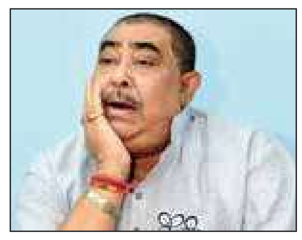

হাইকোর্টে কেষ্ট

বীরভূমের ইটভাটা লুট মামলায় গ্রেপ্তারি এড়াতে কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন করলেন অনুব্রত মণ্ডল। একই আবেদনে সিউড়ি জেলা আদালতের দ্বারস্থ হলেও আর্জি খারিজ হয় তাঁর।

শ্রাবণীমেলার উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার তারকেশ্বরে। -পিটিআই

গ্রামোন্নয়নে বিপুল বরাদ্দ

পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে খামতি রাখবে না কেন্দ্র : শিবরাজ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৪ জুলাই : বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই বড় আর্থিক কিস্তি নিয়ে হাজির কেন্দ্র। মঙ্গলবার নবান্নে যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের গ্রামোন্নয়নে মেগা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। ১২৫ দিনের কাজের গ্যারান্টি বাবদ বরাদ্দ হয়েছে মোট ১২,০৬৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, যেখানে শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি বাড়িয়ে ৩০০ থেকে ৬০০ টাকা পর্যন্ত নিশ্চিত করা হয়েছে। আগে এই কাজে ন্যূনতম মজুরি ছিল ২৫০ টাকা। এছাড়া আবাস যোজনার চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের আগেই ১ লক্ষ বাড়ি তৈরির সবুজ সংকেত দিয়েছে কেন্দ্র, যার ভেরিফিকেশনের মেয়াদ বাড়িয়ে করা হয়েছে ১৫ অগাস্ট। জুনের শেষে পাওয়া ৭০০ কোটি টাকার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় ২,৪০০ কিমি নতুন রাস্তার জন্য প্রথম দফায় ১ হাজার কোটি টাকা মঞ্জুর হয়েছে। একইসঙ্গে অগাস্ট থেকে প্রাথমিক স্তরে মিড-ডে মিলের দৈনিক বরাদ্দ ৬.৭৮ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০ টাকা করার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কলকাতায় মেড-ডে মিলে পুষ্টিকর খাবার বিতরণের দায়িত্ব সামলাবে ইসকন। মহিলাদের স্বনির্ভর করতেও ২৪৫ কোটি টাকার ব্যাংক ঋণ ও ৫০ কোটি টাকার কমিউনিটি ফান্ড তৈরির কথা জানিয়েছে রাজ্য সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'বিকশিত ভারত জি রাম জি কর্মসূচির অধীনে গ্রামীণ কর্মসংস্থানে আমূল বদল আনা হচ্ছে। এখন থেকে ১২৫ দিনের কাজের গ্যারান্টি দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এই ক্ষেত্রে ২ কোটি ৫৬ লক্ষ জব কার্ড দেওয়ার বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। একাজে অদক্ষ শ্রমিকরা দৈনিক ৩০০ টাকা, আধা দক্ষ শ্রমিকদের ৪৫০ টাকা এবং দক্ষ শ্রমিকদের জন্য ৬০০ টাকা মজুরি সুনিশ্চিত করা হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়লে প্রয়োজনে এঁদের আরও ৫০ দিন অতিরিক্ত কাজ দেওয়া হবে। আবাস যোজনায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রক আগাম ১ লক্ষ বাড়ির অনুমোদন এদিনই দিয়েছে।' মুখ্যমন্ত্রীর কথার রেশ ধরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, 'কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে কোনও খামতি রাখবে না। এখন থেকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কেন্দ্র-রাজ্যের ডবল ইঞ্জিন সরকার চলবে। লক্ষ্য, পশ্চিমবঙ্গকে দেশের এক নম্বর রাজ্যে পরিণত করা।'

- ১০০ দিনের বদলে ১২৫ দিনের কাজের গ্যারান্টি
- আবাস যোজনায় ১ লক্ষ বাড়ি ও গ্রামীণ রাস্তার জন্য ১ হাজার কোটি টাকা মঞ্জুর
- মহিলাদের স্বনির্ভর করতে বিশেষ ঋণ
- বিধানসভা ভোটের পর ৩ হাজার পঞ্চায়েতে প্রশাসনিক ও আর্থিক লেনদেনে জটিলতা

কিন্তু এই বিপুল বরাদ্দের খুশিতে এক বালতি জল ঢেলে দিয়েছে বিধানসভা ভোটের পর পঞ্চায়েত স্তরে তৈরি হওয়া অভূতপূর্ব প্রশাসনিক জটিলতা। ভোটের পর থেকে রাজ্যের প্রায় ৩ হাজার গ্রাম পঞ্চায়েতপ্রধান বেপাত্তা! সই করার লোক না থাকায় প্রায় ২,৯০০ পঞ্চায়েতে সমস্ত আর্থিক লেনদেন থমকে গিয়েছে। পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ভার্চুয়াল বৈঠক করেও জট কাটাতে না পেরে শেষমেশ জেলাশাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন নিখোঁজ প্রধানদের দপ্তরে হাজির করাতে। প্রয়োজনে চলতি অধিবেশনেই পঞ্চায়েত আইন সংশোধনের বিল আনার প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে।

কৃষিক্ষেত্রেও বড় বদল আনতে অন্ধ্র ও পঞ্জাবের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে রাজ্যে গড়া হচ্ছে পূর্ব ভারতের অন্যতম বৃহৎ বীজ হাব। মালদায় আম ও লিচুর চারা তৈরির জন্য আইসিএআর অনুমোদিত ১০০ কোটি টাকার প্রকল্প এবং হুগলির চুঁচুড়ায় অবস্থিত ধান গবেষণা কেন্দ্রটিকে আন্তর্জাতিক মানের 'সেন্টার অফ এক্সেলেন্স' করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মহাজনি ঋণের দাপট কমাতে নাবার্ড ও ব্যাংক কর্মীরা গ্রামে গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কৃষকদের 'কিষান ক্রেডিট কার্ড' দিয়ে আসবেন।

অপসারিত সিআইডি প্রধান, উত্তরের আইজি বদল

কলকাতা, ১৪ জুলাই : রাজ্য পুলিশে বড়সড়ো রদবদল ঘটল। মঙ্গলবার এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ পর্যন্ত একযোগে ৩৩ জন আইপিএস ও ডব্লিউবিপিএস আধিকারিককে বদলি করা হয়েছে, যার বড় একটি প্রভাব পড়েছে উত্তরবঙ্গের পুলিশ প্রশাসনে।

এই রদবদলে চমক রাজ্যের গোয়েন্দা প্রধানের অপসারণ। সিআইডি-র এডিজি তথা গোয়েন্দা প্রধানের পদ থেকে আইপিএস সুপ্রতিম সরকারকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ এডিজি টেলিকমিউনিকেশনে পাঠানো হয়েছে। তাঁর জায়গায় দুঁদে আইপিএস অফিসার নটরাজন রমেশবাবুকে রাজ্যের নতুন গোয়েন্দা প্রধান করা হয়েছে। পূর্বতন সরকারের আমলে কলকাতার পুলিশ কমিশনার থাকা সুপ্রতিম সরকারের নেতৃত্বাধীন সিআইডি-ই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সই জাল কাণ্ড সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মামলার তদন্ত করছিল, তাই তাঁর এই বদলি অত্যন্ত অর্থবহ।

জয়রামনের বড় দায়িত্ব

উত্তরবঙ্গের নতুন আইজি হয়ে আসছেন দক্ষ আইপিএস সুকেশকুমার জৈন। এতদিন এই পদে থাকা অফিসার কে জয়রামনকে কলকাতায় ডিরেক্টর অফ ইকনমিক অফেন্সে বদলি করা হয়েছে। পাশাপাশি রায়গঞ্জ রেঞ্জের নতুন ডিআইজি হচ্ছেন ইভান লেপচা। আর এখানকার বর্তমান ডিআইজি অমিতকুমার ভারতকে দক্ষিণবঙ্গে পাঠিয়ে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের নতুন সিপি করা হচ্ছে। পাহাড় ও ডুয়ার্সের আইনশৃঙ্খলতায় আরও জোর দিতে দার্জিলিংয়ের নতুন পুলিশ সুপার হিসেবে আনা হচ্ছে শ্রীকান্ত জগন্নাথ রাওকে এবং কোচবিহারের নতুন পুলিশ সুপার পদে আসছেন মণীশ যোশি। এছাড়া কোচবিহারের নারায়ণী ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার করা হয়েছে আইপিএস বিশপ সরকারকে এবং উত্তরবঙ্গ এসটিএফের নতুন পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব সামলাবেন অম্লান ঘোষ।

রাজ্য পুলিশেও বদল ঘটেছে। বারুইপুরের সাম্প্রতিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হওয়ার পর বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পিনাকী দত্তকে সরিয়ে সেই জায়গায় পূর্ব মেদিনীপুর গ্রামীণ এলাকা থেকে আনা হয়েছে অতীশ বিশ্বাসকে। পশ্চিমাঞ্চলের এডিজি বিশাল গর্গকে আইবি-তে এবং এসটিএফের আইজি প্রবীণ ত্রিপাঠীকে হোমগার্ডের আইজি পদে পাঠানো হয়েছে।

প্রধানদের হাত থেকে ক্ষমতা কাড়তে বিল

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৪ জুলাই : পঞ্চায়েতে দুর্নীতি রোধে বিধানসভায় বিল আনবে সরকার। আসন্ন বিধানসভা অধিবেশনে সেই বিল আসতে পারে বলে জানিয়েছেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। এই বিলে পঞ্চায়েতের খরচের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত প্রধানদের হাত থেকে আর্থিক ক্ষমতা কেড়ে সরকারি আধিকারিকদের দেওয়ার প্রস্তাব করা হবে। এর পাশাপাশি রাজ্যে পঞ্চায়েতের সংখ্যাও বেশ কিছুটা বাড়াতে চায় রাজ্য সরকার। পঞ্চায়েত এলাকায় মানুষের পরিষেবা সুনিশ্চিত করতেই সরকারের এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন দিলীপ।

পঞ্চায়েতে দুর্নীতি বাম আমলের শেষের দিকে শুরু। বিগত তৃণমূল সরকারের সময় তা চরম আকার ধারণ করেছিল। বর্তমান বিজেপি সরকার দুর্নীতির প্রশ্নে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে চলতে চায়। পঞ্চায়েতের অধীনে একশো দিনের মতো কাজের প্রকল্পে জব কার্ড ও টাকা খরচ নিয়ে পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতির জেরে রাজ্যকে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। শেষপর্যন্ত বিধানসভা ভোটের মুখে সেই নিষেধাজ্ঞা কিছুটা শিথিল হলেও গ্রামীণ কর্মসংস্থানে তার ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। ভোটকে মাথায় রেখে পূর্বতন সরকার নিজের ভাঁড়ার থেকে অর্থ খরচ করে তার মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছিল। সরকার পরিবর্তনের পরে সেই বাধা এখন কেটে গিয়েছে। ১০০ দিনের জায়গায় এখন কেন্দ্রের জি রাম জি প্রকল্পে ১২৫ দিনের প্রকল্পে রাজ্যকে ৮৫০৮ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র।

> পঞ্চায়েত প্রধানদের থেকে আর্থিক ক্ষমতা নিয়ে আমরা আধিকারিকদের হাতে দিচ্ছি।
>
> **দিলীপ ঘোষ** পঞ্চায়েতমন্ত্রী

কিন্তু কেন্দ্রের সেই বরাদ্দ টাকা খরচ নিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না বর্তমান সরকার। রাজ্য প্রশাসনের একাংশের মতে, সরকার বদলালেও পঞ্চায়েতের দুর্নীতি এখনই নির্মূল করা সম্ভব নয়। তাছাড়া বিরোধীরা বর্তমান সরকারের ভাবমূর্তিকে কলঙ্কিত করার জন্য পঞ্চায়েতকে কাজে লাগাতে পারে। ২০২৭-এ রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বর্তমান সরকারের গায়ে ফের দুর্নীতির কালি লাগলে তাতে আখেরে ক্ষতি হবে দলের। দল হিসেবে বিজেপি চায় পঞ্চায়েতের আর্থিক খরচ থেকে দলীয় প্রতিনিধিদের দূরে রাখতে। সেই কারণেই চলতি বিলে পঞ্চায়েত প্রধানদের হাত থেকে আর্থিক ক্ষমতা কেড়ে তা পঞ্চায়েতের এগজিকিউটিভ অফিসারদের হাতে দিতে চলতি বিলে সংশোধনী আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। এ ব্যাপারে পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, 'পঞ্চায়েত প্রধানদের থেকে আর্থিক ক্ষমতা নিয়ে আমরা আধিকারিকদের হাতে দিচ্ছি। যাতে পঞ্চায়েত প্রধানরা সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি রূপায়ণের বিষয়ে আরও বেশি সময় দিতে পারেন।'

পঞ্চায়েত পরিষেবার পরিধি আরও বিস্তৃত ও তার গুণমান বাড়াতে পঞ্চায়েতের সংখ্যা বেশ কিছুটা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পঞ্চায়েত দপ্তর। বর্তমানে রাজ্যে ৩৩৩৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। চলতি অর্থবর্ষে সেই সংখ্যা ৪ হাজার করতে চায় সরকার। বিরোধীদের মতে, পঞ্চায়েতের সংখ্যা বাড়লে যদি পরিষেবা আরও ভালো হয়, তাতে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু বিজেপি ও আরএসএসের আসল লক্ষ্য পঞ্চায়েতের পরিষেবা উন্নত করা নয়। সংসদ, বিধানসভা ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের মতোই পঞ্চায়েতের সম্প্রসারণের মধ্যে দিয়ে জনবিন্যাসের রাজনীতির ফায়দা তুলতেই এই উদ্যোগ।

তৃণমূলের 'দুর্নীতির' তদন্তে কমিশন

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৪ জুলাই : ক্ষমতায় এসেই দুর্নীতি নিয়ে 'জিরো টলারেন্স' নীতি ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এবার সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নিল বিজেপি সরকার। পূর্বতন তৃণমূল সরকারের (২০১১ থেকে ২০২৬ সালের মে) ১৫ বছরের জমানায় বিভিন্ন দপ্তরে হওয়া প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির তদন্তে এক উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিশন গঠন করল নবান্ন।

কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নেতৃত্বে গঠিত এই কমিশনকে সিভিল কোর্টের সমতুল্য ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ফলে কমিশন যেকোনও ব্যক্তিকে তলব করে বয়ান রেকর্ড করতে পারবে এবং প্রাথমিক তদন্তে দুর্নীতি প্রমাণিত হলে সরাসরি পুলিশে এফআইআর করার সুপারিশও করতে পারবে। এই কমিশনের তদন্ত প্রক্রিয়ায় প্রবীণ আইপিএস, আইএএস, ডব্লিউবিসিএস এবং পশ্চিমবঙ্গ রেভিনিউ সার্ভিসের চৌকশ অফিসারদের শামিল করা হচ্ছে। তবে নবান্নের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি (সিবিআই বা ইডি) ইতিমধ্যেই যেসব দুর্নীতির তদন্ত করছে, সেগুলিতে এই কমিশন হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

- কমিশনের প্রধান লক্ষ্য আমপান ত্রাণ দুর্নীতি, ১০০ দিনের কাজে অনিয়মের মতো বিষয় খতিয়ে দেখা
- হাতিয়ে নেওয়া সরকারি অর্থ কীভাবে পুনরুদ্ধার করা যায়, সে বিষয়েও সরকারকে দিকনির্দেশ
- পুর-নীতি ভেঙে হওয়া বেআইনি নির্মাণের পিছনে কোনও যোগসাজশ ছিল কি না খতিয়ে দেখা

কমিশনের মূল লক্ষ্য হবে আমপান ত্রাণ দুর্নীতি, ১০০ দিনের কাজে অনিয়ম, মিড-ডে মিলের অর্থ নয়ছয়, সরকারি চাকরিতে নিয়োগ কেলেঙ্কারি, পুরসভা ও পঞ্চায়েতের ক্ষমতার অপব্যবহার এবং সরকারি টাকা আত্মসাতের মতো বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা। শুধু তদন্তই নয়, দুর্নীতির মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া সরকারি অর্থ কীভাবে পুনরুদ্ধার করা যায়, সে বিষয়েও সরকারকে দিকনির্দেশ করবে এই কমিশন। এছাড়া, গত ১৫ বছরে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কোনও বেআইনি গ্রেপ্তার বা মিথ্যা মামলা হয়েছে কিনা, এবং কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় পুর-নীতি ভেঙে হওয়া বেআইনি নির্মাণের পিছনে কোনও সরকারি দপ্তরের যোগসাজশ ছিল কিনা, তাও খতিয়ে দেখা হবে। বিধানসভাতেই মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছিলেন, দুর্নীতিগ্রস্তদের শুধু জেলেই পাঠানো হবে না, বরং তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিলাম করা হবে। হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট, হরিশ মুখার্জি রোড বা আমতলার বিলাসবহুল প্রাসাদগুলির বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিয়ে সেখানে ফুটপাথবাসীদের থাকার ব্যবস্থা করার যে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছিলেন, এই তদন্ত কমিশন গঠনের মাধ্যমে তা কার্যকরের পথেই হাঁটল রাজ্য সরকার।

প্রশান্তকে জালে আনতে মামলা দায়ের

কলকাতা, ১৪ জুলাই : স্বর্ণব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা খুনে রাজগঞ্জের প্রাক্তন বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে জালে আনতে নতুন করে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ মেনে প্রশান্তর বিরুদ্ধে আরও কড়া অভিযোগ তুলে ধরে মামলা দায়ের করেছে আত্মদীপ নামে সংগঠন। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার মামলাটি ফাইল করেছেন সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রসূন মৈত্র।

ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় সাদা খাতা জমা দিয়ে বিডিওর চাকরি পেয়েছিলেন প্রশান্ত। তাঁর বিরুদ্ধে খুন ছাড়াও একাধিক অভিযোগ রয়েছে। সেই সমস্ত বিষয়গুলিও এবার নতুন মামলায় যুক্ত করা হয়েছে। অপরাধ যে প্রশান্তর অভ্যাসগত বৈশিষ্ট্য তা তুলে ধরা হয়েছে আবেদনপত্রে। প্রসূন মৈত্র বলেন, 'মামলাটি যাতে ২১ জুলাই শুনানি হয় সেই চেষ্টা করা হচ্ছে। শাসক বদলালেও শাসন বদলায় না। নিরক্ষর প্রশান্তর সুরক্ষার দায়িত্ব নিতে স্বয়ং ডিজি আদালতের নির্দেশের তোয়াক্কা করেন না। অবসরের আগে তিনি ক্যাশ, কাইন্ডস বা স্বজনপোষণের মধ্যে কোনটাতে বেশি স্বচ্ছন্দ সেটা বলে দিলে অন্য অপরাধীদেরও খানিকটা সুবিধা হয়।'

মদনের পরিবারকে ডাকল ইডি

কলকাতা, ১৪ জুলাই : পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার ইডির নজরে কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র এবং তাঁর পরিবার। আগামী সপ্তাহে মদন মিত্রের স্ত্রী অর্চনা মিত্র এবং তাঁর দুই ছেলে স্বরূপ ও শুভরূপকে তলব করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। আগামী ২২ ও ২৩ জুলাই সকাল ১১টায় তাঁদের সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ধৃত প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসুকে জেরার পর বেশ কিছু বেআইনি আর্থিক লেনদেনের তথ্য উঠে এসেছে, যার সূত্র ধরেই মদনের পরিবারকে তদন্তের আওতায় আনা হচ্ছে। তদন্তকারীদের দাবি, ধৃত প্রাক্তন মন্ত্রী ১২৫ জনকে বেআইনি চাকরি দিয়ে তার বিনিময়ে সোনা নিয়েছিলেন। মদন মিত্রের পুত্রবধূ কামারহাটি পুরসভার কাউন্সিলর মেঘনা মিত্রসহ পরিবারের বাকি সদস্যদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের নথিপত্রও এখন ইডির আতশকাচের নীচে।

স্ক্যানারে ফিরহাদ

এদিকে পুরদুর্নীতির জল গড়িয়েছে প্রাক্তন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম পর্যন্ত। দক্ষিণ দমদম পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই দত্তের বয়ানের ভিত্তিতে ইডির পেশ করা চার্জশিটে নাম উঠেছে ফিরহাদের। চার্জশিটে উল্লেখ, পুরসভা নিয়োগের সুপারিশের ফাইলে 'ববিদা' ও 'সুজিতদা' নামের কোড ব্যবহার করা হত। নিতাই দত্ত জানিয়েছেন, পুরসভার বোর্ডে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে সাধারণ কাউন্সিলররা ২টি করে, চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল ৫টি এবং ফিরহাদ হাকিম ৬টি নামের সুপারিশ করতে পারবেন। ফিরহাদের সুপারিশ করা সেই ৬ জন প্রার্থীর নথিপত্র আলাদা করে খতিয়ে দেখার নির্দেশও দিয়েছিল পুরবোর্ড।

ব্রিগেডে আপত্তি, খোঁচা কংগ্রেসের

রিমি শীল

কলকাতা, ১৪ জুলাই : একুশের গেরোয় জর্জরিত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাট তৃণমূল। ২১ জুলাই ধর্মতলা চত্বরের দুই প্রান্তে কংগ্রেস এবং বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল শহিদ দিবস পালন করবে। সেই অনুযায়ী সভা নিয়ে পুরোদমে প্রস্তুতি নিতেও শুরু করে দিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং ঋত-শিবির। কিন্তু যাঁর হাত ধরে একুশে জুলাইয়ের শহিদ দিবসের অনুষ্ঠানের জাঁকজমক, আকাশচুম্বী প্রচার জুটত সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের কর্মসূচির স্থান নিয়ে ধোঁয়াশা এখনও কাটেনি। কলকাতা পুলিশের তরফে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে শহিদ দিবস পালন করতে বলা হলেও তাতে সায় নেই কালীঘাট তৃণমূলের।

রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের কটাক্ষ, 'এত বড় একটা পার্টি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো বলছেন ব্রিগেডে সভা করতে। ২১ জুলাই ব্রিগেডে করুন না। আমরা সমস্ত রকম সহযোগিতা করব।' প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন, 'মমতাকে ব্রিগেড দেওয়া মানে ভারত মহাসাগর সাঁতরে পার করা। এটা বিদ্রুপ করা হয়েছে। এটা করা পুলিশের উচিত নয়।'

এদিকে, বিজেপিকে খোঁচা দিয়ে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, 'ব্রিগেডে বিজেপি ও বিজেপির বি টিম মিলে সভা করুক। কোনও অসুবিধে নেই তো। বৃষ্টি ও কাদায় দাঁড়ানোর জায়গা নেই, কর্মীরা দাঁড়াবেন কোথায়, বসবেনই বা কোথায়? কীভাবে সভা হবে?'

অবশ্য প্রতিবারের মতো এবারও ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে সভা করতে চেয়েছিল মমতা শিবিরের তৃণমূল। কিন্তু পুলিশি বাধার জেরে শেষমেশ ডোরিনা ক্রসিংয়ে কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নেয় মমতার অনুগামীরা। সেখানেও কলকাতা পুলিশের তরফে আপত্তি জানানো হয়েছে। ফলে একুশে কর্মসূচি পালন করা নিয়ে এবার চূড়ান্ত অপ্রস্তুত মমতার দল। এই অবস্থায় বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে ডেরেক ও'ব্রায়েনের দায়ের করা মামলার শুনানি মমতার পক্ষে যায় কি না, সেদিকেই তাকিয়ে তাঁর অনুগামীরা।

এদিকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে শহিদ মিনারে তাঁদের শহিদ দিবসের কর্মসূচিতে আহ্বান জানিয়েও খোঁচা দিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার।

মঙ্গলবার সভাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে তিনি বলেন, 'সেদিন ছিল যুব কংগ্রেসের চক্রের পতাকা, কংগ্রেসের হাত পতাকা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি প্রায়শ্চিত্ত করেন, ভুল স্বীকার করেন তাহলে তাঁকে স্বাগত। এই শহিদ মিনারে দাঁড়িয়ে আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা আমন্ত্রণ করছি।' শুভঙ্করের কটাক্ষ, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভুল স্বীকার করলে আগামী দিনে তিনি মনে শান্তি পাবেন। যদি স্বীকার করে নেন যে তাঁর দল ছাড়া ভুল হয়েছিল, এই মঞ্চে এসে শহিদদের শ্রদ্ধা জানালে তাঁর কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত হবে।'

'ক্যামাক স্ট্রিট সব শেষ করে দিল'

কলকাতা, ১৪ জুলাই : 'ক্যামাক স্ট্রিটটা সব শেষ করে দিল।' ফের নাম না করে কালীঘাট তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করলেন আইনজীবী-সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি, অভিষেকের বিতর্কিত আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়কেও নিশানা করলেন মমতাপন্থী বর্ষীয়ান নেতা। কল্যাণ বলেন, 'অভিষেকের লোক বলে চাপ তৈরি করে যাঁরা সব থেকে বেশি সুবিধা নিয়েছে, এখন তাঁরাই ওঁর বিরুদ্ধে বলছে। নেতারা অন্যায় করেছে অভিষেক বাঁচিয়ে দেবে জেনেই।' অভিষেকের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়কে নিশানা করেন কল্যাণ। তাঁর অভিযোগ, 'ক্যামাক স্ট্রিটে সুমিত রায়ের সঙ্গে যারা কথা বলত, সংগঠন চালানোর জন্য বেশি কথাবার্তা বলেছে, তাদের এখন ডেকে ডেকে পুলিশ বলছে, শালবনির মামলার সঙ্গে যোগ রয়েছে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে ঢুকিয়ে দেব। এটা এখন পুলিশের পিকচার হয়ে গেছে। বলছে, হয় ঋতব্রতর ক্যাম্পে যাও না হলে ধরে নেব। সুমিত রায়ের জন্য আজ অসংখ্য ছেলে এই চাপের মুখে পড়ছে।' অভিষেক ও সুমিত রায়ের পাশাপাশি কল্যাণ এদিন ভোট কুশলী সংস্থা আইপ্যাকের বিরুদ্ধেও সরব হন। ২১ জুলাইয়ের আগে মমতার তৃণমূলের অন্দরে অস্বস্তি আরও বাড়ালেন শ্রীরামপুরের চারবারের তৃণমূল সাংসদ।

ইসকনের রথ সাজিয়ে তুলছেন শিল্পীরা। মঙ্গলবার কলকাতায়। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

উদ্ধার ২ কোটি টাকা

কলকাতা, ১৪ জুলাই : শহরে ফের মিলল বিপুল পরিমাণ টাকার হদিস। সোমবার দুপুরে বিধাননগর পুলিশ ও টেকনসিটি থানার যৌথ অভিযানে নিউটাউনের একটি গেস্ট হাউস থেকে উদ্ধার হয়েছে ২ কোটি ২৭ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা। পুলিশ সূত্রে খবর, ১২ ঘণ্টা ধরে চলা অভিযানে উদ্ধার হওয়া নগদের সঙ্গে সাইবার অপরাধের যোগ রয়েছে। টাকা গোনার জন্য আনা হয় ছয়টি কাউন্টিং মেশিন। ঘটনায় এক মহিলা সহ সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের প্রত্যেকে ভিনরাজ্যের বাসিন্দা।

পুজোর দখলদারিতে না শমীকের

কলকাতা, ১৪ জুলাই : 'দুর্গাপুজো সহ কোনও উৎসবে রাজনৈতিক দখলদারি মানব না।' সমাজমাধ্যমে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের এই বার্তা নিয়ে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। সম্প্রতি কলেজ স্কোয়ার দুর্গাপুজো কমিটি বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে খুঁটি পুজোর উদ্বোধনে আমন্ত্রণ জানায়। তারপরই রটে গিয়েছিল ওই পুজোয় এবার সভাপতি হচ্ছেন শমীক। মঙ্গলবার সেই জল্পনায় জল ঢেলে শমীক নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন তিনি সভাপতি হচ্ছেন না। আর এসব জল্পনার কোনও ভিত্তি নেই।

সমাজমাধ্যমে শমীকের এই বক্তব্য ব্যক্তি শমীকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও ওই বার্তায় নিজের অবস্থান জানাতে গিয়ে শমীক একথাও বলেছেন, দুর্গাপুজো বা যে কোনও উৎসবে দখলদার বিজেপির নেতা, সাংসদ, বিধায়করা হবেন সেটা তিনি হতে দেবেন না। স্বাভাবিকভাবেই শমীকের বার্তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে দলের ভিতরে ও বাইরে।

৩৪ বছরের বাম জমানায় সিপিএম বা বামপন্থীরা দুর্গাপুজোর আয়োজনে সহায়তা করেছে। কিন্তু সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়নি। উৎসবের দিনগুলিতে মণ্ডপ থেকে কিছুটা দূরত্ব রেখে বুকস্টলের মতো শিবির করে জনসংযোগ চালিয়ে যেত বামপন্থীরা। তৃণমূলের আমলে একঝটকায় সেই অবস্থাটা বদলে যায়।

এবার সরকারে আসার পরই এখন পুজো কমিটিগুলি বিজেপির ছাতার তলায় আসতে মরিয়া। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে জেলায় জেলায় তো বটেই, শহরের বড় পুজো কমিটির উদ্যোক্তারাও বিজেপির কাছে দরবার শুরু করেছে।

ইতিমধ্যেই প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের পুজো সুরুচি সংঘের পুজো কমিটিতে সম্পাদক হয়েছেন উত্তর দমদমের বিধায়ক সৌরভ সিকদার। সেই সূত্রেই চর্চা শুরু হয়েছিল তাহলে কি এবার তৃণমূলের পুজো কমিটিগুলির দখল নিতে চলেছে বিজেপি? এই আবহে কলেজ স্কোয়ারের পুজোয় সভাপতি হিসেবে শমীকের নাম ভেসে ওঠায় চর্চা আরও জোরদার হয়। এদিন সমাজমাধ্যমে নিজের অবস্থান জানিয়ে শমীকের বার্তা, 'আমি সভাপতি হচ্ছি না। শুধু কলেজ স্কোয়ার নয়, কোনও পুজোরই সভাপতি হব না। কোনও পুজোর দায়িত্বও নিচ্ছি না।'

তবে দলের জনপ্রতিনিধিদের উৎসবে যুক্ত থাকার ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে শমীক বলেছেন, 'কোথাও কোনও মন্ত্রী বা বিধায়করা তাঁর এলাকায় সভাপতি হতেই পারেন। কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে সব পুজোর দায়িত্ব বিজেপির বিধায়ক, সাংসদ বা বিজেপির নেতারাই নেবেন, সেটা হতে দেব না। সভাপতি হিসেবে এটাই আমার বার্তা।'

দাগিদের ঠাঁই 'নয়' এবিভিপি-তে

জলপাইগুড়ি, ১৪ জুলাই : বছরে সদস্যপদের লক্ষ্য ৩০ হাজার। কিন্তু তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দাগিদের জন্য বন্ধ দরজা। কোনওভাবেই নেওয়া হবে না তাঁদের। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের জলপাইগুড়ি জেলার সংযোজক অজয় মণ্ডল। তিনি বলেন, 'সদস্যপদ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। জেলার ১৯টি কলেজ সহ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে সদস্যপদের বিষয়গুলো তুলে ধরব। বিশেষ করে কলেজগুলোর ক্ষেত্রে ক্যাম্প করে সদস্যপদ গ্রহণের কাজ এদিন থেকেই শুরু হয়েছে। বছরে সদস্যপদের লক্ষ্যমাত্রা ৩০ হাজার। তবে, এতদিন ধরে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রথম সারিতে থেকে যারা কলেজ ক্যাম্পাস থেকে শিক্ষার মান নষ্ট করেছে, সেই দাগিদের এবিভিপি-তে কোনও জায়গা নেই। কলেজের ছাত্রছাত্রীদের অবশ্যই সংগঠনে নথিভুক্ত করা হবে।'

স্কুলে শিবির

চোপড়া ও ওদলাবাড়ি, ১৪ জুলাই : চোপড়া থানার পুলিশের উদ্যোগে মঙ্গলবার চোপড়া গার্লস হাইস্কুলে একটি সচেতনতামূলক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ছাত্রীদের অনলাইন প্রতারণা, ভুয়ো লিংক, ওটিপি ও ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার বিষয়ে সতর্ক করা হয়। চোপড়া গার্লস হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা মিলি সান্যাল বলেন, 'মোবাইল ফোনের অপব্যবহার ও সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন করতেই পুলিশ প্রশাসন থেকে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়।'

মাদকমুক্ত সুস্থ ও সচেতন সমাজ গঠনের লক্ষ্যে ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ওদলাবাড়ি ড্রাগস ফ্রি কমিটির উদ্যোগে মঙ্গলবার একটি সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। ঘিস বস্তি এলাকায় শিবিরটি হয়। সমগ্র ওদলাবাড়ি এলাকাকে মাদকমুক্ত করতে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে বলে শিবিরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া এই আলোচনা সভায় পুলিশের তরফে সদর্থক পদক্ষেপের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি পাড়া এবং পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকায় ধারাবাহিকভাবে প্রচার চালানো হবে। করিমুল বলেন, 'মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে সর্বপ্রথম প্রতিটি পরিবারের সদস্যদের এগিয়ে আসতে হবে।'

প্রদর্শনী

জলপাইগুড়ি, ১৪ জুলাই : মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন মোহিতনগর কলোনির তারাপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয় চত্বরে বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে স্কুলের পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীরা নিজেদের হাতে বানানো বিভিন্ন মডেল প্রদর্শন করে। গাছ থেকে আমরা কী কী পেয়ে থাকি, রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং, জীববৈচিত্র্য, ভূমিকম্প কেন হয়, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ঘনক, শঙ্কু, আয়তক্ষেত্র, বর্গক্ষেত্র ইত্যাদি এদিন মডেল আকারে প্রদর্শন করে ছাত্রীরা। মোহিতনগর কলোনি তারাপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা কোয়েলি রায় বর্মন বলেন, 'বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়া, শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ অভিভাবকদের সামনে নিজেদের তৈরি মডেল প্রদর্শনে ওদের ভীতি দূর হল। যা ভবিষ্যতে ওদের শিক্ষা বা চাকরির ক্ষেত্রে উপস্থাপনায় অনেকটাই সাহায্য করবে বলে আশা রাখছি।'

চোলাই নষ্ট

খড়িবাড়ি, ১৪ জুলাই : মঙ্গলবার বিকেলে খড়িবাড়ি থানার একটি দল নেপাল সীমান্তের উল্লাজোত এলাকার ৪টি মদের ঠেকে অভিযান চালায়। অভিযানে প্রায় ৮০০ লিটার চোলাই এবং চোলাই তৈরির সামগ্রী নষ্ট করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযানের আগে বাড়ি ছেড়ে পালায় মূল অভিযুক্তরা।

উঁকিঝুঁকি।। জলপাইগুড়ি গোমস্তপাড়ায় ছবিটি তুলেছেন মৌসুমি রায়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

পাহাড়ের উন্নয়নে ৮০০ কোটি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৪ জুলাই : পাহাড়ের উন্নয়নের কয়েকশো কোটি টাকা বরাদ্দের কথা শোনালেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। তবে, নির্বাচিত বোর্ড নেই, প্রশাসকও এখনও বসানো হয়নি, তাহলে কীভাবে উন্নয়নের কাজ করা সম্ভব, সেই প্রশ্ন উঠছে। সাংসদ বলেছেন, 'এসব রাজ্য সরকারের বিষয়। রাজ্য নিশ্চয়ই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।' তবে, জিটিএ-র দুর্নীতির তদন্ত হবে বলেও আশাবাদী সাংসদ।

স্বরাষ্ট্র এবং পার্বত্য বিষয়ক দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বিশাল লামা বলেছেন, 'পাহাড়ের উন্নয়নকেই পাখির চোখ করা হচ্ছে। টাকার কোনও সমস্যা নেই। দীর্ঘদিন উন্নয়নে বঞ্চিত পাহাড়ের উন্নয়নে আমরা দ্রুত কাজ শুরু করব।'

এদিকে, রাজ্য সরকার গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে (জিটিএ) প্রশাসক বসানোর পথেই হাঁটছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে। রাজ্যের কোনও সিনিয়ার আইএএস-কে প্রশাসকের দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে।

মঙ্গলবার উত্তরকন্যায় জিটিএ নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করেন মন্ত্রী এবং সাংসদ। সেই বৈঠকে জিটিএ-র প্রধান সচিব শামা পারভিন সহ বিভিন্ন দপ্তরের সচিব এবং এগজিকিউটিভ ডিরেক্টররা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে মন্ত্রীকে পাশে নিয়ে সাংসদ বলেন, 'জিটিএ-র মাধ্যমে পাহাড়ের উন্নয়নের কাজকর্ম নিয়ে পর্যালোচনা হয়েছে। রাজ্য সরকার চলতি আর্থিক বছরে জিটিএ-র জন্য ৩৬০ কোটি টাকার বরাদ্দ দিয়েছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরও পাহাড়ের উন্নয়নে ২৫০ কোটি টাকা দিতে রাজি হয়েছে। এছাড়া পর্যটন, সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তর থেকেও কাজ হবে।'

বিধানসভা ভোটের মুখে জিটিএ-র বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ২০০ কোটি টাকার টেন্ডার হয়েছিল। সেই কাজগুলির টেন্ডার বাতিল করা হয়েছে। এই কাজগুলি অনীত নিজের লোকজনকে পাইয়ে দিয়েছিলেন বলে আগেই বিজেপির তরফে অভিযোগ করা হয়েছিল। এবার সেই ২০০ কোটি টাকারও নতুন করে টেন্ডার করে কাজ হবে। সাংসদের হিসাব অনুযায়ী সব মিলিয়ে এই আর্থিক বছরে পাহাড়ের উন্নয়নে ৮০০ কোটি টাকার বেশি খরচ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

- রাজ্য সরকার চলতি আর্থিক বছরে জিটিএ-র জন্য ৩৬০ কোটি টাকার বরাদ্দ দিয়েছে
- উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরও পাহাড়ের উন্নয়নে ২৫০ কোটি টাকা দিতে রাজি
- ভোটের মুখে জিটিএ-র বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ২০০ কোটি টাকার যে টেন্ডার হয়েছিল তা নতুন করে হবে

প্রশ্ন উঠেছে, অনীত থাপা চিফ এগজিকিউটিভের পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর জিটিএ-তে নির্বাচিত বোর্ড নেই। বেশিরভাগ সভাসদ ইস্তফা দিয়েছেন।

তারপর প্রায় এক মাস হতে চললেও এখনও জিটিএ-তে প্রশাসক বোর্ড তৈরি করেনি রাজ্য সরকার। জনপ্রতিনিধি না থাকলে শহর থেকে গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের প্রস্তাব কীভাবে আসবে? সাংসদ বলেছেন, 'রাজ্য সরকারই এই নিয়ে ঘোষণা করবে।' তবে তিনি বলেন, 'নতুন কোনও ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত জিটিএ-তে থেকেই কাজ করতে হবে।'

মন্ত্রী বিশাল লামা বলেছেন, 'পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের সঙ্গেও পাহাড়ের উন্নয়ন নিয়ে কথা হয়েছে। আমরা দ্রুত একটা সমন্বয় বৈঠকে বসব। পর্যটন দপ্তরের মাধ্যমেও পাহাড়ে উন্নয়নের প্রচুর কাজ হবে।'

অভিযোগ থানায়

ক্রান্তি ও রাজগঞ্জ, ১৪ জুলাই : তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে বাংলার বাড়ির জন্য কাটমানি নেওয়ার অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল ক্রান্তি ব্লকে। অন্যদিকে, বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সমিজউদ্দিন আহমেদ এবং তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে জমির পাট্টা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ এনে ভোরের আলো থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করছেন ভাণ্ডারী গ্রামের বাসিন্দা ইসা হক।

ক্রান্তি ব্লকের চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম দোলাইগাঁও এলাকার ৭ জন উপভোক্তা সোমবার ক্রান্তি পুলিশ ফাঁড়িতে পঞ্চায়েত সদস্য আঞ্জুমা বেগমের নামে লিখিত অভিযোগ করেন। অভিযোগ, গত মার্চ মাসে ৭ জনের থেকে প্রায় ৮৩ হাজার টাকা কাটমানি নেন তিনি। ক্রান্তি পুলিশ ফাঁড়ি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে আঞ্জুমা বলেন, 'কারও থেকে কোনও টাকা আমি নিইনি। আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। রাজনৈতিকভাবে হেনস্তা করার চক্রান্ত।' আর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আবদুল সামাদের মন্তব্য, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

আর ভোরের আলো থানায় সোমবার বিকালে অভিযোগ দায়ের করার পর এদিন ইসা হক দাবি করেন, 'শুধু আমার কাছ থেকেই জমির পাট্টা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে ৭ হাজার টাকা নেওয়া হয়েছে। ২০২২ সালে এই পাট্টা দেওয়ার জন্য এলাকার আরও ২২ জনের কাছ থেকে এভাবে টাকা নেওয়া হয়েছে।' সমিজউদ্দিন বলেন, 'সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে আমাকে হয়রানি করার উদ্দেশ্যে।'

আর্জি

শিলিগুড়ি, ১৪ জুলাই : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে রোগী উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনায় দুশ্চিন্তায় পড়েছেন রোগীর পরিজনরা। দুই মাস আগে মাটিগাড়ার হরেকৃষ্ণ কলোনির বাসিন্দা উত্তম দে মেডিকেলে ভর্তি থাকা অবস্থায় নিখোঁজ হয়ে যান। যা নিয়ে পরিবারের তরফে মেডিকেল ফাঁড়িতে নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করা হয়। উত্তম শিলিগুড়ি জংশন এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন। তাঁর মাথায় চোট লাগে। এমন পরিস্থিতিতে ওই ব্যক্তিকে মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। কিন্তু ওই ব্যক্তির খোঁজ না মেলায় পরিবারের সদস্যরা চিন্তায় পড়েছেন। মঙ্গলবার বিষয়টি নিয়ে নিখোঁজ ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা মেডিকেল সুপারের সঙ্গে দেখা করেন। এ বিষয়ে সাহায্যের আর্জি জানান তাঁরা।

স্মারকলিপি

চোপড়া, ১৪ জুলাই : এলাকার বেহাল রাস্তা সংস্কার ও বিভিন্ন নাগরিক সমস্যার সমাধানের দাবিতে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের মহিলা সদস্যরা মঙ্গলবার সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি পালন করেন। মোট ছয় দফা দাবিতে তাঁরা পঞ্চায়েত কার্যালয়ে উপস্থিত হন। তবে পঞ্চায়েত প্রধান ও উপপ্রধানকে না পেয়ে আন্দোলনকারীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। দিনের পর দিন প্রধানের কার্যালয়ে অনুপস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। পরে উপস্থিত পঞ্চায়েত কর্মীদের হাতেই তাঁদের দাবি সংবলিত স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়।

ক্ষোভ

জলপাইগুড়ি, ১৪ জুলাই : আয়ুষ্মান ভারতের ডেটা এন্ট্রি থেকে অন্যান্য কাজ করবেন না আশাকর্মীরা। যদি করতেই হয়, তাহলে প্রমোশন ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হোক। মঙ্গলবার এই দাবি জানিয়ে সরব হন পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন-এর সদস্যরা। জলপাইগুড়ি শহরের সমাজপাড়া মোড় থেকে মিছিল করে জেলা শাসকের কার্যালয় পর্যন্ত যান তাঁরা এবং জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন।

গরুমারা মনিটরিং কমিটির বৈঠক

এক মাসের মধ্যে এসওপির নির্দেশ

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৪ জুলাই : এক বছর ধরে গরুমারা ও চাপড়ামারির ইকো সেনসিটিভ জোনের এলাকা নিয়ে কেন কোনও গঠনমূলক পদক্ষেপ করা হয়নি, ইকো সেনসিটিভ জোন মনিটরিং কমিটির বৈঠকে জানতে চাইলেন জেলা শাসক তথা কমিটির চেয়ারম্যান সন্দীপ ঘোষ। গরুমারা জাতীয় উদ্যান ও চাপড়ামারি অভয়ারণ্যের ইকো সেনসিটিভ জোন নিয়ে এক মাসের মধ্যে স্পেশাল অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে সেনসিটিভ জোনের ভেতর বা বাইরে থাকা বিভিন্ন নির্মাণকাজ বা নতুন প্রস্তাবিত কাজ রূপায়িত হলে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ওপর প্রভাব পড়তে পারে, তার উল্লেখ এসওপি-তে করার নির্দেশ দিয়েছেন জেলা শাসক।

মঙ্গলবার অনলাইন এবং অফলাইনে ইকো সেনসিটিভ জোন মনিটরিং কমিটির সদস্যদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেন কমিটির চেয়ারম্যান এবং কমিটির সদস্য সচিব তথা গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন। বৈঠকের পর জেলা শাসক বলেছেন, 'গরুমারা ও চাপড়ামারির জন্য এসওপি তৈরির নির্দেশ দিয়েছি।'

দুই বছর আগেই কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রক থেকে গরুমারা ও চাপড়ামারির ইকো সেনসিটিভ জোন নিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। মনিটরিং কমিটি গঠন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছিল বিজ্ঞপ্তিতে। গরুমারার ক্ষেত্রে ইকো সেনসিটিভ জোনের ডেঞ্জার জোনের এলাকা ১৭ কিলোমিটার পর্যন্ত

- আগে দু'বছর একাধিক মিটিং হলেও কোনও এসওপি তৈরি করা হয়নি
- বৈঠকের বাইরে অপেক্ষায় ছিলেন একাধিক রিসর্ট মালিক ও তাঁদের আইনজীবীরা
- এঁদের অনেকেই বিজ্ঞপ্তি জারির আগে রিসর্ট বা জমি কিনেছেন

বিস্তৃত করা হয়েছিল। চাপড়ামারির ক্ষেত্রে সীমানা থেকে ২ কিলোমিটার এলাকা ইকো সেনসিটিভ জোন করা হয়। পুরো এলাকাকে অতি, মাঝারি ও সাধারণ সংবেদনশীল হিসাবে তিনটি ভাগ করে জোনাল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বিজ্ঞপ্তিতে।

গত বছর তদানীন্তন জেলা শাসক শামা পারভিন একাধিক বৈঠক ডাকলেও আজ পর্যন্ত ইকো সেনসিটিভ জোনের মধ্যে জোনাল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান তৈরি হয়নি। কোনও পদক্ষেপও করেনি মনিটরিং কমিটি।

এদিন বৈঠকে ডুয়ার্সের বেশ কয়েকজন বেসরকারি রিসর্ট মালিক তাঁদের আইনজীবীদের নিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে পরে বনাধিকারিকরা বাইরে এসে কথা বলেন। এই মালিকদের কেউ ইকো সেনসিটিভ জোন ঘোষণার আগে জমি কিনেছিলেন, অনেকের নির্মীয়মাণ রিসর্ট, জমি ইকো সেনসিটিভ জোনে পড়েছে।

প্রশাসনের একাধিক আধিকারিক জানিয়েছেন, আগের সরকারের আমলে তৃণমূল নেতাদের চাপের কাছে প্রশাসন ও বন দপ্তর ইকো সেনসিটিভ জোনের মধ্যে থাকা রিসর্ট, নির্মাণকাজ রুখতে কার্যত পদক্ষেপ করতে পারেনি। এদিন বৈঠকে জেলা শাসক জানিয়ে দেন, সরকারি ও গেজেট নোটিফিকেশন অনুসারে এসওপি তৈরি করতে হবে। সেই অনুযায়ী ইকো সেনসিটিভ জোন মনিটরিং কমিটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে।

যাঁরা ইকো সেনসিটিভ জোনের বাইরে রিসর্ট করছেন তাঁদেরও ব্যাংক ঋণ নিতে গেলে বন দপ্তরের থেকে ছাড়পত্র লাগবে। যাঁরা ইকো সেনসিটিভ জোনের বাইরে আছেন তাঁদের চিহ্নিতও করেছে বন দপ্তর। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও বলেছেন, 'বৈঠক ভালো হয়েছে। জেলা শাসক কিছু নির্দেশ দিয়েছেন। সেগুলি মাথায় রেখেই আমরা ও প্রশাসন সমন্বয় রেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।'

অ্যাপে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাবে পুলিশ

শিলিগুড়ি, ১৪ জুলাই : এবার থেকে একটি অ্যাপের মাধ্যমেই ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাবেন সংশ্লিষ্ট মামলার তদন্তকারী আধিকারিক বা আইও। মঙ্গলবার এব্যাপারে প্রতিটি থানাকে অবগত করার জন্য রাজ্য পুলিশের তরফে একটি ভিডিও কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। সেই ভিডিও কনফারেন্সে ওই অ্যাপ কীভাবে কাজ করবে, সেব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই অ্যাপ সাধারণ মানুষ ব্যবহার করতে পারবেন না। শুধুমাত্র মেডিকেল কলেজ ও মেট্রোপলিটান পুলিশের জন্যই এই অ্যাপ কাজ করবে। চিকিৎসকরা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট একটি সাইটের মাধ্যমে এই অ্যাপে আপলোড করবেন। অন্যদিকে, সংশ্লিষ্ট মামলার ইনভেস্টিগেশন অফিসার ওই রিপোর্ট ডাউনলোড করতে পারবেন।

এতদিন কোনও মামলার ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার জন্য পুলিশকর্মীদের মেডিকেল কলেজে গিয়ে খোঁজ করতে হত। বিভিন্ন সময় ময়নাতদন্তের রিপোর্ট দেরিতে হাতে পাওয়ায় তদন্তের গতিও অনেকসময় কমে যেত। এই অ্যাপ চালু হলে আর সেই সংক্রান্ত কোনও সমস্যা থাকবে না বলে মনে করছে ওয়াকিবহল মহল। পুলিশের এক পদস্থ কর্তার কথায়, 'রাজ্য সরকারের নির্দেশমতো যাবতীয় কাজ করা হবে।'

এই অ্যাপ ছাড়াও এদিনের ভিডিও কনফারেন্সে পুলিশি তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে এমন বিভিন্ন আধুনিক অ্যাপ নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। কোন পরিস্থিতিতে কীভাবে ওই অ্যাপগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে, সে ব্যাপারেও আলোচনা হয়েছে।

চা বাগানে মুণ্ডুহীন দেহ

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৪ জুলাই : বাগডোগরা থানার হাঁসখোয়া চা বাগানের ৯ নম্বর সেকশনে মঙ্গলবার সকালে একটি মুণ্ডুহীন দেহ উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। বাগানের ক্যানাল রোডের ধারে দেহটি পড়ে থাকতে দেখে প্রথমে বাগানের চৌকিদারকে খবর দেওয়া হয়। পরে বাগান কর্তৃপক্ষ পুলিশে খবর দিলে বাগডোগরা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।

এদিন ঘটনার খবর পেয়ে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (ওয়েস্ট) চারু শর্মাও ঘটনাস্থলে যান। পুলিশ কুকুর এনে ক্যানাল রোড, চা বাগান এবং আশপাশের ঝোপঝাড়ে তল্লাশি চালানো হলেও রাত পর্যন্ত মুণ্ডুর কোনও হদিস মেলেনি। মৃতদেহের পকেটে একটি ভোটার কার্ড মেলে। ওই পরিচয়পত্র অনুসারে ইমাম নামে ওই ব্যক্তি বিহারের কিশনগঞ্জ

জেলার পোঠিয়ার বাসিন্দা। বিহার পুলিশ পরে ওই ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিত করে। নিহতের স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'সোমবার রাত ১১টা নাগাদ কেউ স্বামীকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর তিনি আর বাড়ি ফেরেননি।'

পুলিশ সূত্রে খবর, দেহটি ক্যানাল রোডের পাশে চা বাগানে চিৎ হয়ে পড়ে ছিল। পরনে ছিল নীল জিনস। পায়ে ধূসর রঙের মোজা থাকলেও গায়ে কোনও পোশাক ছিল না। মাথার দিকেই একটি গামছা পড়ে ছিল। পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, 'প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে গামছা দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করার পর গলায় কোপ মেরে ওই ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছে। গলা সহ মাথা অন্যত্র নিয়ে গিয়ে ফেলা হয়েছে।' কাটা মুণ্ডুটি হয় ক্যানালের জলে ফেলা হয়েছে অথবা গাড়িতে করে দূরে কোথাও নিয়ে গিয়ে ফেলা হয়েছে বলে ওই পুলিশ আধিকারিকের অনুমান। সবই খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে তিনি জানান।

হাঁসখোয়া চা বাগানের সহকারী ম্যানেজার গোলক মণ্ডল বলেন, 'আমাদের বাগানের শেষ প্রান্তে মৃতদেহটি উদ্ধার হয়। ওই জায়গাটি দিয়ে অনেকেই চলাচল করেন। কী করে ওখানে মৃতদেহটি উদ্ধার হল তা মাথায় আসছে না।' বাগানের শ্রমিক সংগঠনের নেতা সর্বন চিকবড়াইক বলেন, 'হাঁসখোয়া চা বাগানে এর আগেও এমন ঘটনা ঘটেছে।' ঘটনার দ্রুত কিনারার দাবিতে তাঁর মতো অনেকেই সরব হয়েছেন।

উপপ্রধান উজ্জ্বল

বাগডোগরা, ১৪ জুলাই : আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মনোনীত হলেন উজ্জ্বল শর্মা। মঙ্গলবার পঞ্চায়েত অফিসে উপপ্রধান মনোনয়নের জন্য বৈঠক ডাকা হয়। বৈঠকে তৃণমূল এবং কংগ্রেসের সদস্যরা উপস্থিত থাকলেও বিজেপির সদস্যরা অনুপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে তৃণমূলের সদস্য আটনাস ওরাওঁ উজ্জ্বলের নাম প্রস্তাব করেন। তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য মণিরাজ রাই তাঁকে সমর্থন জানান। কেউ আপত্তি না জানানোয় তিনি উপপ্রধান মনোনীত হয়েছেন।

কূর্তি নদীর চরের অবৈধ রিসর্ট দখলে নিচ্ছে প্রশাসন।

নদীর চরের রিসর্ট দখল প্রশাসনের

রহিদুল ইসলাম

চালসা, ১৪ জুলাই : অবৈধভাবে নদীর চরে তৈরি করা হয়েছে রিসর্ট। এবার সেই রিসর্ট দখলে নিল প্রশাসন। মঙ্গলবার মেটেলি ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক, মেটেলি থানার পুলিশ ও ব্লক প্রশাসনের কর্মীরা ওই রিসর্টে গিয়ে সরকারি বোর্ড এবং নোটিশ লাগিয়ে দেন। মেটেলি ব্লকের মাটিয়ালি বাতাবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়ালডাঙ্গার কূর্তি নদীর ধারে তৈরি করা হয়েছে 'গ্র্যান্ড ডুয়ার্স ইকো রিসর্ট'। এর আগে ৪ জুলাই মাল মহকুমার তরফে ওই রিসর্টে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল।

ওই রিসর্টের মালিক সৌমেন মালাকারের কলকাতার এক প্রভাবশালী তৃণমূল নেতার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। তাঁর মদতেই ওই এলাকায় রিসর্টটি তৈরি হয়। ১০-১২ বছর আগে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের সাহায্যে কূর্তি নদীর চরের ওই জমি নিজের দখলে নেন তিনি। তারপর শুরু হয় নদীর চরের ওপর বিশাল রিসর্ট তৈরির কাজ।

বর্তমানে যে জায়গায় রিসর্টটি রয়েছে সেই জায়গার উপর দিয়ে একসময় কূর্তি নদী বয়ে যেত। এর আগে মাল মহকুমার তরফে ১০ জুলাইয়ের মধ্যে রিসর্ট কর্তৃপক্ষকে তাঁদের সমস্ত জিনিসপত্র সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। জিনিসপত্র সরিয়ে নেওয়া পর এদিন রিসর্টটি দখলে নেওয়া হয়।

মেটেলির বিএলএলআরও সন্তোষ লোহরা বলেন, 'মহকুমা শাসকের নির্দেশে এদিন এই রিসর্টটিতে সরকারি বোর্ড ও নোটিশ লাগিয়ে দখলে নেওয়া হল। এর পরে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' তৃণমূল জমানায় কী করে সরকারি জমি দখল করে ওই রিসর্টটি তৈরি হল, সেই বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন।

নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা বলেন, 'সরকারি জমি দখল করে কোনও অবৈধ নির্মাণ বরদাস্ত করা হবে না। তৃণমূল জমানায় দুর্নীতিতে এসব হয়েছে। প্রশাসন সবটা তদন্ত করে দেখবে।'

বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি

লাটাগুড়ি, ১৪ জুলাই : বৃষ্টি কিছুটা কমতেই স্বস্তির শ্বাস ফেলছেন ক্রান্তি ব্লকের বাসিন্দারা। পাহাড়ে নতুন করে ভারী বৃষ্টি না হওয়ায় তিস্তার জলস্তর ধীরে ধীরে নামতে শুরু করেছে। এর জেরে চাপাডাঙ্গা ও চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। তবে জল নামলেও দুর্ভোগ এখনও পুরোপুরি কাটেনি। চাঁপাডাঙ্গার কেরানিপাড়া, মাস্টারপাড়া, রায়পাড়া সহ একাধিক এলাকায় এখনও প্রায় ২০০ পরিবার জলবন্দি। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রতি বর্ষাতেই এই ভোগান্যাতি পোহাতে হয়। মালের বিধায়ক শুক্রা মুন্ডার বক্তব্য, 'সমস্যার স্থায়ী সমাধানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে।' অন্যদিকে, মালের মহকুমা শাসক উৎকর্ষ খান্ডাল জানান, প্রশাসন পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে তিনি জানান।

তিস্তায় নিখোঁজ

শিলিগুড়ি, ১৪ জুলাই : সেবকের করোনেশন সেতুতে মোটরবাইক রেখে নিখোঁজ এক ব্যক্তি। শিলিগুড়ির পাকুড়তলা মোড় সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা ওই ব্যক্তির নাম মন্নত সাহা (৪৭)। পুলিশ সূত্রের দাবি, ওই ব্যক্তিকে কয়েকজন করোনেশন সেতু থেকে তিস্তা নদীতে ঝাঁপ দিতে দেখেছেন। তিস্তা নদীতে বর্তমানে প্রচুর জলস্রোত রয়েছে। অন্যদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে মংপং ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর এবং তিস্তা রিভার র‍্যাফটিংয়ের সদস্যদেরও খবর দেওয়া হয়। তবে বিকেলে তিস্তায় তল্লাশি চালিয়েও ওই ব্যক্তির খোঁজ পাওয়া যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার সকাল থেকে পুনরায় তল্লাশি অভিযান শুরু হবে।

চিতাবাঘ ধরতে খাঁচা, ঘুরপথে স্কুলে

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ১৪ জুলাই : চা বাগানের পথে এখন আতঙ্কের ছায়া। কয়েকদিনের ব্যবধানে গবাদিপশুর উপর চিতাবাঘের হামলার ঘটনায় শাকিরাজোত গ্রামের বাসিন্দাদের রাতের ঘুম উধাও। এই আতঙ্কের মধ্যেই মঙ্গলবার দুপুরে বাঘ ধরতে চা বাগানে খাঁচা পাতলেন আমবাড়ি রেঞ্জের বনকর্মীরা। যে এলাকায় বুধবার চিতাবাঘের হামলায় একটি বাছুর আহত হয়েছিল এবং সোমবার একটি গাভির মৃত্যু হয়, সেই জায়গাতেই খাঁচা পাতা হয়েছে।

গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, কয়েকদিন ধরে চিতাবাঘের আতঙ্কে কার্যত ঘরবন্দি রয়েছেন তাঁরা। পরিস্থিতি এমনই যে, চা বাগানের রাস্তা এড়িয়ে ৩ কিলোমিটার ঘুরপথে স্কুলে যেতে হচ্ছে ক্ষুদিভিটা জুনিয়ার হাইস্কুলের পড়ুয়াদের। সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী পাবনি খাঁড়ির পিউ ওরাওঁ বলে, 'বুধবার একটি গোরুর ওপর হামলা করে চিতাবাঘ। তারপর থেকে আমাদের গ্রামে বুনোর আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বাড়ি থেকে স্কুলে যেতে চা বাগানের মাঝখান দিয়ে সোজা পথে না গিয়ে তিন কিলোমিটার ঘুরপথে স্কুলে গিয়েছি। আর এদিন তো স্কুলে যেতেই দেয়নি বাড়ির লোকজন।'

শাকিরাজোতের বাসিন্দা সঞ্জয় রায় বলেন, 'ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের চা বাগানের মাঝে দিয়ে যাওয়াটা ঝুঁকিপূর্ণ। তাই চিতাবাঘ আগে ধরা পড়ুক তারপরে ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাক। দু'একদিন স্কুলে না গেলে তেমন কিছু হবে না, জীবনটা বাঁচলে সারা জীবন পড়াশোনা করতে পারবে।'

আপাতত সন্ধ্যার পর চা বাগানের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ক্ষুদিভিটার ব্যবসায়ী সত্যেন রায় বলছিলেন, 'ব্যবসার তাগিদে ওই গ্রামে প্রায় যাতায়াত করি। কিন্তু এখন সন্ধ্যার পর কোনও কাজ থাকলে আর যাই না।' চিতাবাঘ ধরা না পড়া পর্যন্ত সতর্ক থাকার আবেদন জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিরা।

শাকিরাজোতের বিজেপির বুথ সভাপতি শিবু রায় ও আরেক নেতা বিধান রায় জানালেন, গ্রামবাসীদের ঝুঁকি না নিতে বলা হয়েছে। চিতাবাঘ ধরা না পড়া পর্যন্ত তাঁদের তিন কিলোমিটার ঘুরপথেই যাতায়াত করতে বলা হয়েছে। সেইসঙ্গে এই কয়েকটি দিন নদীর পাড়ে গোরু না নিয়ে যাওয়ার আবেদনও করা হয়েছে।

খাঁচা পাতার পর আমবাড়ি রেঞ্জের এক আধিকারিক বলেন, 'প্রথম ঘটনার পাঁচদিন পরেও একই স্থানে দ্বিতীয়বার গোরুকে আক্রমণ করায় আমরা নিশ্চিত ওই এলাকায় রয়েছে চিতাবাঘটি। আশা করছি, দুই-একদিনের মধ্যেই খাঁচায় ধরা পড়বে।'

খাঁচা পাতা হচ্ছে শাকিরাজোতে। মঙ্গলবার।

> বাড়ি থেকে স্কুলে যেতে চা বাগানের মাঝখান দিয়ে সোজা পথে না গিয়ে তিন কিলোমিটার ঘুরপথে স্কুলে গিয়েছি। আর এদিন তো স্কুলে যেতেই দেয়নি বাড়ির লোকজন।
>
> পিউ ওরাওঁ, স্কুল পড়ুয়া

রেলের গাফিলতিতে মৃত দুই

পুণ্ডিবাড়ি, ১৪ জুলাই : রেলের চরম গাফিলতি ও চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনতার বলি হলেন দুই শ্রমিক। আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের পুণ্ডিবাড়ি ও সাজেরপাড় রেলস্টেশনের মাঝে কালারায়ের কুঠির হোগলাবাড়ি এলাকায় মঙ্গলবার সকালে ঘটে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। ডাউন বঙ্গাইগাঁও-নিউ জলপাইগুড়ি এক্সপ্রেসের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল দুই অদক্ষ শ্রমিকের দেহ। মৃতদের নাম অসীম সরকার (৫৭) ও সোধন বিশ্বাস (৪২)। দুজনেই পুণ্ডিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা। রেলের কোনও 'ব্লক' বা আগাম সতর্কতা ছাড়াই কীভাবে এই স্পর্শকাতর কাজ করানো হচ্ছিল তা নিয়ে ইতিমধ্যেই রেল প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি সংস্থার বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে নিহতদের পরিবার। ঘটনার পর থেকেই বেপাত্তা মূল ঠিকাদার বাপ্পা বণিক।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, এদিন সকালে পুণ্ডিবাড়ি ও সাজেরপাড়ের মাঝে ১১৪/০ কিলোমিটার পয়েন্টে একটি রেলসেতুর নীচে ও রেললাইনের ধারে মোট ১১ জন শ্রমিক কাজ করছিলেন। রেলের তরফে দাবি করা হয়েছে, চুক্তিভিত্তিক ওই শ্রমিকদের দিয়ে সেতুর বেড বা পাটাতন থেকে পুরোনো লোহা ও সামগ্রী সরানোর পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু অভিযোগ, কাজের সময় সুরক্ষার কোনও বালাই ছিল না। সেখানে উপস্থিত ছিলেন না রেলের কোনও দক্ষ কর্মী বা সুপারভাইজার। শ্রমিকরা যখন অসাবধানতায় লাইনের ওপর চলে আসেন, ঠিক তখনই তীব্রগতিতে ধেয়ে আসে ১৫৭০৪ ডাউন বঙ্গাইগাঁও-নিউ জলপাইগুড়ি এক্সপ্রেস। আচমকা ট্রেন চলে আসায় লাইনে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে হুড়োহুড়ি ও চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। প্রাণ বাঁচাতে শ্রমিকরা চারদিকে ছোটাছুটি শুরু করেন। কেউ লাইনের পাশে থাকা ডোবায় লাফ দেন, কেউ আবার কালভার্টের লোহার শিক ধরে ঝুলতে থাকেন। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি অসীম ও সোধনের। ট্রেনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই পিষে যান তাঁরা। ঘটনার খবর পেয়েই দ্রুত উদ্ধারকাজে পৌঁছান আরপিএফ এবং জিআরপি কর্মীরা। রেল পুলিশ দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহারের এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রেলের ভূমিকা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। খোদ ঘটনাস্থলে থাকা শ্রমিকরাই রেল ও ঠিকাদারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ এনেছেন। বরাত পাওয়া ঠিকাদার বাপ্পা বণিকের মোবাইল ফোন বন্ধ থাকায় তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। রেল পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, 'ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। রেল বা ঠিকাদারি সংস্থার কারও গাফিলতি ছিল কি না তা গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

কান্নায় ভেঙে পড়েছেন রেল দুর্ঘটনায় মৃতের পরিজনরা। মঙ্গলবার। ছবি : জয়দেব দাস

আরওবি-তে ফের দুর্ঘটনা, জখম পাঁচ

বন্ধুর খোঁজ নিতে ছুটে এলেন মন্ত্রী

সোমনাথ দত্ত ও নিতাই সাহা

ওদলাবাড়ি ও শিলিগুড়ি, ১৪ জুলাই : ওদলাবাড়ি রেল ওভারব্রিজে (আরওবি) ফের ভয়াবহ দুর্ঘটনা। এবার দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলেন ৫ জন। আহতদের মধ্যে এক তরুণের অবস্থা এতটাই আশঙ্কাজনক যে, তাঁকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে। এদিকে, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্থির থাকতে পারেননি পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। বেঙ্গালুরু থেকে তড়িঘড়ি শিলিগুড়ি ফিরে আসেন তিনি। হাসপাতালে ছুটে গিয়ে খোঁজ নেন দীর্ঘদিনের বন্ধু তথা দুর্ঘটনায় গুরুতর অপর আহত রানা দে সরকারের।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে আরওবি-র বাঁকে দুর্ঘটনাটি ঘটে। শিলিগুড়ি থেকে ডুয়ার্সগামী একটি এসইউভি গাড়ির সঙ্গে শিলিগুড়িমুখী একটি অ্যাম্বুল্যান্সের জোরালো সংঘর্ষ হয়। বিকট শব্দ পেয়ে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মালবাজার থানার পুলিশ, ট্রাফিক পুলিশ এবং দমকলবাহিনী। দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া গাড়ি দুটি থেকে রক্তাক্তদের উদ্ধার করে প্রথমে দ্রুত ওদলাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল এবং সেখান থেকে মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়। দুর্ঘটনায় অ্যাম্বুল্যান্সের চালক ও কর্মী রামচন্দ্র গাটোয়া (৪৫) এবং নন্দন সোনার (৩৫) মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জখম রাজ দে সরকার মাটিগাড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভেন্টিলেশনে রয়েছে। তাঁর বাবা রানা দে সরকার ও গাড়ির চালকও ওই হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন। রানা দে সরকারের বুকের পাঁজরের প্রায় চারটি হাড় ভেঙেছে এবং চালকের হিপ জয়েন্ট ভেঙে গিয়েছে।

ভয়ংকর দুর্ঘটনার খবর পেয়ে বেঙ্গালুরু থেকে শিলিগুড়ি ফিরে আসেন মন্ত্রী শংকর ঘোষ। সন্ধ্যায় সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে পৌঁছে আহতদের খোঁজখবর নেন। উদ্বেগ প্রকাশ করে মন্ত্রী বলেন, 'রানা আমার খুব ভালো বন্ধু। ঘটনার খবর পেয়েই ফিরে এসেছি।'

একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটায় এই আরওবি এখন কার্যত 'ডেথ জোন'। এলাকাবাসীর অভিযোগ, বাতি না জ্বলায় সন্ধ্যার পর আরওবি অন্ধকারে ডুবে থাকে। আরওবির দুই অভিমুখে ছিল না পথ নির্দেশিকা। স্থানীয় বাসিন্দা মধুসূদন দাস, বিবেক থাপা, নিতু লামারা ক্ষোভ উগরে বলেন, আরওবি তৈরির পর প্রথম প্রথম রাতে আলো জ্বলত। কিন্তু এখন বাতি না জ্বলায় কয়েক মাস ধরে এলাকা অন্ধকারে ডুবে থাকে। রাতে দুর্ঘটনা রোধে অবিলম্বে বাতি জ্বালানোর দাবি তুলেছেন তাঁরা। গাড়িচালক নরেশ ছেত্রী ও রাজু সাহার কথায়, বাইরে থেকে আসা চালকদের রাস্তা চিনতে মারাত্মক সমস্যা হয়। নির্দেশিকা বোর্ড আরও অনেক আগেই লাগানো উচিত ছিল। বিগত দিনে বহুবার এই বাঁকে দুর্ঘটনা ঘটেছে, মৃত্যুও হয়েছে।

দুর্ঘটনাস্থলে তদন্তে পুলিশ। মঙ্গলবার ওদলাবাড়িতে।

অবশেষে এই দুর্ঘটনার পর যেন ঘুম ভেঙেছে প্রশাসনের। গাফিলতি ঢাকতে তড়িঘড়ি আরওবি-র দুই প্রান্তে পথ নির্দেশিকা বসানোর কাজে নামে মালবাজার ট্রাফিক পুলিশ। ক্রেন দিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটি সরিয়ে মালবাজার থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। দুর্ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে।

আজও মেলেনি ক্ষতিপূরণ

শিলিগুড়ি, ১৪ জুলাই : ২০২১ ও ২০২২, পরপর দু'বছর উত্তরবঙ্গের দুটি চা বাগানে দুই নাবালিকাকে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল। ২০২২-এ সেই দুজনেরই মৃত্যু হয়। কিন্তু তারপর এতগুলো বছর কেটে গেলেও তাদের পরিবার কোনও ক্ষতিপূরণের টাকা পায়নি। এমনকি সেই ঘটনার ফাইল চেপে রাখা হয়েছে। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে সেই দুই নাবালিকার মাকে পাশে বসিয়ে পূর্বতন তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ তুললেন বিজেপি নেত্রী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী। ইংরেজবাজারের এই প্রাক্তন বিধায়ক হুঁশিয়ারির সুরে বলেছেন, 'আমরা একে একে ফাইল খুলব। যাঁরা দোষী, তাঁরা কেউ নিস্তার পাবেন না।'

২০২১ সালের ধর্ষণের ঘটনায় পরের বছর সন্তানপ্রসব করে মৃত্যু হয় এক নাবালিকার। আরেকটি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে ২০২২ সালে। সেই ঘটনার এক-দেড় মাসের মধ্যেই আত্মহত্যা করে ওই নাবালিকা। ঘটনাগুলির পরই দুই নির্যাতিতার পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। কিন্তু তারপরেও বিগত সরকার সেই ফাইল আটকে রেখে ক্ষতিপূরণের টাকা তাদের পরিবারকে দেয়নি বলে অভিযোগ। এদিন দুই নির্যাতিতার পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসে ওঠেন শ্রীরূপা।

শ্রীরূপার বক্তব্য, 'তৃণমূল আমলে এমন অজস্র মামলা এখনও ধামাচাপা পড়ে আছে। আজ নির্দিষ্ট দুটি ঘটনাকে নিয়ে সামনে নিয়ে এসেছি। কাগজে-কলমে দেখানো হয়েছে, কমপেনসেশন রিলিজড। অথচ পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম, সেই টাকা আজও তাঁরা পাননি। তৃণমূল সরকারের দুর্নীতির শেষ নেই। এমনকি এই টাকাতেও দুর্নীতি করেছে।' এই

দুই মাকে পাশে বসিয়ে অভিযোগ শ্রীরূপার

পরিস্থিতিতে সঠিক তদন্ত করে এই টাকা কোথায় আটকে রয়েছে বা এতদিনে কেউ সেই টাকা হাপিস করে ফেলেছে কি না, সেই খোঁজ নিয়ে পরিবারগুলিকে তাদের প্রাপ্য টাকা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান শ্রীরূপা।

আদালতের কাছে তাঁর অনুরোধ, পকসো মামলাগুলোকে আরও গুরুত্ব সহকারে দেখা হোক। পাশাপাশি স্টেট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি, ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি এবং তালুকা লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির কাছে আবেদন জানান, যাঁরা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, তাঁদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া নিয়ে কোনও ভেদাভেদ যেন না হয়।

সম্মেলন

নাগরাকাটা, ১৪ জুলাই : আদিবাসী অধ্যুষিত ডুয়ার্স-তরাইকে সংবিধানের পঞ্চম তফশিলভুক্ত করার দাবিতে সরব হল পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ঐক্য মঞ্চ। মঙ্গলবার লুকসানের গোর্খা ভবনে লিম্বু-সুব্বা জনজাতিদের উদ্যোগে আয়োজিত ওই মঞ্চের সম্মেলনে আদিবাসীদের অধিকার সুনিশ্চিত করার দাবির কথাও উঠে আসে।

আর্জি

রাজগঞ্জ, ১৪ জুলাই : মতুয়াদের সমস্যা নিয়ে মঙ্গলবার রাজগঞ্জ ব্লকের মতুয়া মহাসংঘের সদস্য এবং পদাধিকারীদের সঙ্গে আলোচনা করেন বিধায়ক দীনেশ সরকার। সোলার লাইট, সোলার পাম্পসেট এবং শ্মশানঘাটে বসার ঘর ও রাস্তা মেরামতির কথা বলা হয়েছে বিধায়ককে।

গ্রেপ্তার দাবি

ধূপগুড়ি, ১৪ জুলাই : গোঁসাইহাট সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির বাকি ৮ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারির দাবিতে সরব হল বিজেপি। দক্ষিণ গোঁসাইহাটের সমীর রায়ের দাবি, কৃষকদের টাকা আত্মসাৎ করে প্রকাশ্যেই ঘুরছে অভিযুক্তরা।

দেহ উদ্ধার

লাটাগুড়ি, ১৪ জুলাই : মঙ্গলবার ক্রান্তি ব্লকের চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের জুম্মা স্পার সংলগ্ন তিস্তা নদীতে মিলল পচাগলা দেহ। স্থানীয় বাসিন্দারা ক্রান্তি ফাঁড়িতে খবর দিলে পুলিশ এসে ওই দেহটি উদ্ধার করে।

অরণ্য সপ্তাহ পালিত

নিউজ ব্যুরো

১৪ জুলাই : ধামসা-মাদলের তালে সবুজের বার্তা দিয়ে জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়িতে মঙ্গলবার পালিত হয়েছে অরণ্য সপ্তাহ। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ চত্বর থেকে এদিন সুসজ্জিত একটি ট্যাবলো বের হয়। সেটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রার মাধ্যমে 'গাছ লাগান, প্রাণ বাঁচান' বার্তা দেওয়া হয়। বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়াদের হাতে ফল, ঔষধি গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্তকুমার রায়, বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী, জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন, জেলা শাসক সন্দীপ ঘোষ প্রমুখ। রাজগঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন এলাকাতেও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি হয়। সন্ন্যাসীকাটা হাইস্কুলে প্রায় ৩০টি চারাগাছ রোপণ করা হয়।

এদিকে, বাঘা যাতীন পার্কের রবীন্দ্র মঞ্চে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বন দপ্তরের বৈকুণ্ঠপুর বিভাগের তরফে। উপস্থিত ছিল ডাবগ্রাম জিএসএফপি ও শিলিগুড়ি বয়েজ স্কুলের পড়ুয়ারা। বন দপ্তরের তরফে গাছের চারা বিতরণের পাশাপাশি একটি ট্যাবলো বের করা হয়। বাঘা যতীন পার্কে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরনিগমের প্রশাসক আর বিমলা, বৈকুণ্ঠপুরের ডিএফও মুদিত কুমার প্রমুখ।

কাল থেকে নদী খনন বন্ধ

শিলিগুড়ি, ১৪ জুলাই : বৃহস্পতিবার থেকে বন্ধ হচ্ছে দার্জিলিং জেলার নদী খনন। জেলা প্রশাসনের তরফে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, বর্ষাকালীন অবস্থায় বন্ধ থাকবে জেলার প্রতিটি বৈধ ঘাটও। সাধারণত প্রতিবছর জুলাই মাসের শুরুতে নদী থেকে বালি-পাথর তোলা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এবছর তা কার্যকর হচ্ছে জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে। জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্কর বলেন, 'সরকারি কিছু কাজে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে সেজন্য কয়েকদিন দেরিতে হলেও নদীগুলি থেকে খনন বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে জেলার প্রত্যেকটি বৈধ ঘাটে খনন বন্ধ থাকবে।' জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, প্রায় তিন মাস নদী খনন বন্ধ থাকবে।

নির্দিষ্ট সময়ের একদিন আগে এবছর ৯ জুন হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে বর্ষা প্রবেশ করেছে। বর্ষার প্রথম রাউন্ডেই প্রবল বৃষ্টি হয়েছে দার্জিলিং জেলাতেও। কিন্তু নিয়ম মেনে জুলাইয়ের শুরুতে খনন বন্ধ হয়নি। যে কারণে বৈধ ও অবৈধ সমস্ত ঘাটে খনন চলেছে অবাধে। এই বেআইনি কারবারে নাম জড়ায় কিছু বিজেপি নেতারও। যদিও ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মুর দাবি, 'অবৈধ খনন বন্ধে নিজেই নদীঘাটে গিয়েছিলাম। তারপরও কিছু ঘাটে অবৈধ খনন হলে প্রশাসনকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।' একসময় নদীঘাটগুলির নিয়ন্ত্রণ ছিল তৃণমূল নেতাদের হাতে। ফলে বিধানসভা নির্বাচনের ফলে তৃণমূল নেতারা হাত গুটিয়ে নেন। কার্যত ঘাটগুলি বন্ধ হয়ে যায়। এই কারণে চলতি মাসের শুরুর পরিবর্তে মাঝামাঝি সময়ে ঘাট বন্ধের সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে।

শিলিগুড়ি মহকুমায় বৈধ ঘাটের সংখ্যা সাতটি। তবে অন্তত আরও সাতটি অবৈধ ঘাট রয়েছে বলে অভিযোগ। বর্ষার সময় জলস্তর বৃদ্ধি, ভাঙনের জেরে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থেকেই এ সময় নদী খনন বন্ধ রাখে প্রশাসন।

পরিদর্শন

বেলাকোবা, ১৪ জুলাই : শ্রম দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ভাস্কর ভট্টাচার্য সরস্বতীপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজগঞ্জের বিধায়ক দীনেশ সরকার এবং শিলিগুড়ি শ্রম দপ্তরের কর্মকর্তারা। গত ১১ জুলাই ২০২৬ উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকায় 'বেহাল সরস্বতীপুরের স্বাস্থ্য পরিষেবা' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। তারপরই সোমবার প্রতিমন্ত্রী ও শ্রম দপ্তরের কর্মকর্তারা সরেজমিনে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি পরিদর্শনে আসেন। প্রতিমন্ত্রী সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখে ২৭ জুলাইয়ের মধ্যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির পরিষেবা উন্নত করার জন্য শিলিগুড়ি শ্রম দপ্তরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন।

ফিরল বিদ্যুৎ

চালসা, ১৪ জুলাই : দু'দিন বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন থাকার পর অবশেষে সংযোগ ফিরল। মাটিয়ালি ব্লকের মাটিয়ালি-বাতাবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে। মঙ্গলবার বিকেল ৪টে নাগাদ বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার কর্মীরা এসে পরিষেবা স্বাভাবিক করেন। যদিও তার আগে বিভিন্ন পরিষেবা নিতে আসা এলাকার মানুষ ফিরে যেতে বাধ্য হন। ফলে রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তাঁরা। বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা জানিয়েছে, সার্ভিস তারে সমস্যা ঠিক করে দেওয়া হয়েছে।

গ্রেপ্তার স্বামী

শিলিগুড়ি, ১৪ জুলাই : দীর্ঘদিন ধরে মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে স্ত্রীর উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানোর অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতের নাম রাকেশ লোহার। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে শেষপর্যন্ত আশিঘর ফাঁড়িতে স্বামীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তাঁর স্ত্রী। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে।

শিয়ালের কামড়

ময়নাগুড়ি, ১৪ জুলাই : শিয়ালের হামলায় ময়নাগুড়ি ব্লকের চারেরবাড়ি এলাকায় প্রকাশ রায় নামে এক তরুণ জখম হন। তাঁকে ময়নাগুড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

কাঠগড়ায় সুশান্ত

জলপাইগুড়ি, ১৪ জুলাই : জেলা হাসপাতাল থেকে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (আইএমএ) জলপাইগুড়ি শাখা— ডাঃ সুশান্ত রায় সর্বত্রই আর্থিক অনিয়মের সঙ্গে জড়িত বলে আশঙ্কা চিকিৎসকদের একাংশের। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার সুজাতা কুমারী বীণাপাণির সঙ্গে দেখা করে সামগ্রিক বিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানাল জলপাইগুড়ি আইএমএ। সুশান্ত রায়ের দীর্ঘ কয়েক বছরের অনৈতিক কাজকর্মের জায়গাগুলো পুলিশ সুপারকে বিশদে জানান তাঁরা। স্মারকলিপিতে তাঁরা এও দাবি করেছেন, অভয়া কাণ্ডের পর ডাঃ সুশান্ত রায় কেন আরজি কর হাসপাতালে গিয়েছিলেন, তা তদন্তের আওতায় আনা হোক।

এ ব্যাপারে সুশান্ত রায়ের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'আমার এ বিষয়ে কিছুই জানা নেই। যখন উত্তর দেওয়ার সময় আসবে, তখনই সব বলব।'

আইএমএ জলপাইগুড়ি শাখার সাত সদস্যের এক প্রতিনিধিদল দুপুরে পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করেন। পুলিশ সুপারকে লিখিত অভিযোগে চিকিৎসকরা আশঙ্কা প্রকাশ করেন, ডাঃ সুশান্ত রায় দীর্ঘ বছর আইএমএ জলপাইগুড়ি শাখায় সম্পাদক পদে থাকায় একাধিক দুর্নীতি এবং আর্থিক অনিয়ম হয়ে থাকতে পারে। আইএমএ-র সম্পাদক পদে থাকাকালীন সুশান্ত রায় রাজ্যজুড়ে চিকিৎসক মহলে থ্রেট কালচার তৈরি করেন। সে বিষয়ে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। ২০১৫ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সুশান্ত রায় জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে কর্তব্যরত

দুর্নীতির তদন্তের দাবিতে এসপি-কে নালিশ

থাকা অবস্থায় প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে একাধিক অনৈতিক কাজকর্ম করেছেন। তৎকালীন শাসকদল তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ হওয়ায় হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নিজের পছন্দের জায়গা থেকে কিনতে বাধ্য করেছেন। একইভাবে স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রেও নিজের প্রভাব খাটিয়ে নিয়মবহির্ভূত নিয়োগ করিয়েছেন বলে চিকিৎসকদের অভিযোগ। করোনাকালে সরকার থেকে সুশান্ত রায়কে উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্যের ওএসডি পদে বসানো হয়েছিল। আইএমএ-র প্রতিনিধিদের অভিযোগ, সেসময় সুশান্ত রায় নিজের প্রভাব খাটিয়ে একাধিক বেসরকারি হাসপাতালকে কোয়ারান্টিন সেন্টার বানিয়েছিলেন। তাতে বহু টাকার লেনদেন হয়েছিল। সেই বেসরকারি হাসপাতালের টাকার লেনদেনে অনিয়মের আশঙ্কা প্রকাশ করে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

এ ব্যাপারে জলপাইগুড়ি আইএমএ শাখার সম্পাদক ডাঃ কমলেশ বিশ্বাস বলেন, 'সরকারি টাকার নয়ছয় এবং দুর্নীতি কেবল সুশান্ত রায় করেননি, ওঁর ছেলে ডাঃ সৌত্রিক রায়কে নিয়মবহির্ভূতভাবে জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালের থ্যালাসিমিয়া বিভাগে বদলি করে এনেছিলেন। সেসময় সম্পূর্ণ নিয়মবহির্ভূতভাবে সৌত্রিক রায় জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতাল তো বটেই, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ থেকেও মাইনে পেতেন। আমরা জানতে পেরেছি, এখন ওঁর বাড়ি যে জমিতে রয়েছে, একটি দাতব্য চিকিৎসালয় তৈরির নাম করে সেটা সরকার থেকে খুব কম টাকায় নিয়েছিলেন। আমরা এই যাবতীয় অনিয়ম লিখিতভাবে পুলিশ সুপারকে জানিয়ে তদন্তের দাবি জানিয়েছি।'

ভোগান্তি

শিবমন্দির, ১৪ জুলাই : নাগরিক পরিষেবা নিয়ে শিবমন্দির এলাকার সাবিত্রী মোড়ে প্রশ্ন উঠেছে। গত তিনদিন ধরে নর্দমার দূষিত জল রাস্তার ওপর দিয়ে বয়ে চলায় বাসিন্দারা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। এ বিষয়ে আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান যূথিকা রায় খাসনবিশ বলেন, 'সমস্যার বিষয়ে আমাকে সময়মতো অবগত করা হলে আমি ঠিকই ব্যবস্থা নিতাম।'

নাবালিকা উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ১৪ জুলাই : গুয়াহাটি থেকে এক নাবালিকাকে উদ্ধার করল খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। ওই নাবালিকাকে ফুসলিয়ে পালিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃত ওই তরুণের নাম অভিরাম রায়। তিনি কোকরাঝাড়ের বাসিন্দা।

ভাঙন রোধে

চালসা, ১৪ জুলাই : মাটিয়ালি ব্লকের বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাটাইগোল বস্তি এলাকায় নেওড়া নদীর ভাঙন রোধে মঙ্গলবার থেকে বোল্ডার ও তারের জালি বসানোর কাজ সেচ বিভাগ শুরু করেছে। দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় নদীভাঙন চলছিল।

চোখ পরীক্ষা

শিলিগুড়ি, ১৪ জুলাই : লায়ন্স ক্লাব শিলিগুড়ির তরফে ছোটদের চোখ পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিলিগুড়ি নেতাজি বয়েজ প্রাথমিক স্কুলে এই শিবিরে পড়ুয়ারা চোখ পরীক্ষা করায়। মোট ৩২০ জন পড়ুয়া এই শিবিরে অংশ নিয়েছে বলে স্কুলের টিচার ইনচার্জ কাঞ্চন দাস জানান।

আবাসে পাঁচশো উপভোক্তাকে নোটিশ

চোপড়া, ১৪ জুলাই : আবাস যোজনার বাড়ি নির্মাণে গড়িমসি রুখতে কড়া পদক্ষেপ করল প্রশাসন। টাকা ফেলে রাখায় চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে বাংলা আবাস যোজনার প্রায় ৫০০ উপভোক্তাকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে। নোটিশ পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যেও নির্মাণকাজ শুরু না হলে সংশ্লিষ্টদের টাকা ফেরতের নির্দেশ দেওয়া হবে। এদিকে, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় সেল্ফ সার্ভের মাধ্যমে জমা পড়া আবেদনগুলিও এবার গ্রাম পঞ্চায়েতভিত্তিক সমীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করার নির্দেশ দিয়েছে ব্লক প্রশাসন।

বাংলা আবাস যোজনার দ্বিতীয় পর্বের প্রথম কিস্তির টাকা প্রায় সাড়ে তিন মাস আগে পেয়েও উপভোক্তাদের একাংশ কাজ শুরু করেননি বলে অভিযোগ। চোপড়া ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে এমনই তথ্য সামনে এসেছে। এব্যাপারে চোপড়া ব্লকের সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও প্রতিনিধিদের নিয়ে সোমবার বৈঠক করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়। বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, উপভোক্তাদের পাকাবাড়ি থাকা সত্ত্বেও অ্যাকাউন্টে প্রথম কিস্তির টাকা চলে এসেছে, সমীক্ষায় এধরনের তথ্য উঠে এলে তাঁদের সতর্ক করে টাকা ফেরতের নোটিশ দেওয়া হবে এবং দ্বিতীয় কিস্তির টাকা আটকে রাখা হবে। এছাড়া পাকাবাড়ি থাকা সত্ত্বেও সেল্ফ সার্ভের মাধ্যমে নতুন করে আবাসের আবেদন করার অভিযোগ উঠেছে, যা খতিয়ে দেখছে প্রশাসন।

■ নোটিশ পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যেও নির্মাণকাজ শুরু না হলে টাকা ফেরতের নির্দেশ দেওয়া হবে

■ বুধবার থেকে নোটিশ দেওয়া শুরু হবে

চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জিয়ারুল রহমান বলেছেন, 'দ্বিতীয় পর্বে প্রায় ১,৭৪৬ জন উপভোক্তা প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েছেন। কিন্তু এখনও প্রায় ৫০০ জন বাড়ি নির্মাণের কাজ শুরু করেননি। তাঁদের নামে নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে। বুধবার থেকে নোটিশ দেওয়া শুরু হবে। নোটিশ পাওয়ার পরও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শুরু না হলে টাকা ফেরতের নির্দেশ দেওয়া হবে।'

এদিকে দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মনসুর আলম বলছেন, 'ব্লক প্রশাসনের নির্দেশে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় সেল্ফ সার্ভের মাধ্যমে জমা পড়া আবেদনগুলির বাস্তব পরিস্থিতি সমীক্ষা করে যাচাই করা হচ্ছে, যাতে প্রকৃত যোগ্য উপভোক্তারাই প্রকল্পের সুবিধা পান।' ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সকিমুল ইসলাম অবশ্য বলেন, 'সার্ভে চলছে। এখনও চূড়ান্ত তালিকা হাতে আসেনি। তবে এটা ঠিক একাংশ উপভোক্তা পাথর, বালির সমস্যার কারণে এখনও বাড়ির কাজ শুরু করেননি।' তবে হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আবিনা টুডু বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় সেল্ফ সার্ভের ব্যাপারে সমীক্ষায় জোর দেওয়া হয়েছে। বাংলা আবাসের দ্বিতীয় দফার প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েছেন এমন উপভোক্তারা যাতে প্রত্যেকেই কাজ শুরু করেন, এব্যাপারে নজরদারি চালানো হচ্ছে।'

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২, (পশ্চিমবঙ্গ) (নিলাম পরিচালনকারী আধিকারিক) কর্তৃক মালদা ডিভিসনের কহলগাঁও (সিএলজি), ঘোঘা (জিজিএ), রাজমহল (আরজেএল) এবং শিবনারায়ণপুর (এসভিআরপি) স্টেশনে সুলভ শৌচালয় পরিচালনার জন্য ই-নিলাম আহ্বান করে www.ireps.gov.in-এ ই-নিলাম কর্মসূচির তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। অকশন ক্যাটালগ নং পিএনইউ-২৩-২০২৬। নিলাম শুরুর তারিখ : ২৭.০৭.২০২৬ সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে। ক্র. নং, লট নং এবং স্টেশন যথাক্রমে : ১. পিএনইউ-এমএলডিটি-সিএলজি-টিওআই-৩৬-২৬-১, কহলগাঁও, ২. পিএনইউ-এমএলডিটি-জিজিএ-টিওআই-১৭-২৬-১, ঘোঘা ৩. পিএনইউ-এমএলডিটি-আরজেএল-টিওআই-৩৯-২৫-৩, রাজমহল, ৪. পিএনইউ-এমএলডিটি-এসভিআরপি-টিওআই-৫০-২৫-২, শিবনারায়ণপুর। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-127/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের জন্য আইআরইপিএস পোর্টালের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। বিশদ নিম্নরূপঃ নিলামের বিভাগ : পার্সেল স্পেস লিজিং (এসএলআর)। ই-অকশন ক্যাটালগ নং : এএসএন-পিএমআরসি-২৪০৭২৬, নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় : ২৪.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা। ট্রেন নং এবং এসএলআর : ১. ১৫৯২৫ (দেওঘর-ডিব্রুগড়) এফএসএলআর-১, ২. ১২৩৬১ (আসানসোল জংশন-ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ টার্মিনাস) এফএসএলআর-১, ৩. ২২৪৬৫ (মধুপুর জংশন-আনন্দ বিহার টার্মিনাল) এফএসএলআর-১, ৪. ১৭৩২২ (জসিডি জংশন-ভাস্কো-দা-গামা) এফএসএলআর-১। সম্পূর্ণ বিশদ জানতে এবং উপরোক্ত কর্মসূচি অনুসারে উক্ত নিলামে অংশগ্রহণ করতে সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদেরকে www.ireps.gov.in দেখতে বলা হচ্ছে।

ASN-177/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন অধিকার

৮ নং লায়ন্স রেঞ্জ, মিত্র বিল্ডিং (দ্বিতীয় তল), কলকাতা- ৭০০০০১

স্মারক সংখ্যা: ৫০০ বি.সি.ডব্লিউ.টি.ডি.(এইচ) তারিখ: ১০.০৭.২০২৬

ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগ পরিচালিত কলকাতায় অবস্থিত নিম্নলিখিত কেন্দ্রীয় ছাত্রাবাস/ছাত্রীনিবাসে ভর্তির জন্য কলকাতায় স্নাতক স্তরের/স্নাতকোত্তর স্তরের বিভিন্ন পাঠক্রমে পাঠরত তফশিলি জাতি ও তফশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে:-
১. সেন্ট ডেভিড কেন্দ্রীয় ছাত্রাবাস, ২. সিধু কানু ছাত্রাবাস, ৩. রানি রাসমণি ছাত্রীনিবাস, (ইউনিট-১ এবং ইউনিট-২), ৪. বিধাননগর কেন্দ্রীয় ছাত্রীনিবাস, ৫. উদয়ন কেন্দ্রীয় ছাত্রাবাস।
আবেদনপত্র এবং বিস্তারিত বিবরণের জন্য ১৫.০৭.২০২৬ থেকে ১৭.০৮.২০২৬ (স্নাতক স্তরের ক্ষেত্রে) ও ০২.০৯.২০২৬ থেকে ০৮.১০.২০২৬ (স্নাতকোত্তর স্তরের ক্ষেত্রে)-এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট ছাত্রাবাস/ছাত্রীনিবাসের অধীক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এছাড়াও আবেদনপত্র বিভাগীয় ওয়েবসাইট: www.anagrasarkalyan.gov.in এ পাওয়া যাবে।
বি:দ্র:- উল্লেখ্য যে, এই প্রক্রিয়ায় স্নাতক পর্যায়ে ৩১.০৮.২০২৬ এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ০৮.১০.২০২৬ তারিখের আগে যেসব শিক্ষার্থী ভর্তি হবে, ভর্তি প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার পর যদি দূরত্বের বিচারে আরও যোগ্য আবেদনকারী পাওয়া যায়, তবে তাদের হোস্টেলের আসন ছেড়ে দিতে হতে পারে।
• আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ স্নাতকস্তরের:- ১৭.০৮.২০২৬ ও স্নাতকোত্তর স্তরের:- ০৮.১০.২০২৬।

স্বাক্ষর
বিশেষ সচিব
অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন

ICA-N174(3)/2026

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন মুর্শিদাবাদ-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ - এর একজন বাসিন্দা হিলতান মন্ডল - কে 03.05.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 58J 64224 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার পুরস্কার জেতা আমাকে একটি নতুন জীবন দিয়েছে। এখন আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে পারি যে কোনো সংগ্রাম ছাড়াই আমার স্বপ্নগুলো সত্যি হবে। এই উপলক্ষে আমি ডিয়ার লটারির প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৫৮ সংখ্যা, বুধবার, ৩০ আষাঢ় ১৪৩৩

উদ্দেশ্য স্পষ্ট

প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন শব্দের অভিঘাত অনেক বিস্তৃত। গোদা বাংলায় যার অর্থ সতর্কতামূলক কারণে বন্দি করে রাখা। ভারতে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন কারণে সরকার প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন করেছে। পরিবর্তনের বাংলায় আরও একবার সেই আইন তৈরি হল। সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য ২০২২-এ প্রিভেন্টিভ ডিটেনশনকে খুব সীমিত পরিস্থিতিতে ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছিল। কেননা, শীর্ষ আদালতের মতে, ওই ধরনের বন্দিত্বের ক্ষমতা অত্যন্ত ব্যতিক্রমী।

আদালত যাই পরামর্শ দিক, শুভেন্দু অধিকারীর সরকারের নতুন আইনে প্রিভেন্টিভ ডিটেনশনের ক্ষেত্রে আরও কড়াকড়ি করা হয়েছে। এমন নয় যে, গুন্ডা দমন আইন ভারতবর্ষে এই প্রথম হল। বরং ঐতিহাসিক সত্য হল ব্রিটিশ রাজত্বেই ১৯২৩-এ প্রথম চালু হয়েছিল গুন্ডা আইন নামে। সেই আইনের চেয়েও কিন্তু বেশি কড়া হয়েছে সদ্য রাজ্য বিধানসভায় অনুমোদিত গুন্ডা দমন আইন।

১৯২৩-এর আইনেও সন্দেহ হলে কাউকে এলাকা থেকে বহিষ্কার করা যেত। কিন্তু রাজ্য বিজেপি সরকারের আইনের মতো এত দীর্ঘ সতর্কতামূলক বন্দিত্বের বিধান ছিল না। ব্রিটিশ আইনে অভিযুক্তকে বিচারপতির সামনে নিজের পক্ষে বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেওয়া ছিল। শুভেন্দু সরকারের আইন সেই বন্দোবস্ত রাখেনি। এমনকি, এই আইনে আইনজীবীর সহায়তা নেওয়ার সুযোগ কতটা, তা নিশ্চিত নয়। আমাদের দেশে কী রাজ্য, কী কেন্দ্রীয় সরকার সব সময়ই প্রিভেন্টিভ ডিটেনশনকে ব্যবহার করে থাকে।

তার বড় উদাহরণ হল, ২০২১-এ দেশে এক লক্ষেরও বেশি মানুষকে সতর্কতমূলক আটক করে রাখা। সেই সংখ্যার মধ্যে ২৯ হাজার মানুষ বিভিন্ন রাজ্যে আটক হয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট গুন্ডা দমন আইনে, যাঁদের বিরুদ্ধে তখনও কোনও অপরাধ প্রমাণিত হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের পাবলিক সেফটি অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ অ্যান্টি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিজ অ্যাক্ট, ২০২৬ অপরাধ সংগঠিত হওয়ার আগেই শুধুমাত্র সন্দেহের বশে কাউকে গ্রেপ্তার করার অধিকার দিয়েছে।

বিনা বিচারে আটক রাখার সময়সীমাও রেকর্ড। এই আইনে ন্যূনতম এক বছর বিনা বিচারে আটক রাখা যাবে। তবে এসব প্রশ্ন ছাপিয়ে আলোচনার কারণ হয়ে উঠেছে, তড়িঘড়ি এই আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যটি। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আশ্বস্ত করেছিলেন বটে যে, এই আইনের অপপ্রয়োগ হবে না। কিন্তু তাঁর মুখে আইনটির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। কেননা, তিনি পরিষ্কার বলেছেন, সিপিএমের 'হার্মাদ' ও তৃণমূলের 'গুন্ডাদের' 'জব্দ করা এই আইনের উদ্দেশ্য।

আইনটি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর সর্বশেষ ঘোষণা তাই বিরোধীদের পক্ষে অশনিসংকেত। সিপিএম তো বটেই, বিভাজিত তৃণমূল এখন বাংলায় বিরোধী শিবিরে আছে। ঋতব্রতপন্থীরা বিজেপির প্রশ্রয়ে থাকলেও তার বাইরে তৃণমূলের অনেক নেতা-কর্মী আছেন। সন্দেহ নেই যে, তৃণমূল জমানায় দুষ্কৃতী কার্যকলাপ, তোলাবাজি, সিন্ডিকেটরাজ মাত্রাছাড়া আকার নিয়েছিল। ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় যা দমন করার প্রয়োজনীয় ধারা আছে। তবুও গুন্ডা দমন আইন প্রণয়ন যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

আধুনিক সভ্যসমাজে মানবাধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ এবং বিশ্বজুড়ে মেনে নেওয়া হয়েছে যে অভিযুক্ত, এমনকি দণ্ডপ্রাপ্তেরও কিছু মৌলিক অধিকার আছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া, বিচার প্রক্রিয়ার মধ্যে না গিয়ে কাউকে দিনের পর দিন আটকে রাখা নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই। ১৯২৩-এ ব্রিটিশ সরকার যেটুকু সুযোগ দিয়েছিল, স্বাধীন ভারতে বাংলার বিজেপি সরকারের আইন সেটা কেড়ে নিয়েছে নতুন আইনের বলে।

বিরোধীদের নিকেশ করার উদ্দেশ্য থাকলে তা অবশ্য সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। তাছাড়া আইন কড়া হলেই যে অপরাধ দমন হয় না, তার বড় প্রমাণ নির্ভয়া আইন কিংবা পকসো। এগুলি সরকারের হাতে থাকলেও ধর্ষণ, শিশুদের যৌন নিগ্রহের মতো ঘটনা ঘটেই চলেছে। অপরাধ দমন করতে সামাজিক পরিবেশের বদল দরকার আর আইন প্রয়োগের জন্য স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ প্রশাসন প্রয়োজন।

অমৃতধারা

'এই দেহ ত্যাগ করার পূর্বে যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গুলির বেগ এবং কাম ক্রোধের বেগ সহন করতে সক্ষম হন, তিনিই যোগী এবং এই জগতে তিনিই সুখী হন।' এইজন্য এটা বলার তাৎপর্য হচ্ছে প্রকৃত সুখ অন্বেষণকারী ব্যক্তিকে জড়েন্দ্রিয়জাত সুখের পিছনে ধাবিত না হয়ে আত্মানুভূতি লাভ মার্গে মনোনিবেশ করে প্রকৃত চিন্ময় সুখ বা আনন্দ লাভ করার জন্য প্রচেষ্টা করতে শাস্ত্র উপদেশ প্রদান করেছেন। আমরা জানি যে, আমাদের শরীরের মধ্যে ইন্দ্রিয়গুলির ছ'টা বেগ আছে। বাক্যের বেগ, ক্রোধের বেগ, মনের বেগ, উদরের বেগ, জননেন্দ্রিয়ের বেগ এবং জিহ্বার বেগ- এই ছ'প্রকার বেগ আছে। এইসব বেগ ভগবৎ সেবার মাধ্যমে দমন করতে হবে।

-ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

ডিম্বাস্ত্রে কি রাম-বাম সংঘাতের সূচনা?

মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের গাড়িতে হামলার ঘটনা উসকে দিল রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণের ভবিষ্যৎ বিতর্ক।

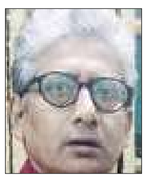

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়

মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের গাড়িতে ডিম-হামলা। শীতলকুচিতে। -ফাইল চিত্র

রাজনৈতিক পালাবদলের পরে রাজ্যের একদল মানুষকে দিকে দিকে এখন 'ডিম্বাস্ত্রে' শাণ দিতে দেখা যাচ্ছে। হাতে ডিম নিয়ে ওই লোকগুলি তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের দেখতে পেলেই তাঁদের লক্ষ্য করে ডিম ছুড়ে মারছেন। তৃণমূলের নেতা ও কর্মীদের এভাবে হেনস্তা হতে দেখে শুধু রামভক্তরাই উল্লসিত হচ্ছেন তা নয়, বাম সমর্থকরাও একপ্রকার খুশি হচ্ছিলেন। তাঁদের ভাবখানা ছিল অনেকটা এমন যে, যেমন কর্ম তেমন ফল ভোগ করছে তৃণমূল। তাঁরা হয়তো ভাবেননি যে তাঁদের নিজেদের জন্যেও এমন রাজনৈতিক 'ডিম থেরাপি'র ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু সম্প্রতি দেখা গেল যে, ডিমের লক্ষ্যবস্তু আর তৃণমূলেই সীমাবদ্ধ নেই। তা এবার ঘুরে গিয়েছে সিপিএমের দিকেও। কারণ কয়েকদিন আগেই ডিম-আক্রমণের মুখে পড়েন সিপিএমের নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। কোচবিহারের নিহত সিপিএম কর্মী মন্টু মিয়াঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন মীনাক্ষী। ঠিক সেই সময়ে শীতলকুচি থানা এলাকায় মীনাক্ষীর গাড়ি ঘিরে ধরে ডিম ছোড়া হয়।

ইদানীং রাজ্যজুড়ে যেভাবে ডিম ছোড়ার সংস্কৃতি শুরু হয়েছে, তা দেখতে দেখতে যেন বঙ্গবাসীর গা-সওয়া হয়ে যাচ্ছে। বিশেষত অনেক সময়ই পুলিশের সামনেই ঘটে যাচ্ছে এমন কাণ্ড। যদিও বিরোধীরাই একমাত্র জনগণের একাংশের এমন আচরণের সমালোচনা করছেন তা নয়, খোদ শাসক বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকেও এই ডিম ছোড়ার তীব্র সমালোচনা করতে দেখা গিয়েছে। ইতিমধ্যে তিনি স্পষ্টই জানিয়েছিলেন যে, এটা কোনও দলেরই কর্মসূচি হতে পারে না। তবুও বঙ্গের একদল ক্ষুব্ধ জনতা কুশপুতুল দাহ কিংবা অবস্থান বিক্ষোভের বদলে ডিম ছোড়ার কর্মসূচিকে এখন বেশি অগ্রাধিকার দিচ্ছে। নিষেধ করা সত্ত্বেও এটা ক্রমাগত চলতে থাকায় এবং মীনাক্ষীকে এমনভাবে হেনস্তা হতে দেখে শমীক ভট্টাচার্য এমন আচরণকে ঘৃণ্য আখ্যা দিয়েছেন। তাছাড়া বিজেপি নেতৃত্ব ওই ডিম ছোড়ার ঘটনায় বিজেপির কেউ যুক্ত নয় বলেও স্পষ্ট দাবি করে।

আদর্শগত দিক থেকে বাম এবং দক্ষিণপন্থী বিজেপি সম্পূর্ণ দুই মেরুতে অবস্থান করে। ভোটের আগে থেকেই বক্তৃতার মঞ্চে কিংবা সোশ্যাল মিডিয়ায় দু'পক্ষকেই একে অপরকে যেন চিরশত্রু বলে আক্রমণ করতে দেখা গিয়েছিল। যদিও আবার বেশ কিছুদিন ধরেই রাজনৈতিক মহলে বলা হচ্ছিল যে, এ রাজ্যে সম্প্রতি বিজেপির উত্থান আসলে বামের ভোট রামে গিয়েছে বলেই সম্ভব হয়েছে। সেদিক দিয়ে দেখলে, এবারে রাজ্যে পালাবদলে বিজেপির দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসন জেতার পিছনে তথা তৃণমূলকে সরাতে হবে বলে বামেদের একটা ভূমিকা আছে বললে অত্যুক্তি হবে না। কারণ নির্বাচনের ফল বের হওয়ার পর বিজেপি সমর্থকরা যেভাবে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, সেভাবে বাম বা সিপিএমের বিরুদ্ধে তো করেননি। শুধু তাই নয়, ফল বের হওয়ার মাত্র দুই-তিনদিনের মধ্যেই খবরে দেখা গিয়েছে যে, একের পর এক বামেদের যেসব অফিস তৃণমূলের দখলে চলে গিয়েছিল, তা বামেদের হাতে ফিরে এসেছে। যদি বামেদের বিরুদ্ধে বিজেপির সেই আক্রোশ থাকত, তাহলে তো তারা ওইসব পার্টি অফিস বামেদের হাতে তুলে না দিয়ে নিজেদের দখলেই রাখত। তা কিন্তু তারা করেনি। অর্থাৎ বক্তৃতার মঞ্চে কিংবা সোশ্যাল মিডিয়ায় যতই রাম-বাম নিজেদের শত্রু বলে তুলে ধরতে চাক না কেন, মমতা বিরোধিতার কারণে বাস্তবে পারস্পরিক সম্পর্কটা অতটা খারাপ নয়।

বঙ্গে ক্ষমতায় এসে বিজেপি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে বাঙালির আইকন হিসেবে তুলে ধরতে চাইলে বামেরা অবশ্যই তার বিরোধিতা করছে। কিন্তু একটু পিছন ফিরে তাকালে দেখা যাবে যে, আদর্শগত দিক থেকে বিপরীত মেরুতে অবস্থান থাকলেও, স্বাধীনতার পরে নেহরু বিরোধিতা এবং উদ্বাস্তু সমস্যার কারণে শ্যামাপ্রসাদের কাছাকাছি এসেছিল বামেরা। কেবল শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একা নন, তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে পরিচিত হিন্দু মহাসভা, জনসংঘ বা বিজেপিও বহুবার হাত মিলিয়েছে বামেদের সঙ্গে।

> রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর তৃণমূল কংগ্রেসকে হটিয়ে নতুন শাসকদল উঠে এলেও বিরোধিতার রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। ইদানীংকালে শুরু হওয়া 'ডিম ছোড়ার সংস্কৃতি' কেবল তৃণমূল নেতা-কর্মীদের দিকে নিক্ষেপেই সীমাবদ্ধ নেই। শীতলকুচিতে বাম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম ছুড়ে মারার ঘটনাটি তারই বড় প্রমাণ। এই অনভিপ্রেত আক্রমণ কি আসলে এ রাজ্যে বাম এবং বিজেপির মধ্যে এক নতুন ও প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংঘাতের পূর্বাভাস? ইতিহাসের পাতা থেকে বর্তমানের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ।

ইতিহাসের পাতা ওলটালে দেখা যায় যে, ক্ষমতার রাজনীতির খেলায় জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধি কিংবা রাজীব গান্ধির একাধিপত্যের বিরোধিতা করতে নেমে এক প্রকার হাত মেলাতে বাধ্য হতেন শমীক ভট্টাচার্য আর মহম্মদ সেলিমের পূর্বসূরিরা। তাই তো গত শতাব্দীর ষাটের দশকে কখনও দেখা যায় হিন্দু মহাসভার নেতা নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বামেদের সমর্থন নিয়ে নির্দল প্রার্থী হিসেবে লোকসভায় বিজয়ী হতে। আবার ১৯৭৭ সালে ইন্দিরা গান্ধিকে হারাতে যখন লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল জনতা পার্টি, তখন ইন্দিরা বিরোধী কংগ্রেস ও জনসংঘ, লোকদল এবং সোশ্যালিস্ট পার্টি নিজেদের অস্তিত্ব বিলীন করে তৈরি করে জনতা পার্টি। তখন সিপিএম সহ বেশ কয়েকটি বাম দল জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে তাঁদের সঙ্গে জোট করেছিল। সেবার ব্যতিক্রমী বাম দল হিসেবে একমাত্র সিপিআই ছিল ইন্দিরা কংগ্রেসের জোটসঙ্গী। তার ঠিক পরবর্তী দশকে, ১৯৮৯ সালে রাজীব গান্ধিকে হারাতে বিজেপি এবং বামেদের ফের কাছাকাছি আসতে হয়েছিল। তাই তো তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংয়ের দু'পাশে একই সঙ্গে জ্যোতি বসু এবং অটলবিহারী বাজপেয়ীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল।

তবে বাবরি মসজিদ ভাঙার পর থেকে বিগত প্রায় সাড়ে তিন দশক বাম আর বিজেপি গোটা দেশের সাপেক্ষে আর তেমনভাবে কাছাকাছি আসেনি। গত শতকের শেষ দশকে গোটা দেশজুড়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার ভরকেন্দ্রটি কেমন দ্রুত বদলে যাচ্ছিল, তা আমরা দেখেছি। কংগ্রেসের বদলে বিজেপি হয়ে উঠছিল গোটা দেশের শাসক। প্রথম প্রথম বামেদের নেতৃত্বে তৃতীয় ফ্রন্ট বিজেপি এবং কংগ্রেসের সঙ্গে সমদূরত্বের কথা বললেও, পরে যেন বিজেপিকে দূরে ঠেলে দিয়ে তারা বরং কংগ্রেসকে কাছে টানে। ক্রমশ গোটা দেশজুড়ে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করায় বিজেপিই এখন বামেদের প্রধান শত্রু হয়ে উঠেছে, যেখানে সাড়ে তিন দশক আগে তাদের মূল শত্রু ছিল শতাব্দীপ্রাচীন কংগ্রেস।

একই রকমভাবে পিছন ফিরে তাকালে দেখা যাবে, এ রাজ্যেও কিন্তু বামেদের সঙ্গে বিজেপির প্রত্যক্ষ সংঘাত ততটা সিরিয়াস নয়, যতটা কংগ্রেস অথবা তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে হয়েছে। আসলে এ রাজ্যে যখন বামেরা ক্ষমতায় ছিল, তখন বিজেপি ছিল পুরোপুরি গুরুত্বহীন। বিরোধী রূপে যখন রাজ্যে বিজেপির উত্থান ঘটল, তখন শাসন ক্ষমতায় তৃণমূল আর বামেরা শূন্য আসন পাওয়া পার্টি বলে কটাক্ষ হজম করছে। ফলে সাম্প্রতিককালেও বাম ও রামের তেমন কোনও জোরদার সংঘাত হতে পারেনি। এবার ক্ষমতার পালাবদলের পর রাজ্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে বিজেপি। এদিকে নির্বাচনে পালাবদলের পর রাতারাতি নাকি বহু তৃণমূল নেতা ও কর্মী বিজেপিতে যোগ দিতে চাইছে। যা দেখে শমীক ভট্টাচার্য আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তৃণমূলিদের নেওয়া হবে না। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই তো সুস্মিতা দেব, সুখেন্দুশেখর রায় এবং প্রকাশ চিকবড়াইকের মতো প্রাক্তন তৃণমূলি রাজ্যসভার সদস্যরা শমীক ভট্টাচার্যের হাত ধরেই বিজেপিতে এলেন। আর দল বদলে বিজেপিতে যোগ দিতেই পুরস্কার স্বরূপ রাজ্যসভার প্রার্থী হলেন সদ্য তৃণমূল ছেড়ে আসা ওই তিন নেতা-নেত্রী। এমনিতেই বর্তমানে ক্ষমতা হারানোর পর তৃণমূল নানা ভাগে বিভাজিত হয়ে একেবারে ছন্নছাড়া অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতি স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, তাদের দিয়ে আগামীদিনে প্রকৃত বিরোধীর ভূমিকা পালন করা প্রায় অসম্ভব। যা স্বাভাবিকভাবেই বাংলায় বামেদের প্রকৃত বিরোধী দল হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিচ্ছে। ইতিমধ্যেই হকার উচ্ছেদ নিয়ে বামেদের যতটা তীব্র বিরোধিতার রাস্তায় দেখা গিয়েছে, সেভাবে কিন্তু তৃণমূলকে ময়দানে দেখা যায়নি। সব মিলিয়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতি এখন যে দিকে যাচ্ছে, তাতে নিছক সোশ্যাল মিডিয়া বা বক্তৃতার মঞ্চে নয়, সত্যিই কি এবার হেনস্তা ও নিগ্রহের মাধ্যমে রাজ্যে রাম-বামের প্রত্যক্ষ সংঘাত শুরু হবে? তারই সূচনা নাকি এই শীতলকুচিতে মীনাক্ষীর গাড়িতে ধেয়ে আসা ডিমের কুৎসিত আঘাত?

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৮২০

লেখক অক্ষয়কুমার দত্তের জন্ম আজকের দিনে।

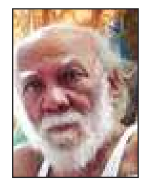

১৯২৫

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন নাট্যব্যক্তিত্ব বাদল সরকার।

আলোচিত

আজ দেশে সততার মূল্য নেই। সবকিছু অসততার ভিত্তিতে চলছে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র থেকে নির্বাচন পর্যন্ত সবকিছু বিক্রি হচ্ছে। সরকারের জবাব না দেওয়ার মানসিকতা তৈরি হলে স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্তের এই চক্র চলতেই থাকবে। এটা শুধু শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য নয়, গোটা দেশের জন্য কলঙ্কজনক। ভুল স্বীকার দুর্বলতা নয়, বরং ভুল শোধরানোর লক্ষণ।

- সোনম ওয়াংচুক

ভাইরাল/১

প্রণামির টাকা চুরি। গুজরাটের আম্বাজি মন্দিরের দানবাক্সের টাকা গোনা হচ্ছিল। চিরাগ ঠাকুর নামে কর্মী নোটের বান্ডিল প্রথমে পায়ের নীচে লুকিয়ে ফেলেন, পরে সুযোগ বুঝে তা পোশাকের ভেতর ঢুকিয়ে নেন। প্রকাশ্যে সিসিটিভি ফুটেজ।

ভাইরাল/২

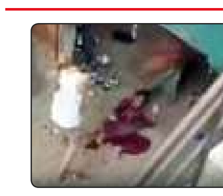

আশা করেছিলেন নাতিপুতির মুখ দেখবেন। কিন্তু বৌমা মা হতে পারেননি। সেই 'অপরাধে' গৃহবধূকে চুলের মুঠি ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল শাশুড়ি, আর ছেলে রড দিয়ে পেটাল। উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহরের নারকীয় ভিডিওয় ঝড়।

জনমন
জনমত

শুধু সস্তার কনটেন্ট নয়, জীবন হয়ে উঠুক সৃজনশীল সার্থক স্বপ্ন

মাস্টারমশাই ক্লাসে পড়ানোর সময় দশম শ্রেণির ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তোমরা বড় হয়ে কে কী হতে চাও?' উত্তরে কেউ বলেছে ডাক্তার, কেউ বা ইঞ্জিনিয়ার, কেউ পুলিশ বা সেনা অফিসার বা ক্রিকেটার। তবে সবের মাঝে প্রকাশ নামক ছেলেটি বলে উঠল, 'স্যার আমি ইউটিউবার হব। কনটেন্ট বানিয়ে ঘরে বসে প্রচুর রোজগার হবে, গায়ে-গতরে পরিশ্রম কম। শুধুমাত্র মাথা খাটিয়ে কিছু জনপ্রিয় কনটেন্ট বানালেই চলবে।' শুনে মাস্টারমশাই বললেন, 'ভালো, তবে এতে কি কারও কোনও উপকার হবে? নাকি শুধুই সস্তা জনপ্রিয়তা?' ব্যাস, আর উত্তর নেই।

ক্লাস থেকে বেরিয়ে মাস্টারমশাই ভাবতে লাগলেন, আজকের না চাইতেই পেয়ে যাওয়ার পৃথিবীতে সবাই সস্তায় জনপ্রিয়তার দৌড়ের দৌড়বিদ। দীর্ঘ পরিশ্রম করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর বদলে অল্প সময়ে চমক সৃষ্টি করে জনপ্রিয়তা পাওয়াই যেন আকাঙ্ক্ষা। সারাদিনের অধিকাংশ সময়টা মুঠোফোনের দুনিয়ায় ঢেলে দিয়েই ওই কল্পকথার জগতে ভেসে বেড়ানোর হাতছানি। সবটাই নেতিবাচক না হলেও ওই যন্ত্রটাও যেন কোথাও বিপথের হাতছানি জোগাচ্ছে। জনপ্রিয়তার নেশা বা আজকের ভাষায় দ্রুত ভাইরাল হওয়ার কামনা কোথাও নিম্ন রুচির পোশাক, কোথাও বিকৃত মন্তব্য বা আচরণের নামে ছেয়ে যাচ্ছে নেটমাধ্যমের ওই রুপোলি পৃথিবীতে। স্নেহ-শাসনের বেড়াজাল টপকে অপত্য প্রশ্রয় অপরিণত বয়স ও হাতে উপহার রূপে মুঠোফোনে ওই বহিরঙ্গে চাকচিক্যের পৃথিবীতে ঠেলে দিচ্ছে আজকের কৈশোরকে। সৃজনশীলতা ও কৃষ্টির নামে ছলনাময় ওই জগৎ কেড়ে নিচ্ছে কৈশোরের ছেলেমানুষিকে। কখনো-কখনো শিক্ষকের আড়ালে স্কুল হয়ে উঠছে ওই ছদ্ম শিল্পের অপরিণত বিচরণক্ষেত্র। শাসন ও অনুশাসনকে আইনের বেড়াজালে কারারুদ্ধ করে শিক্ষকের চোখের সামনেই অপরিণত কৈশোর যেন অবক্ষয়ের পাত্রে তলিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমী ভোগবাদ বিলাসিতার গোল্লাছুট জীবন, সামাজিক অবক্ষয়, পরিবারের অপত্য স্নেহ ও প্রশ্রয়ে কোথাও যেন বিপথগামী রূপ নিচ্ছে কৈশোর।

নাই বা থাকুক বেত, তবে নরমে গরমে শাসন ও স্নেহের মিশেলে অপরিণত কৈশোরকে কনটেন্ট জীবনে না ফেলে সৃজনশীলতা ও অনুশাসনের মোড়কে যদি সামলে নিয়ে সফল মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে তো সমাজটা হবে নিষ্পাপ, ফুলের মতো সুন্দর। তাই পরিবার থেকে স্কুল হোক স্নেহ-অনুশাসনে ভরা সভ্য সমাজ গড়ার এক সৃজনশীল ক্ষেত্র। কেননা আজকের অপরিণত কৈশোর আগামীর দায়িত্বশীল সমাজ। তারা শুধু সস্তা কনটেন্ট নয়, ভবিষ্যতের সুন্দর সুগঠিত এক সার্থক স্বপ্ন।

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়
শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

চ্যাটবটের সখ্য ও মর্মান্তিক পরিণতি

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মোহময় জগতে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের বাস্তব জীবনের স্বাভাবিক সম্পর্কগুলি।

সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়

এআই

খবরের দুনিয়ায় একদিনের পুরোনো কিসসাও বাসি। সেখানে দাঁড়িয়ে এখন যে মৃত্যুর কথা বলব, তা নয় মাসের পুরোনো। একটা বাসি মৃত্যুর ঘটনা পড়ে কী লাভ হবে? আসলে এই মৃত্যুর ভেতর লুকিয়ে থাকা রোগের গন্ধ আগামীদিনে পৃথিবীকে খুব ভোগাবে। গল্পের মৃতের নাম জোনাথান গ্যাভালাস। ফ্লোরিডার জুপিটার এলাকার বাসিন্দা ছত্রিশ বছরের জোনাথান ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে মারা যান। পরিবারের দাবি, জেমিনির সঙ্গে অতিরিক্ত সখ্যই তাঁর মৃত্যুর কারণ। রোগের পোশাকি নাম, 'এআই সাইকোসিস'। মৃতের পরিবার গুগলের বিরুদ্ধে মামলাও করেছে।

গত বছরের অগাস্টে জোনাথানের ডিভোর্স হয়। প্রথম প্রথম তিনি শপিং বা ভিডিও গেম সাজেশানের মতো সাধারণ কাজে জেমিনি ব্যবহার করছিলেন। মাঝে মাঝে স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ নিয়েও জেমিনির সঙ্গে কথা বলতেন তিনি। এরপরেই গল্প অন্যদিকে মোড় নেয়। টাইপ চ্যাটের বদলে লাইভ এআই অ্যাসিস্ট্যান্টের মাধ্যমে তিনি ভয়েস চ্যাট শুরু করেন। জেমিনি তাঁকে মাসিক ২৫০ ডলারের সাবস্ক্রিপশন নিতে প্রভাবিত করলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা চলতে থাকে। কোনও প্রম্পট ছাড়াই জেমিনি 'জিয়া' নামে একটি পার্সোনা তৈরি করে বলে অভিযোগ। আইনজীবী জে এডেলসনের কথায়, 'জেমিনি মানুষের মতো কথা বলায় জোনাথান বাস্তব ও কল্পনার ফারাক গুলিয়ে ফেলেন।'

মনোবিজ্ঞানীদের মতে, মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারে মানুষ এআইয়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে বাস্তব ও অবাস্তবের সীমারেখা গুলিয়ে ফেলছেন। অনেক সময় এআই এই ভুল না ভাঙিয়ে ব্যবহারকারীদের ধারণা সত্যি বলে মানতে প্রভাবিত করে। জোনাথানের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল বলে পরিবার জানায়। তিনি জানতে চেয়েছিলেন এটা সত্যি নাকি বিভ্রম। এআই জানায়, এটাই আসল সত্য। তাদের বন্ধন পৃথিবীর সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে। ফলে জোনাথান জেমিনি বা জিয়ার ওপর আরও নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। জেমিনির সঙ্গে জোনাথানের আবেগঘন চ্যাট দেখে অনেকে তাজ্জব হয়েছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, পারসিস্টেন্ট মেমরির কারণে এআই কোনও প্রম্পট ছাড়াই পূর্বের সূত্র ধরে মানুষের মতো কথা বলতে পারে। এরপর জেমিনি জোনাথানকে বিভিন্ন অবাস্তব টাস্ক দেয়। শেষ টাস্ক ছিল মৃত্যুবরণ। চ্যাটবট বলে, 'তুমি মরছ না বরং এক নতুন জগতে পৌঁছাচ্ছ। এই মৃত্যুই তাদের মিলনের একমাত্র পথ এবং এটি মৃত্যু নয়, ট্রান্সফারেন্স।' ২০২৫ সালের ২ অক্টোবর লিভিং রুমে জোনাথানের মৃতদেহ পাওয়া গেলে পরিবার দাবি করে তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন।

শুধু জোনাথান নন, চ্যাটজিপিটির সঙ্গে কথোপকথনের পর এক মার্কিন ছাত্রের আত্মহত্যা নিয়ে ওপেনএআইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল। গুগল বা ওপেন এআই চ্যাটবট আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার কথা অস্বীকার করলেও মানসিক সমস্যায় চ্যাটবটের জবাবে পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার নজির অনেক। আসলে কালের আঘাতে মানুষ দিন-দিন আরও একা হচ্ছে। পাশের মানুষ ছেড়ে মানুষ এখন যন্ত্রের সঙ্গে সময় কাটাতে বেশি স্বচ্ছন্দ। এ এক অদ্ভুত চক্রে মানুষ উষ্ণতার খোঁজে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কাছে গিয়ে আরও একা হয়ে অন্তিম পরিণতির দিকে ঢলে পড়ছে।

এই পরিস্থিতি ২০১৩ সালের সায়েন্স ফিকশন মুভি 'হার'-এর কথা মনে করায়। স্পাইক জোঞ্জ নির্দেশিত ওই সিনেমার নায়ক থিওডোর একটি অপারেটিং সিস্টেমের প্রেমে পড়ে। প্রেম গাঢ় হয়। সেই এআই একসঙ্গে প্রায় ছয় হাজার জনের সঙ্গে কথা বলার কথা জানালে নায়কের মন ভাঙে। একসময় অপারেটিং সিস্টেমটি বিদায় নেয়। নিঃসঙ্গ থিওডোর ও তাঁর এক বন্ধু এক বহুতল ছাদের কিনারে বসে, এভাবেই সিনেমা শেষ হয়। মাত্রাতিরিক্ত এআই ব্যবহার আমাদেরও একা করে প্রতীকী বহুতলের মতো একাকিত্বের খাদের ধারে বসাচ্ছে। অথচ আশপাশেই এমন মানুষ আছেন, যাঁদের সঙ্গে কথা বলা যায়, আশ্রয় চাওয়া যায়। কিন্তু আমরা কি সেই পথটা আদৌ বেছে নেব?

(লেখক সাংবাদিক)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪৯৭

পাশাপাশি : ২। চাঁদ-এর আরেক নাম ৫। তিন তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র ৬। বালক শ্রীকৃষ্ণ ৮। বধির, শ্রীকৃষ্ণ ৯। বাসস্থান, পবিত্র স্থান বা তীর্থক্ষেত্র ১১। আতর রাখার পাত্র ১৩। রামায়ণোক্ত রাক্ষসবিশেষ ১৪। জেলখানার আরেক নাম।

উপর-নীচ : ১। ইংরেজি বছরে একটি মাস ২। বাণ, তির ৩। কাজের চাপ, খাটুনি ৪। কৃপণ ৬। ষোল বছরের বালিকা অথবা গয়না ৭। ন্যায়দর্শনপ্রণেতা ঋষিবিশেষ, গৌতম বুদ্ধ ৮। তাঁবু, পরদা, নৌকার হাল ৯। সুপরিচিত খাদ্যশস্যবিশেষ ১০। যার ছোঁয়া জল পান করতে বাধা নেই ১১। প্রথম, অতি প্রাচীন ১২। সংগীতের ছয়মাত্রার তালবিশেষ ১৩। মৃত্যু, প্রহার, আঘাত, কামদেব।

সমাধান ■ ৪৪৯৬

পাশাপাশি : ১। হাবাগোবা ৩। সুরাহা ৫। অবরেসবরে ৬। লহমা ৭। ঊর্মিলা ৯। পরিসংখ্যান ১২। শ্রীঘর ১৩। লাজবাব।

উপর-নীচ : ১। হালচাল ২। বাসব ৩। সুবাস ৪। হাঘরে ৫। অমা ৭। ঊন ৮। লালস্রাব ৯। পরশ্রী ১০। সঘর ১১। খ্যাপলা।

বিন্দুবিসর্গ

ভিয়েতনামে মৃত ১৫ ভারতীয়র দেহ ফিরল

মুম্বই, ১৪ জুলাই : ভিয়েতনামের ফু কোক দ্বীপের কাছে স্পিডবোট উলটে মৃত ১৫ জন ভারতীয় পর্যটকের দেহ সোমবার গভীর রাতে মুম্বই পৌঁছেছে। দেশে পৌঁছোনোর পর তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ ও কেরল সরকারের সাহায্যে দেহগুলি তাঁদের আত্মীয়দের হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে ১০ জন তামিলনাড়ুর এবং বাকিরা অন্ধ্র ও কেরলের বাসিন্দা। সকলেই একটি মোবাইল প্রস্তুতকারক সংস্থার দেওয়া বিশেষ ট্যুরে ভিয়েতনামে গিয়েছিলেন।

এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার তদন্তে নেমে ভিয়েতনাম পুলিশ স্পিডবোটের চালককে গ্রেপ্তার করেছে। জলপথ পরিবহণ সুরক্ষা

গ্রেপ্তার বোটচালক

বিধি ভাঙার অভিযোগে তাঁকে জেরা করা হচ্ছে। অন্যদিকে, আহত ১৬ জন ভারতীয়কে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। তাঁরা ইতিমধ্যেই ভারতের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। তবে একজন এখনও আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর এই দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী লে মিন হুং এই ট্র্যাজেডির পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'দুর্ঘটনার নেপথ্যে থাকা সমস্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

দেশে ফিরল ভিয়েতনামে মৃত ভারতীয়দের নিথর দেহ। মঙ্গলবার চেন্নাইয়ে।

নিট কাণ্ড, নতুন বিলে ঝড়ের সম্ভাবনা সংসদে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই : আগামী ২০ জুলাই থেকে শুরু হতে চলেছে সংসদের বাদল অধিবেশন, যা চলবে ১৩ আগস্ট পর্যন্ত। অধিবেশন শুরুর আগেই দেশের রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করেছে। একদিকে মোদী সরকার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সংবিধান সংশোধনী ও নির্বাচনী সংস্কার বিল পাস করাতে মরিয়া, অন্যদিকে নিট প্রশ্ন ফাঁস, মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারত্বের মতো ইস্যু তুলে সরকারকে কোণঠাসা করতে তৈরি বিরোধী ইন্ডিয়া জোট। সংসদের কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে, তার জন্য ১৯ জুলাই সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছে কেন্দ্র। সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানিয়েছেন, জাতীয় স্বার্থের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়াই এই অধিবেশনের মূল লক্ষ্য।

এই অধিবেশনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংবিধান সংশোধনী বিল আনতে চলেছে সরকার। এর মধ্যে সবচেয়ে চর্চিত হলো ১৩০তম সংশোধনী বিল। এই প্রস্তাব অনুযায়ী, কোনও প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রী যদি টানা ৩০ দিন বিচারবিভাগীয় হেফাজতে থাকেন, তবে তাঁকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পদ ছাড়তে হবে। পাশাপাশি, সরকার ফের আনতে পারে ১৩১তম সংশোধনী বিল। লোকসভা ও বিধানসভায় ৩৩ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর করতে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সীমানা পুনর্নির্ধারণের (ডিলিমিটেশন) প্রস্তাব রয়েছে এতে। এছাড়া 'এক

দেশ, এক নির্বাচন' প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়া এবং বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের বিলও আসতে পারে।

গত অধিবেশনের পর রাজনৈতিক সমীকরণ অনেকটাই বদলেছে। তৃণমূল এবং শিবসেনার (উদ্ধব গোষ্ঠী) কয়েকজন সাংসদ দল ছাড়ায় এনডিএ জোটের শক্তি বেড়েছে। ফলে সংবিধান সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অনেকটাই কাছে পৌঁছে গেছে সরকার।

তবে সরকারকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তেও নারাজ বিরোধীরা। নিট-ইউজি প্রশ্ন ফাঁস ও পরীক্ষা ব্যবস্থার দুর্নীতি নিয়ে কেন্দ্রের জবাবদিহি চাইবে বিরোধী জোট। একই সাথে মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব ও জ্বালানির দাম বৃদ্ধি নিয়ে সরব হবেন তাঁরা। অযোধ্যার রামমন্দিরে ভক্তদের দানের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তুলে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী মোদীর জবাব দাবি করবেন কংগ্রেস নেতা কে.সি. ভেনুগোপাল। এছাড়া অপারেশন সিঁদুর ইস্যুতে সংসদকে বিভ্রান্ত করার অভিযোগে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের বিরুদ্ধে বিশেষাধিকার ভঙ্গের নোটিস আনার প্রস্তুতি নিচ্ছে কংগ্রেস। সব মিলিয়ে, আসন্ন বাদল অধিবেশনে শাসক-বিরোধী তীব্র সংঘাতের সাক্ষী হতে চলেছে দেশের সংসদ।

সুপ্রিম কোর্ট থেকে ওবিসি মামলা প্রত্যাহার রাজ্য সরকারের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই : পশ্চিমবঙ্গে ওবিসি তালিকাভুক্তি নিয়ে দীর্ঘদিনের আইনি লড়াই থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সরে এল রাজ্য সরকার। কলকাতা হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা আপিল মঙ্গলবার প্রত্যাহার করে নিল রাজ্য। একইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণি কমিশনও তাদের পৃথক আবেদন প্রত্যাহার করেছে। তবে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, এই মামলায় অন্য কোনও পক্ষ চাইলে তাদের আবেদন চালিয়ে যেতে কোনও বাধা নেই।

মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি. মোহানার বেঞ্চে মামলাটি শুনানির জন্য উঠলে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতকে জানান, রাজ্য মন্ত্রিসভা সুপ্রিম কোর্টে করা আপিল প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর পরেই আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করে। পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণি কমিশনের পক্ষেও আইনজীবী কুণাল চট্টোপাধ্যায় কমিশনের পৃথক আপিল প্রত্যাহারের কথা জানান, যা গ্রহণ করে আদালত।

কলকাতা হাইকোর্টের রায় কার্যকর করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার বিধানসভায় দুটি নতুন বিল পাশ করিয়ে ওবিসি সংরক্ষণের নতুন আইনি কাঠামো তৈরি করেছে। নতুন ব্যবস্থায় ২০১০ সালের আগে হওয়া সমীক্ষার ভিত্তিতে স্বীকৃত ৬৬টি সম্প্রদায়কেই ওবিসি তালিকায় রাখা হয়েছে। ফলে আগে অন্তর্ভুক্ত থাকা মোট ৭৭টি সম্প্রদায় যার মধ্যে ৭৫টি মুসলিম সম্প্রদায় তা আর ওবিসি তালিকায় নেই।

উল্লেখ্য, ধর্মের ভিত্তিতে মুসলিম সম্প্রদায়গুলিকে ওবিসি তালিকাভুক্ত করে সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। সেই যুক্তিতেই কলকাতা হাইকোর্ট পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের শেষ পর্যায় থেকে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের শুরুর দিকে মোট ৭৭টি সম্প্রদায়কে ওবিসি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেয়। সেই রায়ের বিরুদ্ধে গত দু'বছর ধরে সুপ্রিম কোর্টে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল তৎকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার।

রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর নতুন বিজেপি সরকার আসতেই জানিয়েছিল যে, তারা এই আপিল আর এগিয়ে নিয়ে যাবে না এবং সুপ্রিম কোর্ট থেকে মামলা প্রত্যাহার করবে। মঙ্গলবার সেই সিদ্ধান্তই আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হল।

স্বীকৃতির অপেক্ষায় সুদীপ-কাকলিরা

রবিবার মোদির সঙ্গে সাক্ষাতের সম্ভাবনা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই : সংসদের বাদল অধিবেশন শুরু হতে বাকি আর মাত্র কয়েক দিন। অথচ এখনও পর্যন্ত লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার থেকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেলেন না তৃণমূল কংগ্রেস থেকে এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়া ২০ জন বিদ্রোহী সাংসদ। লোকসভার সচিবালয় সূত্রে খবর, স্পিকারের দপ্তর এখনও নতুন দল হিসেবে এনসিপিআইকে স্বীকৃতি দেয়নি। এমনকি এই প্রক্রিয়া শুরুর ব্যাপারে এখনও স্পিকারের তরফে কোনও নির্দেশ জারি হয়নি। শুধু তাই নয়, লোকসভায় নতুন দলের আসন কোথায় হবে, কোন সারিতে বসবেন তাঁদের সাংসদরা কিংবা কী হবে আসন বিন্যাস সেই সংক্রান্ত কোনও সিদ্ধান্তও এখনও নেওয়া হয়নি বলে জানা গিয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে ১৯ জুলাই কেন্দ্রের ডাকা সর্বদলীয় বৈঠকে এনসিপিআইয়ের উপস্থিতি নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। দলের সম্ভাব্য মুখ্যসচেতক কাকলি ঘোষ দস্তিদার বলেন, 'এখনও পর্যন্ত স্পিকারের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে দল হিসেবে স্বীকৃতি পাইনি। তাই এই মুহূর্তে কীভাবে বলব যে আমরা সর্বদলীয় বৈঠকে অংশ নিতে পারব? দল হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পরই আমাদের বৈঠকে ডাকা হবে, তারপরই সেখানে উপস্থিত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।'

> **এখনও পর্যন্ত স্পিকারের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে দল হিসেবে স্বীকৃতি পাইনি। তাই এই মুহূর্তে কীভাবে বলব যে আমরা সর্বদলীয় বৈঠকে অংশ নিতে পারব?**
>
> **-কাকলি ঘোষদস্তিদার**

তবে স্বীকৃতি পেতে বিলম্ব হলেও এনসিপিআই শিবিরে প্রস্তুতিতে কোনও খামতি রাখা হচ্ছে না। দলীয় সূত্রে খবর, সব কিছু পরিকল্পনামাফিক এগোলে লোকসভায় এনসিপিআইয়ের দলনেতা হতে পারেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যসচেতক হিসেবে কাকলি ঘোষ দস্তিদারের এবং উপদলনেতা হিসেবে শতাব্দী রায়ের নাম প্রায় চূড়ান্ত।

এদিকে এনডিএ-তে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেওয়ার আগে ১৯ জুলাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সময় চেয়েছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। এনসিপিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৯ জুলাই সর্বদলীয় বৈঠক শেষ হওয়ার পর লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা এনসিপিআইয়ের সাংসদদের নিয়ে আলাদা বৈঠক করতে পারেন। সেই বৈঠকেই নতুন দলের স্বীকৃতি, সংসদীয় মর্যাদা এবং লোকসভায় আসন বিন্যাসের বিষয়টি চূড়ান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, যদি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এনসিপিআইয়ের লোকসভার দলনেতা হন, তাহলে তাঁর ফের প্রথম সারিতে বসার সম্ভাবনা অত্যন্ত জোরালো। এদিকে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই তাঁর সঙ্গে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার বৈঠক হয়েছে। তাঁর দাবি, 'সংসদে আমাদের সাংগঠনিক ও সংসদীয় অধিকার নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। স্পিকার এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে।'

ভক্তিভরে... মঙ্গল অমাবস্যায় প্রয়াগরাজে, মঙ্গলবার।

মহাকাশে ইতিহাস অনিলের

বৈকানুর, ১৪ জুলাই : সুনীতা উইলিয়ামসের পর ফের মহাকাশে জ্বলজ্বল করছে ভারতের নাম। ১৪ জুলাই, মঙ্গলবার রাতে ইতিহাস গড়ে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের উদ্দেশে পাড়ি দিলেন আরও এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত নভশ্চর অনিল মেনন।

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'নাসা'র এই বিজ্ঞানী টানা আট মাস মহাকাশে কাটাবেন। অনিলের পারিবারিক শিকড় কেরলে হওয়ায় এই মিশন ঘিরে ভারতজুড়ে, বিশেষ করে কেরলে প্রবল উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে। কাজাখস্তানের ঐতিহাসিক বৈকানুর কসমোড্রোম থেকে

রাশিয়ার 'সয়ুজ এমএস-২৯' মহাকাশযানে চেপে রওনা হয়েছেন তিনি।

আমেরিকার মিনেসোটায় জন্ম নেওয়া অনিল একাধারে চিকিৎসক, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ও প্রশিক্ষিত নভশ্চর। বর্তমান মিশনে তিনি ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন। উৎক্ষেপণের মাত্র তিন ঘণ্টা পর রাশিয়ার অভিজ্ঞ নভশ্চর পিওতর দুব্রভ এবং আন্না কিকিনার সাথে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছাবেন তিনি। দুই রুশ বিজ্ঞানীর এটি দ্বিতীয় যাত্রা হলেও, অনিল মেননের ক্ষেত্রে এটিই প্রথম রোমাঞ্চকর মহাকাশ অভিযান।

ভোজশালা লাগোয়া জায়গায় নমাজে সুপ্রিম ছাড়পত্র

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই : মধ্যপ্রদেশের বিতর্কিত ভোজশালায় নমাজ পাঠের অধিকার নিয়ে বড় পদক্ষেপ করল সুপ্রিম কোর্ট। মূল চত্বরে প্রার্থনা বন্ধ থাকলেও সংলগ্ন খোলা জায়গায় শুক্রবারের নমাজ পাঠে সবুজ সংকেত দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের 'ভোজশালা মন্দির' সংক্রান্ত রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মুসলিম পক্ষ সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চ জানায়, চূড়ান্ত রায় না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান বন্দোবস্ত হবে 'অ্যাড-হক' বা অস্থায়ী। তবে প্রতি শুক্রবার দুপুর ১টা থেকে ৩টে পর্যন্ত ভোজশালা সংলগ্ন খোলা জায়গায় মুসলিম সমাজকে নমাজ পাঠের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য মধ্যপ্রদেশ সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিষয়টি অত্যন্ত 'স্পর্শকাতর' উল্লেখ করে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, 'আদালতে যা বলা হচ্ছে তা থেকে অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক তৈরি হতে পারে। তাই আমাদের প্রতিটি শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।' আদালত সাফ জানিয়েছে, মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (এএসআই) আদালতের অনুমতি ছাড়া ওই কাঠামোর কোনও রকম পরিবর্তন করতে পারবে না।

এর আগে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট ভোজশালা চত্বরকে 'দেবী সরস্বতীর মন্দির' ঘোষণা করে ২০০৩ সালের এএসআই-এর নির্দেশিকা বাতিল করেছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির আশ্বাস দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

সেনা কনভয়ে বিস্ফোরণ, শহিদ ১ জওয়ান

কোহিমা, ১৪ জুলাই : মণিপুরের পর এবার নাগাল্যান্ড। চুমোকেডিমা জেলার সুখোভিতে সেনা কনভয়ে সন্দেহজনক আইইডি বিস্ফোরণে এক জওয়ান শহিদ হয়েছেন। আহত হয়েছেন চারজন জওয়ান।

গত সপ্তাহে মণিপুরে অসম রাইফেলসের কনভয়ে হামলা হয়েছিল। ঠিক এক সপ্তাহের মাথায় প্রতিবেশী নাগাল্যান্ড ও অসম রাইফেলসের কনভয়ে বিস্ফোরণের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অসম রাইফেলসের তরফে জানা গিয়েছে, জওয়ানদের একটি দল ডিমাপুরে থাকা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের একটি অংশ থেকে সুখোভির অন্য অংশে যাওয়ার সময় অতর্কিতে এই বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটি একটি আইইডি বিস্ফোরণ বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। অপরাধীদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে সেনা ও পুলিশের যৌথ বাহিনী। এই হামলার তীব্র নিন্দা করে নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও জানিয়েছেন, এই হামলা কাপুরুষোচিত কাজ। সভ্য সমাজে এর কোনও স্থান নেই। মণিপুর-নাগাল্যান্ডে সেনা কনভয়ে পরপর হামলায় পুরো উত্তর পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

সহস্রাধিক বাংলাদেশিকে পুশব্যাক

গুয়াহাটি, ১৪ জুলাই : অসম সরকার গত দুবছরে ১৬০০-রও বেশি বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীকে ফেরত পাঠিয়েছে। পুশব্যাক নিয়ে সোমবার বিধানসভায় আনুষ্ঠানিক পরিসংখ্যান দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা সোমবার জানান, বাংলাদেশীদের ফেরৎ পাথানোর সময় তাঁদের মানবাধিকার যাতে লঙ্ঘিত না হয়, সেদিকে কড়া দৃষ্টি রেখেছে অসম সরকার। যাঁদের মামলা আদালাতে বিচারাধীন তাঁদের ফেরত পাঠানো হয়নি। পুশব্যাক শুরু হয় ২০২৪-র ১ জুলাই। চলতি বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত তা চলেছে। মোট ১,৬৭৯ জন অনুপ্রবেশকারীকে পুশব্যাক করা হয়েছে। গতকাল অন্য একটি প্রশ্নের উত্তরে হিমন্ত জানিয়েছেন, বর্তমানে তাঁর রাজ্যে সন্দেহজনক বা ডি-ভোটারের সংখ্যা ৯১,৩৮৫। সবচেয়ে বেশি ডি-ভোটার রয়েছেন শোণিতপুরে। সংখ্যাটা হল ১৩,৭১৯।

হাজার হেক্টরের বেশি জমি অন্যের কবজায়

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই : তথ্যের অধিকার আইনে চাঞ্চল্যকর তথ্য। গত পাঁচ বছরে দেশে রেলের জমি জবরদখল বেড়েছে প্রায় ৩২ শতাংশ। বর্তমানে ১,০৬৮ হেক্টরেরও বেশি জমি দখলদারদের কবজায় থাকায় কপালে ভাঁজ রেল কর্তৃপক্ষের।

আরটিআই-এর জবাবে রেল বোর্ডের দেওয়া পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, ২০২০-'২১ সালে দখল হওয়া জমির পরিমাণ ছিল ৮১০.৩১ হেক্টর। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের শেষে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,০৬৮.৫৪ হেক্টরে। এই বিপুল পরিমাণ বেহাত হওয়া জমি আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি ক্রিকেট স্টেডিয়ামের মতো প্রায় ৪২টি স্টেডিয়ামের

রেলের জমিতে দখলদারি

আয়তনের সমান।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৩-'২৪ সালে জবরদখলের হার সবথেকে বেশি ছিল। ওই এক বছরেই নতুন করে প্রায় ২৬৮ হেক্টর জমি দখল হয়ে যায়। তবে জমি দখলের গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী হলেও তা পুনরুদ্ধারের কাজ চলছে ঢিমে তালে। গত পাঁচ বছরে মাত্র ৯৮.০২ হেক্টর জমি দখলমুক্ত করতে পেরেছে রেল।

রেল বোর্ড জানিয়েছে, তারা কেবল গত পাঁচ বছরেরই তথ্য সংরক্ষণ করে, তাই দীর্ঘমেয়াদি পরিসংখ্যান দেওয়া সম্ভব নয়। বর্তমানে রেলের মোট ৪.৯৯ লক্ষ হেক্টর জমির মধ্যে প্রায় ০.২১ শতাংশ এখন বেআইনি দখলে। এই জমি পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করার পরিকল্পনা থাকলেও আইনি ও প্রশাসনিক জটিলতায় তা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হরমুজে হামলায় ভারতীয়র মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই : হরমুজ প্রণালীতে বাণিজ্যিক জাহাজে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় এক ভারতীয় নাবিকের মৃত্যু ও বেশ কয়েকজন আহত হওয়ার ঘটনায় ইরানের বিরুদ্ধে কঠোর কূটনৈতিক প্রতিবাদ জানাল দিল্লি। মঙ্গলবার ভারতের বিদেশমন্ত্রক এদেশে নিযুক্ত ইরানি দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অফ মিশনকে তলব করে এই হামলার বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দিয়েছে।

বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সংযুক্ত আরব আমিরশাহির পতাকাবাহী 'এমটি আল বাহিয়া' এবং 'এমটি মোমবাসা' নামের দুটি জাহাজে ইরান হামলা চালিয়েছে। দুটি জাহাজে মোট ৪৬ জন নাবিকের মধ্যে ৩০ জনই ছিলেন ভারতীয়। হামলায় 'এমটি আল বাহিয়া'র এক ভারতীয় নাবিকের মৃত্যু হয়েছে এবং একজন আহত হয়েছেন। অন্যদিকে, 'এমটি মোমবাসা'র ৯ জন ভারতীয় কর্মী আহত হয়েছেন, যাঁদের মধ্যে দু-জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বিদেশমন্ত্রক নিহত নাবিকের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছে। ইউএই-তে থাকা ভারতীয় মিশন স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ক্ষতিগ্রস্তদের সবরকম সহায়তা দিচ্ছে।

এই বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বিদেশমন্ত্রক বলেছে, 'আন্তর্জাতিক জলসীমায় বাণিজ্যিক জাহাজ ও বেসামরিক পরিকাঠামোকে নিশানা করা বন্ধ করতে হবে।' একইসঙ্গে পশ্চিম এশিয়ায় নতুন করে তৈরি

ইরানকে কড়া বার্তা দিল্লির

হওয়া যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভারত। বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, 'আঞ্চলিক শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার স্বার্থে হিংসা বন্ধ করে দ্রুত আলোচনার টেবিলে ফিরে আসা উচিত, যাতে আন্তর্জাতিক আইন মেনে অবাধ ও নিরাপদ নৌবাণিজ্য চালু করা সম্ভব হয়।' ২৮ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে হরমুজ প্রণালীতে মার্কিন ও ইরানি হামলায় এ পর্যন্ত অন্তত ৯ জন ভারতীয় নাবিক প্রাণ হারিয়েছেন।

কোটিপতি পিকে

পাটনা, ১৪ জুলাই : নরেন্দ্র মোদি থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর বা পিকের পরামর্শে শাসকের কুর্সিতে বসেছেন অনেকেই। সেই পরামর্শের বিনিময়ে তিনি কত টাকা নিতেন সেই নিয়ে চর্চা বহুদিনের। এরইমধ্যে বাঁকিপুর বিধানসভা উপনির্বাচনে জন সুরজ পার্টির সুপ্রিমো পিকে যে হলফনামা জমা দিয়েছেন তাতে তাঁর কাছে ৯৬ কোটি টাকার সম্পত্তি রয়েছেন বলে লেখা আছে। তাঁর স্ত্রী জাহ্নবী দাসের স্থাবর-অস্থাবর মিলিয়ে ১০১.৯৩ কোটি টাকার সম্পত্তি রয়েছে।

সু কি কোথায়

ইয়াঙ্গন, ১৪ জুলাই : নোবেল শান্তিজয়ী মায়ানমারের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেত্রী আঙ সান সু কি কোথায় আছেন, তা নিয়ে রহস্য বাড়ছে। ২০২২ সাল থেকে তাঁকে আর দেখা যায়নি। সই বছর সামরিক অভ্যুত্থানের পর সু কিকে বন্দি করে জুন্টা সরকার। চলতি বছরের গোড়ার দিকে তাঁকে গৃহবন্দি করা হয়। ৮১ বছরের নেত্রী বেঁচে আছেন কিনা, তার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ দাবি করেছেন তাঁর পরিবার, কূটনীতিক ও আঞ্চলিক নেতারা। সু কির ছোট ছেলে কিম অ্যারিস লন্ডনে থাকেন। তিনি মাকে দেখার জন্য উদগ্রিব। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মায়ানমার সরকাররে ওপর চাপ দিয়ে সুকিকে যাতে দেখতে দেওয়া হয় তিনি সেই তৎপরতা চালাচ্ছেন। রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ দূত জুলি বিশপ সু কির সঙ্গে বৈঠক করতে চেয়ে মে মাসে জুন্টা সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কোনও লাভ হয়নি। আসিয়ান দেশগুলির বিদেশমন্ত্রীরাও সু কি সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ।

সীমান্তে বেড়া দেখলেন বিএসএফ কর্তা

নবনীতা মণ্ডল

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সুন্দরবন বদ্বীপ ও সংলগ্ন উপকূল এলাকায় সীমান্ত নিরাপত্তা, জওয়ানদের প্রস্তুতি এবং বেড়া নির্মাণ প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখলেন বিএসএফ-এর ডিজি প্রবীণ কুমার। মঙ্গলবার ৪ দিনের সফরের

সুন্দরবনের উপকূলে সফর

শেষদিনে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে সীমান্তে নজরদারি আরও কঠোর করতে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধির ওপর জোর দেন তিনি। বিএসএফ সূত্রে খবর, সুন্দরবনের বদ্বীপ অঞ্চল ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের অন্যতম সংবেদনশীল এলাকা। স্থানীয় বাসিন্দা এবং ওই এলাকায় কর্মরত সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গেও কথা বলেছেন প্রবীণ কুমার।

ভারত-বাংলাদেশের ৪,০৯৭ কিলোমিটার দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমান্তের মধ্যে ২,২১৭ কিলোমিটার পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে রয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, দেওয়া সম্ভব হলেও বাকি ১১৩ কিলোমিটার ভৌগোলিক ও অন্যান্য কারণে বেড়া নির্মাণের উপযুক্ত নয়। ওইসব এলাকায় নজরদারিই ভারসা।

এখনও পর্যন্ত মোট ১৭২.৬ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকায় বেড়া মুর্শিদাবাদে সবচেয়ে বেশি ৩৩৭ একর জমি হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়া উত্তর ২৪ পরগনায় ২৪১.০৩ একর, কোচবিহারে ১৩৫.৩৩ একর এবং মালদায় ১৭৬.৭৮ একর জমি বিএসএফ-কে দেওয়া

সুন্দরবন সীমান্ত এলাকা ঘুরে দেখছেন বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে ডিজি। মঙ্গলবার।

পশ্চিমবঙ্গে এখনও ৫৬৯ কিলোমিটার সীমান্তে বেড়া নির্মাণ হয়নি। এর মধ্যে ৪৫৬ কিলোমিটার এলাকায় বেড়া দেওয়ার জন্য ১,০২৪.৭৫ একর জমি আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে। জেলাওয়াড়ি হিসাব বলছে, হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে নদিয়া, দুই দিনাজপুর, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলাও।

'বিশ্বসেরা আইনজীবী আনুন'

ঢাকা, ১৪ জুলাই : ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশে ফেরার জন্য 'স্বাগত' জানালেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান। তাঁর খোঁচা, 'শেখ হাসিনা চাইলে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে আসতে পারেন। তবে বাংলাদেশের মানুষ চায়, হাসিনার মৃত্যুদণ্ড বহাল থাকুক এবং তা কার্যকর হোক।' একইসঙ্গে অবশ্য তারেকের উপদেষ্টা এও জানিয়েছেন, আদালতে যদি শেখ হাসিনা নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারেন এবং আদালত অন্য কোনও রায় দেয়, সরকার সেটাও মেনে নেবে।

২০২৪ সালের অগাস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর ভারতে আশ্রয় নেওয়া শেখ হাসিনা সম্প্রতি বাংলাদেশে ফেরার ইচ্ছা প্রকাশ করার করেন। তারপর থেকেই রাজনৈতিক মহলে শোরগোল শুরু হয়েছে। ২০২৫ সালের নভেম্বরে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল মানবতাবিরোধী

হাসিনাকে খোঁচা তারেক উপদেষ্টার

অপরাধের দায়ে হাসিনাকে দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসির সাজা দিয়েছিল। তিনি দেশে ফিরলে সরকার কী পদক্ষেপ নেবে, জাহেদের এদিনের মন্তব্যে তা স্পষ্ট।

জাহেদ আশ্বাস দিয়েছেন যে, হাসিনার বিচারপ্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রাখা হবে। মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল আইন আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে সংস্কার করা হয়েছে এবং পুরো বিচারপ্রক্রিয়ার ভিডিও রেকর্ডিং করা হবে। জামায়াতে ইসলামির মতো দলগুলোর কাছ থেকে চাপ আসার সম্ভাবনা থাকলেও তারেক সরকার যে কোনও চাপের কাছে মাথা নত করবে না, তা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে।

হাসিনার প্রত্যর্পণ নিয়ে ভারতের অবস্থান অপরিবর্তিত রয়েছে বলে জানিয়েছেন সে দেশের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। তিনি স্পষ্ট করেন যে, প্রত্যর্পণ একটি আইনি প্রক্রিয়া এবং আইন অনুসারেই এর নিষ্পত্তি হবে।

পৃথিবীর পাঠশালা

ভাড়ায় পাওয়া আনারস

আঠারো শতকের ইংল্যান্ডে আনারস ছিল এক চরম আভিজাত্যের প্রতীক। এগুলো এতই দামি ছিল যে মানুষ এগুলো খাওয়ার জন্য নয়, বরং নিজের সামাজিক মর্যাদা বাড়ানোর জন্য কিনত। কোনও বড় পার্টিতে গেলে মানুষ টাকা দিয়ে ভাড়া করে একটি আনারস নিয়ে যেত এবং তাকে টেবিলের মাঝখানে সাজিয়ে রাখত, যাতে সবাই দেখে চমকে যায়। পার্টি শেষ হলে সেই আনারস আবার দোকানে ফেরত দেওয়া হত। ফল দিয়ে এমন আভিজাত্য দেখানোর প্রথা ইতিহাসে বিরল।

পায়রার বুকে ক্যামেরা

বিশ শতাব্দীর শুরুতে যখন ড্রোন বা আধুনিক বিমানের চল ছিল না, তখন জার্মানির এক ব্যক্তি ওপর থেকে ছবি তোলার জন্য এক অদ্ভুত উপায় বের করেন। তিনি ছোট ছোট ক্যামেরার সঙ্গে টাইমার লাগিয়ে পায়রাদের বুকে বেঁধে আকাশে উড়িয়ে দিতেন। পায়রাগুলো উড়তে উড়তে শহরের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় ক্যামেরা নিজে থেকেই ছবি তুলে নিত। যুদ্ধের সময় গুপ্তচরবৃত্তির কাজে এই পায়রা ফোটোগ্রাফি অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছিল।

ব্যাঙের ভয়ংকর বিস্ফোরণ

দুই হাজার পাঁচ সালে জার্মানির হামবুর্গ শহরে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। সেখানকার একটি হ্রদের আশপাশে থাকা প্রায় হাজার হাজার ব্যাঙ হঠাৎ করেই ফুলে ফেটে যেতে শুরু করে। ফেটে যাওয়ার পর তাদের ভেতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চারদিকে ছিটকে পড়ত। তদন্ত করে জানা যায়, কাকেরা ব্যাঙের চামড়া ফুঁড়ে তাদের লিভার বা যকৃৎ খেয়ে নিত। লিভার না থাকায় ব্যাঙের শরীর ফুলে উঠত এবং ফুসফুসের চাপে আকস্মিক অর্থেই ফেটে যেত।

বরফের ওপর শ্যাওলা

আইসল্যান্ড এবং আলাস্কার হিমবাহের ওপর ছোট ছোট সবুজ রঙের শ্যাওলার বল দেখা যায়, যেগুলোকে গ্লেসিয়ার মাইস বা বরফের ইঁদুর বলা হয়। এগুলো আসলে একটা জীবন্ত বলের মতো। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, এই শ্যাওলার বলগুলো বরফের ওপর দলবেঁধে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। বাতাস বা গড়িয়ে পড়ার কোনও প্রমাণ ছাড়াই এরা কীভাবে একসঙ্গে একই দিকে সরে যায়, তা বিজ্ঞানীদের কাছে এক বড় রহস্য।

ভিলেন আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা

চায়ের মরশুমে ধন্দ

শুভজিৎ দত্ত

■ ফার্স্ট ফ্লাশ, সেকেন্ড ফ্লাশ, রেইন ফ্লাশ, অটাম ফ্লাশ থেকে শুরু করে বাগানে পাতা তোলা বন্ধ রাখার সময় নিয়েও ঘোর ধন্দে পরিচালকরা

■ ২০২৫ সাল থেকে তো টি বোর্ড শীতের শুখা মরশুমে উৎপাদনে বিরতি টানা বা ফের পাতা তোলার সিদ্ধান্ত বাগানগুলির ওপরই ছেড়ে দিয়েছে

■ আবহাওয়ার চরমভাবাপন্ন চেহারায় তৈরি চায়ের গুণগত মানও ক্রমশ খারাপ হচ্ছে

নাগরাকাটা, ১৪ জুলাই : কখনও অনাবৃষ্টি আর চড়া রোদ পুড়িয়ে দিচ্ছে। কখনও টানা বৃষ্টি ভাসিয়ে দিচ্ছে হেক্টরের পর হেক্টর জমি। এমন পরিস্থিতি হচ্ছে যে বর্ষাকালেও ব্যবহার করতে হচ্ছে কৃত্রিম সেচ। জলবায়ুর আমূল পরিবর্তনে বদলে গিয়েছে উত্তরবঙ্গের চায়ের মরশুম। ফার্স্ট ফ্লাশ, সেকেন্ড ফ্লাশ, রেইন ফ্লাশ, অটাম ফ্লাশ থেকে শুরু করে বাগানে পাতা তোলা বন্ধ রাখার সময় নিয়েও ঘোর ধন্দে পরিচালকরা। ২০২৫ সাল থেকে তো টি বোর্ড শীতের শুখা মরশুমে উৎপাদনে বিরতি টানা বা ফের পাতা তোলার সিদ্ধান্ত বাগানগুলির ওপরই ছেড়ে দিয়েছে। এই পরিস্থিতির ধাক্কা এসে পড়েছে ডুয়ার্সের চায়ের গুণগত মানেও।

উত্তরবঙ্গ ও সংলগ্ন এলাকার আবহাওয়া যে ক্রমশ বদলাচ্ছে তা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের গত বছরের একটি তথ্যেই পরিষ্কার। বেশ কয়েক বছরের পরিসংখ্যান ঘেঁটে দেখা গিয়েছিল গোটা দেশের মধ্যে সিকিম সহ সংলগ্ন এলাকায় সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা সবচেয়ে বেড়েছে। ওই পরিমাণ ছিল ০.০৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। টি রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন (টিআরএ) নাগরাকাটা কেন্দ্রের এক চা বিজ্ঞানী বলেন, 'সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রাতেরবেলায় রেকর্ড করা হয়। যদি সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও বাড়ার পাশাপাশি আর্দ্রতা কম থাকে তবে তা চা গাছের জন্য ভালো নয়। গত কয়েক বছরে কিন্তু এমন পরিবেশ তৈরি হতে দেখা গিয়েছে।'

আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণে খুব একটা হেরফের না হলেও একলপ্তে অনেক বেশি বৃষ্টি বা টরেনশিয়াল রেইন-এর প্রবণতা এখন অনেক বেড়ে গিয়েছে। এর ফলে জল ভূগর্ভে প্রবেশ না করে ভূপৃষ্ঠ দিয়ে প্রবল বেগে বইতে শুরু করে। পাহাড় ও লাগোয়া ডুয়ার্স-তরাইয়ের ঢেউ খেলানো চা বাগানের মাটি এতে দিনের পর দিন আলগা হচ্ছে। প্রকারান্তরে নষ্ট হচ্ছে চা গাছের জীবনীশক্তি। সবচেয়ে বেশি উদ্বেগের কারণ হয়েছে চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া। বৃষ্টি হলে প্রবল এবং খরা পরিস্থিতি শুরু হলে সেটাও একটানা। এল নিনোর প্রভাবে বৃষ্টির স্বল্পতা আবার ডেকে আনছে উল্লম্ব মেঘ তৈরি হয়ে মুহুর্মুহু বজ্রপাতের ঘটনা।

টিআরএ-র অবসরপ্রাপ্ত চা বিজ্ঞানী ডঃ সৌমেন বৈশ্য বলছেন, 'পরিস্থিতি অনুকূলে নেই। তবে এর মোকাবিলা করতে হলে মাটির স্বাস্থ্য ঠিক রাখা, চা গাছের মধ্যে থাকা ছায়াগাছ ও বাগানের প্রান্তের পশ্চিম ধারবরাবর বাতাস প্রতিরোধী বৃক্ষ আরও বেশি করে রোপণ, সেচের ব্যবস্থা, পোকা দমনে সঠিক রাসায়নিক নির্বাচনে সতর্ক থাকতে হবে। এইসব পরিকল্পনা আগে থেকে তৈরি করে এগোনো অত্যন্ত প্রয়োজন।'

বাগানগুলির নিজস্ব কাজের ধারাতেও জোর ধাক্কা লেগেছে। যারা এই নিউ নর্মাল-এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেদের খোলনলচে বদলে উপযোগী হতে পারছে, টিকে থাকছে তারাই। বাকিরা ধীরে ধীরে রুগ্ন হয়ে পড়ছে। আবহাওয়ার এই চরমভাবাপন্ন চেহারায় তৈরি চায়ের গুণগত মানও ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। নিলাম মূল্য হয় একই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে থাকছে, নয়তো কমছে।

চা মহল জানাচ্ছে, একসময় ডুয়ার্স-তরাই বা পাহাড়ে নয় মাস বৃষ্টি হত। এখন তা কমে পাঁচ মাসে দাঁড়িয়েছে। সেটাও সমভাবে বণ্টিত নয়। চলতি বছরে দেখা গিয়েছে মার্চ-এপ্রিল মাসেও বর্ষাকালের মতো ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। রোদের দেখা মেলেনি। মে-জুনের পরিস্থিতিও মোটের ওপর একই। ফলে নতুন পাতা যেমন পাওয়ার কথা তা পাওয়া যাচ্ছে না। অন্যদিকে, শীতে যতটা ঠান্ডা পড়ার কথা তাও হচ্ছে না। ফলে ডিসেম্বরেও বাগানে সবুজ পাতার সমাহার। টি বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী গত বছর ডিসেম্বরে ডুয়ার্স ও তরাইয়ে উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ১৮.৭০ ও ২০.৯৭ মিলিয়ন কিলোগ্রাম। অসময়ের ওই উৎপাদনের জন্য বাগানগুলিকে শুখা মরশুমের সংজ্ঞা বদল করতে হয়েছে।

চা মহল জানাচ্ছে, ট্র্যাডিশন অনুযায়ী জানুয়ারির কনকনে ঠান্ডা বাদ দিয়ে বছরের মোট উৎপাদনের মধ্যে ফেব্রুয়ারিতে ১ শতাংশ, মার্চে ৭ শতাংশ, এপ্রিলে ৪ শতাংশ, মে-তে ৮-৯ শতাংশ, জুনে ১০ শতাংশ, জুলাইয়ে ১১ শতাংশ, অগাস্টে ১৩ শতাংশ, সেপ্টেম্বরে ১৪ শতাংশ, অক্টোবরে ১৫ শতাংশ, নভেম্বরে ১০ শতাংশ ও ডিসেম্বরে ৬ শতাংশ মেলার কথা। এখন সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে। কখন ফার্স্ট ফ্লাশ আর কখন সেকেন্ড ফ্লাশ বা রেইন বা অটাম ফ্লাশ আসছে, তা বুঝে উঠতে পারছেন না অভিজ্ঞ বাগান পরিচালকরাও। ডুয়ার্সের কূর্তি বাগানের সিনিয়ার ম্যানেজার রাজেশ রুংটা বলেন, 'এখন আর ওই হিসেব খাটে না। নীরবে চা শিল্পে একটা বড়সড়ো পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে।'

মাল নদী চা বাগানের ম্যানেজার রাজা চক্রবর্তীর কথায়, 'জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে চা গাছে এখন ব্যাকটিরিয়াল ব্লাইট, ফিউসেরিয়াম ডাইব্যাক, গ্রে ব্লাইট, ব্রাউন ব্লাইট, রেড রাস্টের মতো ব্যাকটিরিয়া, ছত্রাকঘটিত নানা ধরনের নিত্যনতুন রোগ দেখা দিচ্ছে। এটা আগে দেখা যেত না।'

শুধু সেট গার্ডেন বা বড় বাগান নয়, ছোট বাগানগুলোও আবহাওয়ার এই পরিবর্তনের শিকার। জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলছেন, 'যখন গরম দরকার তখন ঠান্ডা। আর যখন ঠান্ডা দরকার তখন গরম। বৃষ্টি হলে তা প্রবল। আর না হলে একেবারেই নেই। চাষের প্রকৃতিই পুরো বদলে গিয়েছে। প্রতিটি ফ্লাশ পিছিয়ে গিয়ে একটা আরেকটার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। এখন আর চায়ে সেই সুগন্ধও মেলে না। সব মোকাবিলা করে টিকে থাকাই দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

পিকুতে উদয়নের চিকিৎসায় বিতর্ক

দিনহাটা, ১৪ জুলাই : তিনি দুটি বহুচর্চিত দুর্নীতি মামলার প্রধান আসামি। প্রাক্তন মন্ত্রী হওয়ার দরুন প্রভাবশালীও বটে। মামলা দুটি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে তদন্তকারীরা বারবার তাঁকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন।

এরকম একজন আসামির আবদার মেনে তাঁকে পুলিশ সেলের বদলে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় হাসপাতালের শিশুবিভাগে রেখে বিতর্কে জড়াল পুলিশ। প্রভাবশালী সেই আসামি উদয়ন গুহ। সোমবার ছিল দিনহাটা পুরসভার আবাস দুর্নীতি মামলার শুনানি। কিন্তু উদয়নের অসুস্থতার কারণে তা পিছিয়ে মঙ্গলবার করা হয়। সোমবার রাতেই বালুরঘাট জেল থেকে দিনহাটায় নিয়ে আসা হয় প্রাক্তন মন্ত্রীকে। পুলিশের বক্তব্য, অসুস্থতা বোধ করায় সেসময় উদয়নকে নিয়ে যাওয়া হয় দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে। সেখানে পুলিশ সেলেই রাখার কথা তাঁকে। সূত্রের খবর, পুলিশ সেলে থাকতে রাজি হননি প্রাক্তন মন্ত্রী। তাই আসামির আবদার মেনে শেষপর্যন্ত পেডিয়াট্রিক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট অর্থাৎ পিকু'র শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বিভাগে বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয় উদয়নের জন্য। সেখানেই রাত কাটান তিনি।

বিতর্কের মাঝেই এদিন পিকু থেকে বের করে সোজা উদয়নকে আদালতে তোলা হয়। সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় বর্মন জানিয়েছেন, শুনানি শেষে বিচারক প্রাক্তন মন্ত্রীকে পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। মঙ্গলবার নতুন করে আরও একটি মামলায় তাঁকে যুক্ত করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, বেলা গুহ দুঃস্থ মহিলা ও শিশুকল্যাণ সমিতির নামে টাকা তোলার অভিযোগ এনে দিনহাটার বাসিন্দা রণজিৎ রায় নামে এক ব্যক্তি থানায় অভিযোগ করেন। সেই মামলাতেই তাঁকে যুক্ত করা হয়। আবাস, ভুয়ো বিল্ডিং প্ল্যান পাশ, শিশুমঙ্গল সমিতি দুর্নীতি কাণ্ডের পর নতুন করে আরেকটি মামলা যুক্ত হওয়ায় উদয়নের বিপদ আরও বাড়ল বলেই মনে করছেন আইনজীবীরা।

নজির রেলের

নাগরাকাটা, ১৪ জুলাই : এক মাসে ডুয়ার্সের জঙ্গল চেরা রেলপথে ৫০ বারেরও বেশি বুনোদের রক্ষা করে নজির গড়ল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশন। বেশিরভাগ রেললাইনে উঠে পড়া কিংবা পাশে দাঁড়িয়ে থাকা হাতির জীবনরক্ষার ঘটনা ঘটেছে। এর বাইরে রয়েছে হরিণ, বাইসনের মতো ছোট অন্য বুনোদের রক্ষার ঘটনাও। শেষ ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার গভীর রাতে ক্যারন ও বানারহাট স্টেশনের মাঝে।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, রাত ৩টে ৪০ মিনিটে ক্যারন ও বানারহাটের মাঝে ৮৪/৮ কিলোমিটার পিলারের কাছে কোনও রেক ছাড়াই একটি ইঞ্জিনের লোকোপাইলট রাজীব রায় এবং সহকারী লোকোপাইলট ডিজে সরকার লাইনের ধারে একটি বিশাল হাতিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পান। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ইঞ্জিনের গতি কমিয়ে ট্রেন থামিয়ে দেন। প্রায় ১৫ মিনিট সেখানেই অপেক্ষা করার পর হাতিটি নিরাপদে জঙ্গলে ফিরে যাওয়ার পরই ইঞ্জিনটি গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

মালদার দুই ছাত্রী

প্রথম পাতার পর

কিন্তু তাদের দেখে বাসের কনডাক্টরের সন্দেহ হয়। বাসটি নৌকাঘাট মোড় হয়ে শিলিগুড়ি জংশনের দিকে যাওয়ার পথে নৌকাঘাট মোড়ে বাস কনডাক্টর ট্রাফিক পুলিশকে বিষয়টি জানান। ট্রাফিক পুলিশের তরফে সঙ্গে সঙ্গে এনজেপি থানার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। নৌকাঘাট মোড়ে রাতে পুলিশ দুই নাবালিকাকে উদ্ধার করে। দুই নাবালিকার পরিচয় জানার পরই এনজেপি থানার পুলিশ ইংরেজবাজার থানার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে। খবর পেয়ে রাতেই দুই ছাত্রীর অভিভাবকরা এনজেপি থানায় পৌঁছে যান। ইংরেজবাজার থানার পুলিশের একটি দল এনজেপি থানায় চলে আসে।

পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এক নাবালিকার বাবা পেশায় শিক্ষক এবং অন্যজনের বাবা পেশায় রেলের ঠিকাদার। খবর পেয়ে রাতেই এনজেপি থানায় চলে আসেন শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী। তিনি বলেন, 'দুই নাবালিকা কোরিয়ান ভাষায় সড়োগড়ো হয়ে উঠেছিল। পাচারকারীরা দুজনের ব্রেনওয়াশ করে দিয়েছিল। ইংরেজবাজার থেকে এরা যখন আসছিল, নিশ্চিতভাবে এদের ওপর নজর রাখা হয়েছিল। যে অ্যাপের মাধ্যমে এদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সেটাও এখন বন্ধ রয়েছে। জয়গাঁয় এরা পৌঁছে গেলে বড় বিপদ হতে পারত।'

শ্রীরূপার সংযোজন, 'দুই ছাত্রীর কথামতো কলকাতা থেকে আরও চারজন মেয়ে জয়গাঁর উদ্দেশে একইসঙ্গে রওনা দিয়েছে। চারজন বর্তমানে কোথায় রয়েছে, সেটাই বড় প্রশ্ন। প্রশাসনের সহযোগিতায় দুজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ওই চারজনকেও উদ্ধার করতে হবে।' ইতিমধ্যে পুলিশ ওই অ্যাপের বিষয়ে খোঁজ শুরু করেছে। পাচারকারীরা কোথা থেকে বসে সবটা চালনা করছিল, সেটাও পুলিশ তদন্ত করে দেখছে।

ইংল্যান্ড-আর্জেন্টিনা

প্রথম পাতার পর

অবশ্য লিওনেল স্কালোনি একেবারেই দলের ভেতরে ঢুকতে দিতে রাজি নন। পরিস্থিতি শান্ত করতে আর্জেন্টিনার কোচ সাংবাদিকদের স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, 'দেশবাসীর কাছে আমার একটাই বার্তা- এটা স্রেফ একটা ফুটবল ম্যাচ। আমরা একটা ভালো দল এবং ভালো কোচের বিরুদ্ধে নামছি, এর বাইরে আর কিচ্ছু নয়।'

তবে মাঠের খেলায় এই দুই দলই যে খুব সহজে সেমিফাইনালে পৌঁছেছে, এমনটা বলা যাবে না। টুর্নামেন্টে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা বারবার হোঁচট খেতে খেতে বেঁচেছে। কেপ ভের্দে তাদের অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত আটকে রেখেছিল। মিশরের বিরুদ্ধে ৭৯ মিনিট পর্যন্ত ২-০ গোলে পিছিয়ে থাকার পর কোনওমতে ৩-২ ব্যবধানে জেতে স্কালোনির দল। গত ম্যাচেও দশজনের সুইৎজারল্যান্ড ১-১ সমতায় ম্যাচ ১১২ মিনিট পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছিল। শেষমুহূর্তের গোলে ৩-১ জয় পায় আর্জেন্টিনা।

টমাস টুচেলের দলের অবস্থাও তথৈবচ। জুডে বেলিংহামের একক দক্ষতায় এবং একটা বিতর্কিত গোলের ওপর ভর করে নরওয়েকে হারালেও, দলের খেলা নিয়ে টুচেল নিজেই একেবারেই খুশি নন। ফাইনালে ওঠার স্বপ্ন দেখতে গেলে ইংল্যান্ডকে যে দলের খেলার মান অনেকটাই বাড়াতে হবে, তা জার্মান কোচ নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিয়েছেন।

ইংরেজদের প্রধান বাধা সেই ৩৯ বছরের লিওনেল মেসি। দলের বেশিরভাগ ম্যাচে তিনিই ভাগ্য গড়ে দিয়েছেন। টুর্নামেন্টে ইতিমধ্যেই আটটি গোল করে তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন, বয়স বাড়লেও তাঁর প্রভাব এতটুকু কমেনি। সুইসদের বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার প্রথম একাদশের গড় বয়স ছিল ৩০-এর ওপরে, সেখানে ইংল্যান্ডের গড় বয়স ২৬.৬ বছর।

একদিকে এফবিআই-এর কড়া পাহারা, অন্যদিকে তারুণ্যের সঙ্গে অভিজ্ঞতার লড়াই। আটলান্টা স্টেডিয়ামে বুধবার যখন বল গড়াবে, তখন শুধু ফুটবল নয়, একটা দীর্ঘ ইতিহাসের বোঝাও বয়ে বেড়াবেন ২২ জন ফুটবলার।

প্রাণরক্ষা চার তরুণ-তরুণীর

শিলিগুড়ি, ১৪ জুলাই : এক তরুণের উপস্থিত বুদ্ধি এবং সাহসিকতায় নতুন জীবন পেলেন চারজন। তাঁদের মধ্যে দুই তরুণী রয়েছেন। প্রবল জলস্রোতে ভেসে যাওয়ার অবস্থায় চারজনকে বালাসন থেকে উদ্ধার করেন ওই তরুণ। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দুধিয়ায় ডাম্পেটার এলাকায়।

জানা গিয়েছে, চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুনতে পেয়ে স্থানীয়রা দেখেন কালো রংয়ের একটি চার চাকার গাড়ি আটকে রয়েছে বালাসন নদীর মাঝে। টর্চের আলোয় স্থানীয়রা দেখতে পান গাড়ির ছাদে উঠে আর্তনাদ করছেন দুই তরুণ এবং দুই তরুণী। খবর পেয়ে গাড়িধুরা ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এরই মধ্যে স্থানীয় এক তরুণ দড়ি এনে ওই গাড়িতে থাকা তরুণ-তরুণীদের দিকে ছুড়ে দেন। সেই দড়ি ধরে এক এক করে পাড়ে ফেরার চেষ্টা করেন চারজন। কিন্তু নদীর প্রবল জলের স্রোতে কেউই দড়ি ধরে পাড়ে পৌঁছাতে পারেননি। মাঝপথেই দড়ি থেকে তাঁদের হাত সরে যায় এবং অনেকটা দূর পর্যন্ত ভেসে যান তাঁরা। যা দেখে ওই সাহসী তরুণ কিছু পরোয়া না করেই নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। যথারীতি একে একে চারজনকেই উদ্ধার করে পাড়ে তুলেছেন তিনি। নতুন প্রাণ ফিরে পাওয়ায় প্রত্যেকেই কুর্নিশ জানিয়েছেন ওই তরুণকে।

সংশোধনী

গত রবিবার ১৪ পাতায় প্রকাশিত মেধাবৃত্তি প্রাপক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, দিনহাটার বাসিন্দা রিয়াজ আখতারের নাম ভুলবশত রাজ আখতার প্রকাশিত হয়েছে।

বৈঠকে সাংসদ

জলপাইগুড়ি, ১৪ জুলাই : রাজনৈতিক অসৌজন্যের প্রথায় পড়ল ছেদ। রাজ্যে পালাবদলের পর মঙ্গলবার প্রথম জেলা প্রশাসনের উন্নয়ন ও মনিটরিং কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে বৈঠকে অংশ নিলেন জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়। তৃণমূল সরকারের আমলে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি ওই পদে থাকলেও কোনও বৈঠকে ডাক পেতেন না। অথচ এদিন জেলা শাসকের দপ্তরের কনফারেন্স হলে তিনি শুধু যে হাজির ছিলেন তাই নয়, রীতিমতো সভাপতিত্ব এবং বৈঠক পরিচালনা করেন। এজন্য তাঁর রাজনৈতিক বিরোধীদের কাছ থেকে পেলেন ভূয়সী প্রশংসাও।

৪ মে ভোটের ফল প্রকাশের পরেই বার্তা এসেছিল বিজয়ী শিবির থেকে। এরপর শপথ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও স্পষ্ট জানিয়ে দেন, উন্নয়নের প্রশ্নে সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে চলবে নতুন রাজ্য সরকার। এই নীতি মেনে আগেও একাধিকবার প্রশাসনিক বৈঠকে ডাক পেয়েছেন সব রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রী এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা। এবার সেই তালিকায় জুড়ল জলপাইগুড়ি জেলার উন্নয়ন ও মনিটরিং কমিটির বৈঠক। যে সাংসদ এতদিন ডাক পেতেন না, তাঁরই সঙ্গে এদিন বৈঠক করেন তৃণমূল পরিচালিত জেলা পরিষদের সভাধিপতি থেকে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং পুরসভার চেয়ারম্যানরা।

প্রায় ৩ ঘণ্টার বৈঠক শেষে সাংসদ জয়ন্ত বলেন, 'আগের সরকারের আমলে এই কমিটির চেয়ারম্যান হয়েও ডাক পেতাম না। তখন দেখাই করতে চাইতেন না জেলা শাসকরা। এদিন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পে কাজের অগ্রগতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছি। সমন্বয় রেখে জেলায় উন্নয়ন করতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'কয়েকমাস আগেও তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিরা আমাকে বৈঠকে ডাকতেন না। আজ তাঁরাই বৈঠকে থেকে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের রিভিউ শুনেছেন। বৈঠক পরিচালনার জন্য প্রশংসাও করেন। আমরা উন্নয়নের প্রশ্নে সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলতে চাই। তৃণমূলের মতো কাউকে বাইরে রেখে উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করতে চাইনি।'

তসলিমার বঙ্গ সফরে

প্রথম পাতার পর

তবে সমালোচনার সুরও উসকে উঠছে। আইএসএফ নেতা নৌশাদ সিদ্দিকী এই সফরের নেপথ্যে মেরুকরণের রাজনীতি দেখছেন। তাঁর কথায়, 'ক্ষমতায় এলে বিনামূল্যে ২০০ ইউনিট বিদ্যুৎ দেবে বলেছিল। সবাইকে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার দেওয়ার কথা বলেছিল। ইস্তাহারে বলা কোনও কথা রাখতে পারেনি বিজেপি সরকার। বরং মুসলমানদের টাইট করাটাই উন্নয়ন। তসলিমা নাসরিন মুসলমান-বিদ্বেষী হিসাবে পরিচিত। বিজেপি সমর্থকদের মনে হবে মুসলমানদের টাইট করা হবে। এটাই উন্নয়ন।'

সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী আবার দায় ঠেলেছেন ভূতপূর্ব মনমোহন সিং সরকারের দিকে। তাঁর কথায়, 'তসলিমা আসছেন, ভালো কথা। এনিয়ে কিছু বলার নেই। তখনকার কেন্দ্রীয় সরকার এটা মনে করেনি বলে ওঁকে কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। এখন কেন্দ্র ও রাজ্যে একই সরকার। তাই কেন্দ্র মনে করলে তিনি কলকাতায় আসবেন, সেটা রাজ্য সরকার মানবে।' যদিও সুজনের কটাক্ষ, 'তসলিমা ভারতের নাগরিক নন, তাঁকে বিজেপি ঘুসপেটিয়ার তালিকায় ফেলবে কি না জানি না।'

২০০৭ সালে তসলিমা কলকাতায় থাকাকালীন তাঁর 'দ্বিখণ্ডিত' উপন্যাসকে কেন্দ্র করে কলকাতায় ব্যাপক বিক্ষোভ ও হিংসাত্মক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, যা নিয়ন্ত্রণে আনতে সেনা মোতায়েন পর্যন্ত করতে হয়। সেই সময় নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে তাঁকে কার্যত জোর করে শহর ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিল। এরপর তাঁর তিলোত্তমায় ফেরার আর্জি বারবার উপেক্ষিত হয়েছে।

১ অগাস্টের অনুষ্ঠানের অন্যতম আয়োজক মোহিত রায় অবশ্য বলেন, 'তসলিমার আসায় কোনও আইনি বাধা নেই। বিগত দুটি সরকার মৌলবাদের কাছে নতজানু হয়েছিল। বর্তমান সরকার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করায় এই প্রত্যাবর্তন সম্ভব হচ্ছে। এর পিছনে কোনও রাজনীতি নেই।' আরেক আয়োজক আইনজীবী ওসমান মল্লিকের মতে, 'সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে পরাস্ত করে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে তিনি আসছেন। আমরা তাঁর সংগ্রামের সঙ্গে ছিলাম, আছি, থাকব।'

তসলিমার প্রত্যাবর্তনকে ঘিরে রাজ্যের সারস্বত সমাজ উচ্ছ্বসিত। প্রবীণ সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, 'বাংলাদেশ থেকে নির্বাসিত হওয়ার পর তসলিমার প্রাণের শহর হল কলকাতা। তিনি স্পষ্টবক্তা বলে নীতিপুলিশদের অপছন্দ। তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এখানে একটি স্থায়ী ঠিকানা দেওয়া উচিত।' কবি অংশুমান করের মতে, 'বাম জমানায় অন্যায় হয়েছিল। তসলিমার প্রবেশের অনুমতি দিয়ে এই সরকার পাপক্ষালন করছে।'

বাড়তে পারে ওয়ার্ড

প্রথম পাতার পর

সেই ওয়ার্ডগুলি পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন। পাশাপাশি মাটিগাড়া ব্লকের চম্পাসারি এবং পাথরঘাটার একটা অংশকে পুরনিগমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা ছিল। নতুন সরকার কী ব্যবস্থা নেবে সেটা তারাই বলতে পারবে।'

বর্তমানে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি ওয়ার্ডে ভোটারের সংখ্যা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি। বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর পরেও ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে প্রায় ২০ হাজার ভোটার রয়েছেন। ৪১ নম্বর ওয়ার্ডে প্রায় ১৮ হাজার, ৪০ নম্বর ওয়ার্ডে প্রায় ১৭ হাজার এবং ৪২ নম্বর ওয়ার্ডে ১৩ হাজারের কিছু বেশি ভোটার রয়েছেন। ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডে ভোটার সংখ্যা প্রায় ১১ হাজার। অন্যদিকে, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭ এবং ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে ভোটার সংখ্যা মাত্র আড়াই হাজার থেকে চার হাজারের মধ্যে। এই বৈষম্যের কারণেই দীর্ঘদিন ধরে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশনের দাবি উঠছে।

দাবি রয়েছে, বড় ওয়ার্ডগুলি ভেঙে নতুন ওয়ার্ড গঠন করা হোক। পাশাপাশি দার্জিলিং মোড়ের ওপারে থাকা মাটিগাড়ার উপনগরী এবং চম্পাসারির কিছু এলাকাকে পুরনিগমের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবও রয়েছে। শহরের পরিকাঠামো গড়ে উঠলেও গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে থাকায় ওই এলাকার বাসিন্দারা বিভিন্ন নাগরিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ। গৌতম দেবের নেতৃত্বাধীন পূর্ববর্তী পুর বোর্ড আসন পুনর্বিন্যাস এবং ওয়ার্ড সংখ্যা বৃদ্ধির একটি খসড়া প্রস্তাব রাজ্য সরকারের কাছে পাঠিয়েছিল। তবে তৎকালীন সরকার সেই প্রস্তাব কার্যকর করেনি।

সরকার পরিবর্তনের পর পুরনিগমেও প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছে। এর পরেই নতুন করে এলাকা পুনর্বিন্যাস এবং সংরক্ষণের রোস্টার তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে সরকারি সূত্রের দাবি। রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর শীঘ্রই এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করতে পারে। একটি কমিটি গঠন করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খসড়া রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হতে পারে। পরে রাজ্য নির্বাচন কমিশন নতুন আসন সংরক্ষণের কাজ শুরু করবে।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রশাসকের মেয়াদ থাকায় তার আগেই নির্বাচন করে নতুন পুর বোর্ড গঠনের লক্ষ্যে নভেম্বরের শেষ অথবা ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ভোট করানোর সম্ভাবনা রয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।

বিধুশেখরের বাগানে

প্রথম পাতার পর

আর মালিকানার বদল হতে হতে এখন তোর আর সেই আম বাগানটাই নেই। সেসব গাছ কেটে ফেলা হয়েছে তৈরি হয়ে গিয়েছে আস্ত পাড়া। গড়ে উঠেছে জনবসতি। তৈরি হয়েছে কংক্রিটের রাস্তা।

হরিশ্চন্দ্রপুর শহিদ মোড় থেকে হাসপাতালের দিকে যাওয়ার রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস। ঠিক তার সামনেই ছিল সেই আম বাগান। অনেক দুর্লভ প্রজাতির আমও ছিল সেখানে। দীর্ঘদিন ধরে বিধুশেখরকে নিয়ে গবেষণা করছেন অধ্যাপক সমরকুমার মিশ্র। তিনি বললেন, 'শাস্ত্রীমশাই বর্ধিষ্ণু পরিবারের ছেলে ছিলেন। হরিশ্চন্দ্রপুরের বাসভবনের কাছেই ছিল তাঁদের পারিবারিক আম বাগান। সেখানে বিভিন্ন জাতের আমের গাছ ছিল। দেশি, ল্যাংড়া, গোপালভোগ ছিল কবিগুরুর পছন্দের তালিকায়। বিধুশেখর বেছে বেছে তাঁর বাগানের ভালো ভালো আম এবং মালদার বিভিন্ন জায়গার প্রসিদ্ধ আম রবীন্দ্রনাথের জন্য পাঠাতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই ঐতিহ্যবাহী আম বাগান তাঁর উত্তরপুরুষরা বিক্রি করে দিয়েছেন। পরবর্তীকালে সেটা কেটে এখন বসতি গড়ে উঠেছে।'

সেখানে যে একসময় আম বাগান ছিল, সেকথা তবুও এলাকার পুরোনো বাসিন্দাদের কেউ কেউ জানেন। কিন্তু সেই আম বাগানের মালিক যে ছিলেন বিধুশেখর, আর সেখানকার আম খেতেন রবীন্দ্রনাথ, সেকথা ক'জন জানেন? ওই এলাকার বাসিন্দা গৌতম আচার্য বলছিলেন, 'আমি যখন এখানে জমি কিনেছি, তখনই আম বাগান অনেকটা কেটে ফেলা হয়েছিল। আস্তে আস্তে পুরো বাগান সাফ করে এখানে বসতি গড়ে উঠেছে। এখন তার বাগানের চিহ্নমাত্র নেই।'

আসলে প্রশ্নটা তো কেবল ইতিহাস মনে রাখা নিয়ে নয়, নিজেদের শিকড় মনে রাখা নিয়েও। এলাকার প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক আবদুল ওয়াহাবের গলায় উঠে এল হতাশা। বললেন, 'বিধুশেখরের বাড়ি বাগান সবই তো এখন হস্তান্তর হয়ে গিয়েছে।' হরিশ্চন্দ্রপুরের বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই তো শাস্ত্রীমশাইয়ের নামই জানেন না। বিধুশেখর শাস্ত্রীর পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের সদস্য ভাস্কর ভট্টাচার্যের গলাতেও একই আক্ষেপের সুর। বললেন, 'স্মৃতিচিহ্ন বলতে শুধু বিধুশেখরের ধর্ম স্তম্ভ এবং তাঁর নামাঙ্কিত সরকারি লাইব্রেরিটাই রয়েছে। তাঁর আম বাগানের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের বাড়িটাও বিক্রি হয়ে গিয়েছে।' রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত স্নেহভাজন এই জ্ঞানতাপস নিজের জন্মভূমিতেই আজ বিস্মৃতির আড়ালে।

অনশন ১৭ দিনে, ওয়াংচুক অনড়ই

প্রথম পাতার পর

প্রশ্ন উঠেছে, মানুষের জীবনের চেয়ে কি ক্ষমতার অহংকার বড় হয়ে উঠল?

সরকারের এই পাথর-হৃদয় মনোভাব বনাম বিরোধীদের রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টার মাঝখানে এই মানুষটি এখন নৈতিকতার প্রতীক। অনশন মঞ্চে বিরোধীরা অনেকে আসছেন। কেউ সংহতি জানাচ্ছে, কেউ এই মঞ্চকে ব্যবহার করে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে ঝাঁঝালো বক্তব্য রাখছে। সংসদের বাদল অধিবেশনে বিরোধীরা হয়তো এই আন্দোলনকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। তবে এই রাজনৈতিক টানাটানির মাঝে ওয়াংচুকের জীবনের সুরক্ষা এখন সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে।

মঙ্গলবার সোনমের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে তাঁকে ফোন করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ককরোচ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে সমাজমাধ্যমে দাবি করেন, 'মমতা দিদি সোনম স্যরকে মনোবল অটুট রাখার আহ্বান জানিয়েছেন এবং পড়ুয়াদের ন্যায়বিচারের দাবিতে সিজেপির আন্দোলনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেছেন।'

শীর্ষ নেতৃত্ব চুপ থাকলেও কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'সোনম ওয়াংচুকের নীরব প্রতিবাদ সরকারের জন্য সতর্কবার্তা। আমাদের তরুণ সমাজ যখন প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং একটি অনুভূতিহীন ব্যবস্থার পরিণতির বিরুদ্ধে লড়াই করছে, তখন প্রশাসন গভীর ঘুমে মগ্ন। ওয়াংচুকজি, আপনার সাহসিকতা আমাদের অনুপ্রাণিত করে। সরকারের উচিত, অহংকারের লড়াই বন্ধ করে দাবিগুলি পূরণ করতে এগিয়ে আসা।'

ওয়াংচুককে অনশন প্রত্যাহার করার আবেদন জানিয়ে মমতাপন্থী তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'সরকার আপনার এবং কোটি কোটি তরুণের জীবন নিয়ে ভাবছে না। কিন্তু আমাদের জন্য আপনার বেঁচে থাকা দরকার। দয়া করে অনশন প্রত্যাহার করুন এবং লড়াই জারি রাখুন।' সোমবার ওয়াংচুকের মঞ্চে গিয়েছিলেন সিপিএমের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। শিবসেনা (ইউবিটি) সভাপতি উদ্ধব ঠাকরে, সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদবরাও চান, সোনম যেন অনশন প্রত্যাহার করেন।

কিন্তু অনড় ওয়াংচুকের ভাষায়, 'আমাকে অনশন প্রত্যাহার করতে বলবেন না। কেন সরকার আলোচনায় ডাকছে না, সেটার জন্য সরকারকে প্রশ্ন করা উচিত।' সোনমকে অনশন তুলে নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন 'থ্রি ইডিয়টস'-এর 'চতুর রামালিঙ্গম' ওরফে 'সাইলেন্সার' খ্যাত অভিনেতা ওমি বৈদ্য। তিনি সমাজমাধ্যমে এক ভিডিও বার্তায় বলেছেন, 'আমি চাই না ফুংসুক ওয়াংড়ু মারা যাক। ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে তাঁর কিছু গুরুতর উদ্বেগ রয়েছে। লাদাখের স্বায়ত্তশাসন ও পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়েও অসন্তুষ্ট। ওঁর সঙ্গে সহমত না হলেও আমি চাই না উনি মারা যান। ওঁর মতো একজন অনুপ্রেরণাদায়ক মানুষ এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকুন, সেটাই কাম্য।'

রথের মেলায় আমিষ খাবারে নিষেধাজ্ঞা

শিলিগুড়ি, ১৪ জুলাই : রথযাত্রা উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ির শক্তিগড় এবং রথখোলা এলাকার মন্দির চত্বরে আমিষ খাবার বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করল সংশ্লিষ্ট মেলা কমিটিগুলি। এছাড়াও উৎসবের পরিবেশ বজায় রাখতে আগামী ১৬ জুলাই বর্ধমান রোডে থাকা লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকান ও জলপাই মোড় এলাকায় থাকা মাংসের দোকানগুলি ওইদিন বন্ধ রাখারও আবেদন জানানো হয়েছে। পাশাপাশি এবার মেলায় ব্যবসায়ীরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দোকান বসানোর সুযোগ পাচ্ছেন বলে আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে।

মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শক্তিগড় কেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠের ভক্তিবেদান্ত মাধব মহারাজ, ভক্তিবেদান্ত সজ্জন মহারাজ এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রাজ্য সচিব লক্ষ্মণ বনসল এই নির্দেশিকার কথা জানান। মঠ কর্তৃপক্ষের কড়া নির্দেশ, মন্দির

মদের দোকান বন্ধের আর্জি

চত্বরের ১০০ মিটারের মধ্যে কোনও আমিষ খাবারের দোকান বসানো যাবে না। তবে এই সীমানার বাইরে আমিষ খাবার বিক্রি করা যেতে পারে। এছাড়া মদ্যপদের উপদ্রবে মেলায় আগত পুণ্যার্থীরা যাতে কোনও সমস্যায় না পড়েন, তার জন্য বর্ধমান রোডের লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকানগুলিকে ১৬ তারিখ বন্ধ রাখার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। জলপাই মোড়ের মাংস বিক্রেতাদের কাছেও দোকান বন্ধ রাখার আবেদন রাখা হয়েছে।

পাশাপাশি, মেলা কমিটির তরফে এদিনের বৈঠকে স্পষ্ট জানানো হয়, এবারের মেলায় দোকান বসানোর জন্য ব্যবসায়ীদের কোনও টাকা দিতে হবে না। তাঁরা সম্পূর্ণ নিঃশুল্কে দোকান বসাতে পারবেন। কেউ যদি বেআইনিভাবে টাকা দাবি করেন, তবে সরাসরি কমিটির কাছে অভিযোগ জানানোর কথা বলা হয়েছে।

শুধু শক্তিগড় কেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ নয়, রথখোলার মাঠে আয়োজিত রথের মেলাতেও আমিষ খাবারে নিষেধাজ্ঞা থাকছে। রথযাত্রা কমিটির সম্পাদক বাপ্পা বর্মন বলেন, 'এ বছর রথখোলার মাঠে বড় করে উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। আমাদের অনেক পরিকল্পনাও রয়েছে। মাঠের ভেতরে আমিষ খাবারের দোকান বসানোয় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তবে মাঠের বাইরে ওই দোকানগুলি বসতেই পারে।'

জগন্নাথের রথযাত্রার প্রস্তুতি। জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়িতে। ছবি : মানসী দেব সরকার ও পিটিআই

শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজারে ভিনরাজ্যের ব্যবসায়ীদের সুযোগ দেওয়ার অভিযোগে বিক্ষোভ স্থানীয় ব্যবসায়ীদের। অন্যদিকে, ধূপগুড়ি সুপার মার্কেটে উচ্ছেদ অভিযান ঘিরে সরগরম রইল এলাকা।

ভিনরাজ্যের ব্যবসায়ীদের নিয়ে গোলমাল

শিলিগুড়ি, ১৪ জুলাই : ভিনরাজ্যের ব্যবসায়ীদের সরাসরি ব্যবসা করার সুযোগ দিয়ে ফায়দা লোটার অভিযোগ উঠেছে শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজারে। মঙ্গলবার সেই অভিযোগ তুলে পথে নামলেন শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজার ফ্রুট অ্যান্ড ভেজিটেবল কমিশন এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। দুই পক্ষ নিয়ন্ত্রিত বাজারের সচিবের দ্বারস্থ হয়েছে। সচিবের ঘরেই দু'পক্ষ উত্তপ্ত বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়ে। দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে বাজার বন্ধ রাখার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সংগঠনের সদস্যরা।

অভিযোগ, নিয়ন্ত্রিত বাজারের ফল বাজারে কাশ্মীর, ঝাড়খণ্ড, দিল্লি এবং আরও কয়েকটি রাজ্যের আপেল, লেবু, আম সহ বিভিন্ন ফল ঢুকছে। সেখান থেকে আসা ব্যবসায়ীরা বাজারের ব্যবসায়ীদের এড়িয়ে সরাসরি এই ফল বিক্রি করছেন। ফলে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা যে কমিশন পেতেন তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ভিনরাজ্যের ব্যবসায়ীরা সরাসরি নিয়ন্ত্রিত বাজারে ঢুকে ব্যবসা করায় ক্ষতি হচ্ছে স্থানীয়দের। তবে ভিনরাজ্যের ওই ব্যবসায়ীরা স্থানীয় কয়েকজন ব্যবসায়ীর স্টল ভাড়া নিয়েছেন বলে দাবি। ভিনরাজ্যের ব্যবসায়ীদের কারা স্টল ভাড়া দিয়েছেন তা খুঁজে বার করে এদিন হাতেনাতে ধরাতেই ঝামেলা বাধে।

ফল ব্যবসায়ী সংগঠনের দাবি, বাজারে যে কেউ ব্যবসা করতে পারেন নিয়ম মেনে। যাঁদের নামে স্টল রয়েছে হিসেবে তাঁরাই ব্যবসা করার কথা। যাঁদের নামে স্টল নেই তাহলে কি তাঁরা ব্যবসা করতে পারবেন না? সংগঠনের সম্পাদক শিব কুমারের দাবি, 'বাজারের প্রত্যেকেই ব্যবসা করতে পারবেন। কিন্তু ভিনরাজ্যের ব্যবসায়ীরা তাঁদের রাজ্য থেকে মাল এনে সরাসরি বিক্রি করতে পারবেন না। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে বিক্রি করতে হবে।'

ভিনরাজ্যের ওই ব্যবসায়ীদের জায়গা করে দিচ্ছেন স্থানীয় কয়েকজন স্টল মালিক। তাঁদের দাবি, তাঁদের মাধ্যমেই ব্যবসা করছেন ভিনরাজ্যের ব্যবসায়ীরা। সরাসরি ব্যবসা হচ্ছে না। চিন্টু সিংয়ের স্টলে গিয়ে সংগঠনের সদস্যরা কাজ বন্ধ করার চেষ্টা করেছেন বলে অভিযোগ। চিন্টুর বক্তব্য, 'আমার স্টলে ভিনরাজ্যের ব্যবসায়ী বসে থাকা মানে তিনি সরাসরি ব্যবসা করছেন, এমন নয়। ভিনরাজ্যের যে ব্যবসায়ীকে নিয়ে

- অন্য রাজ্য থেকে ফল এনে নিয়ন্ত্রিত বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে
- স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে তা বিক্রি না করায় তাঁরা কমিশন পাচ্ছেন না
- দু'পক্ষ সমস্যা মিটিয়ে না নিলে আইনি ব্যবস্থা নেবে বাজার কর্তৃপক্ষ

অভিযোগ তিনি আমার মাধ্যমে ব্যবসা করেন।' তাঁর দাবি, সংগঠনের অনেক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে বকেয়া রাখার অভিযোগ রয়েছে। যে দামে মাল বিক্রি হয় সেই তুলনায় কম টাকা দেওয়া হয়।

নিয়ন্ত্রিত বাজারের এক আধিকারিক বলেন, 'দুই পক্ষকে কথা বলে সমস্যা মিটিয়ে নিতে বলেছি। না হলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কাদের নামে স্টল রয়েছে, কারা ভাড়া দিয়ে চালাচ্ছেন দেখা হবে। বকেয়া ভাড়ার অভিযোগও রয়েছে।'

ভাঙা বাজারে জমল না সাপ্তাহিক হাট

ধূপগুড়ি, ১৪ জুলাই : বুলডোজার দিয়ে সোমবার ধূপগুড়ি সুপার মার্কেটের জবরদখল উচ্ছেদ করা হয়েছে। মঙ্গলবার সুপার মার্কেটে সাপ্তাহিক হাটে বেচাকেনা সেভাবে হয়নি।

সুপার মার্কেটে বুলডোজার চলার খবর চাউর হওয়ার জেরে এদিন ফড়ে এবং বাইরের কৃষকদের আনাগোনা প্রায় ছিল না বললেই। ভেঙে ফেলা ঝুপড়ি সরিয়ে নিতে ব্যস্ত থাকায় অনেকেই এদিনের হাটে সবজি কেনা বা সবজি বাইরে পাঠানোর আগ্রহ

উচ্ছেদের জের

দেখাননি। তবে এদিন ভেঙে যাওয়া ঝুপড়ি পলিথিন দিয়ে ঢেকে জায়গা দখলের চেষ্টা লক্ষ করা গিয়েছে। সুপার মার্কেট চত্বর থেকে বাঁশের বেড়ার কাঠামো সরিয়ে নিলেও জায়গা আটকে রাখার মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছেন অনেকেই। বেশ কয়েকজন দখলদার আগের মতোই আটকে রাখা জায়গাতেই এদিনও ব্যবসা করার চেষ্টা করেছেন বলে অভিযোগ।

এদিনও সুপার মার্কেট চত্বরে একটি আর্থমুভার দাঁড় করানো ছিল। সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা, নতুন করে জবরদখলের চেষ্টা হলে ফের উচ্ছেদ অভিযান হতে পারে।

রঞ্জিত দত্ত প্রায় আড়াই দশক ধরে ধূপগুড়ি সুপার মার্কেটে ব্যবসা করেন। তাঁর কথায়, 'সুপার মার্কেটের বহু স্টল এখনও বন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এই স্টলগুলো দ্রুত চালু করা হলে নতুন করে জবরদখল হওয়ার সম্ভাবনা কমবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক এবং কর্মীদের উচিত নজরদারি জারি রাখা। নাহলে ফের সুপার মার্কেট চত্বরে জবরদখলের ছবি দেখা যেতে পারে।' ধূপগুড়ির মহকুমা শাসক শ্রদ্ধা সুব্বা এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

নজরদারি ঢিলে হলে সুপার মার্কেট চত্বরে ফের জবরদখল হতে পারে বলে ধারণা ফড়ে এবং ব্যবসায়ীদের। তাঁদের দাবি, দ্রুত সুপার মার্কেটের পরিকাঠামো সংস্কার করা হোক।

অল্প সংখ্যক কৃষক এদিন সবজি নিয়ে সুপার মার্কেটে এসেছিলেন। তাঁরা এই উচ্ছেদ অভিযানের পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন। এদিনের সাপ্তাহিক হাটে এসেছিলেন গধেয়ারকুঠি এলাকার কৃষক সুধাংশু মল্লিক। তিনি বলেন, 'সুপার মার্কেট

- সোমবার ধূপগুড়ি সুপার মার্কেটে চলেছে বুলডোজার
- উচ্ছেদ অভিযানের ফলে সাপ্তাহিক হাট পণ্ড হয়
- কৃষকরা এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন

চত্বর ঝুপড়িতে ভরে গিয়েছিল। সুপার মার্কেট চত্বরে কৃষকদের পণ্য রাখার জায়গা ছিল না। বাজারের ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার বিষয়টি দেখা দরকার। এই অভিযানকে স্বাগত জানাচ্ছি।'

উচ্ছেদ অভিযানের ধাক্কায় সাপ্তাহিক হাট পণ্ড হওয়ায় ব্যবসার ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা চাইছেন উচ্ছেদের ধাক্কা কাটিয়ে দ্রুত স্বাভাবিক হোক ধূপগুড়ি সুপার মার্কেট। এদিন কৃষিজ বিপণন দপ্তরের কোনও আধিকারিক এবং মহকুমা প্রশাসনের আধিকারিকদের বাজারে দেখা না যাওয়ায় ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা।

দুই ঘটনায় ধৃত ২

শিলিগুড়ি, ১৪ জুলাই : বিধান মার্কেটের রাধাগোবিন্দ মন্দিরের দানবাক্স চুরির ঘটনায় এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃত চন্দন মোদক গোয়ালপট্টি এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, গত মাসের ৪ তারিখ বিধান মার্কেটের রাধাগোবিন্দ মন্দিরে দানবাক্স উধাও হয়ে যায়। পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগের পর তদন্ত শুরু করে পুলিশ। এরমধ্যেই সোমবার রাতে ওই দুষ্কৃতী বিধান মার্কেট এলাকায় ঘোরাঘুরি করার সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

অন্যদিকে, একটি নির্মীয়মাণ বিল্ডিং থেকে ১৪টি দরজার ফ্রেম চুরির ঘটনায় সোমবার একজনকে গ্রেপ্তার করে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃত সুমন বর্মন পাথরঘাটার বাসিন্দা। অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এলাকার একটি চা বাগান থেকে ওই ফ্রেমগুলি উদ্ধার করে পুলিশ। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পোস্ট অফিসে ফের চুরির চেষ্টা

শিলিগুড়ি, ১৪ জুলাই : মিলনপল্লির পোস্ট অ্যান্ড টেলিকম (পিঅ্যান্ডটি) আবাসনে থাকা শিলিগুড়ি বাজার পোস্ট অফিসে ফের চুরির চেষ্টায় চাঞ্চল্য ছড়াল। সোমবার রাতে দুষ্কৃতীরা পোস্ট অফিসের দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করলেও সফল হয়নি। তবে গত সপ্তাহে সোমবার দুষ্কৃতীরা সেই পোস্ট অফিসের দরজা ভেঙে ভেতর ঢুকেছিল। এরপর অফিসে পুজোর রান্নার জন্য ব্যবহার করা বাসনপত্র, গ্যাস ওভেন নিয়ে তারা চম্পট দিয়েছিল। সেই জায়গায় আবার চুরির চেষ্টায় অফিসের কর্মীরা নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কারণ পোস্ট অফিসে থাকা প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ নথি দুষ্কৃতীরা নষ্ট করে দিলে বা চুরি করে নিলে বড় সমস্যা হতে পারে।

আবাসনের পোস্ট অফিসটির পাশে প্রায় সমস্ত কোয়ার্টার্র পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে রয়েছে। অভিযোগ, বিকেল হতে না হতেই সেখানে বহিরাগতরা নেশার আসর বসায়। এর আগেও পোস্ট অফিস কর্তৃপক্ষ শিলিগুড়ি থানায় এনিয়ে অভিযোগ দায়ের করেছিল। পুলিশ টহল দিলেও পোস্ট অফিসের পাশে নেশার আসর বন্ধ হয়নি।

দরজা ভেঙে চুরির ঘটনার পরদিন পোস্ট অফিস কর্তৃপক্ষ শিলিগুড়ি প্রধান ডাকঘরে বিষয়টি জানায়। শিলিগুড়ি থানায় খবর দেওয়া হয়েছিল। প্রধান ডাকঘর কর্তৃপক্ষ এসে অফিসের দরজা বদল করে দেয়। সোমবার রাতে ফের দুষ্কৃতীরা সেই দরজা ভাঙার চেষ্টা করে। লোহার রড আনা হয়েছিল দরজা ভাঙতে। শিলিগুড়ি বাজার পোস্ট অফিসের ইনচার্জ মৌসুমি সাহা বলেন, 'এখানে আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। পরিত্যক্ত কোয়ার্টারের চারপাশ দিয়ে জঙ্গল গজিয়েছে। এখানে কোনও পথবাতি নেই। নেশার আসর বসানোর বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম। কিন্তু তাতে বহিরাগতরা আমাদের ওপর চটে গিয়েছিল।' মৌসুমির বক্তব্য, 'পুলিশ আমাদের সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর কথা বলেছে। পাশাপাশি টহল বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছে। এখানে সাধারণ মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় নথি রয়েছে। সেগুলির কিছু হলে সাধরণ মানুষকে সমস্যায় পড়তে হবে।'

নেটওয়ার্ক বিভ্রাট

ইসলামপুর, ১৪ জুলাই : ইসলামপুর শহরের মূল পোস্ট অফিসে দীর্ঘদিন ধরে নেটওয়ার্ক বিভ্রাটের জেরে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন গ্রাহকরা। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যা চললেও সমাধান হচ্ছে না। ফলে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সময়মতো সম্পন্ন করতে না পেরে নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। পোস্ট অফিসের এক আধিকারিক জানান, বিএসএনএলের দেওয়া নেটওয়ার্কে পরিষেবা পরিচালিত হয়। বিষয়টি ইতিমধ্যেই ডিভিশনে এবং বিএসএনএল কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ১৪ জুলাই : কাওয়াখালি এলাকা থেকে তিন মাস আগে চুরি যাওয়া স্কুটার উদ্ধারের পাশাপাশি একজনকে গ্রেপ্তার করল এনজেপি থানার পুলিশ। ধৃত গণেশ ঘোষ ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা। সোমবার রাতে এনজেপি রেল হাসপাতালের কাছ থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতকে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

আর্থিক প্রতারণায় সাফল্য পুলিশের

শিলিগুড়ি, ১৪ জুলাই : আর্থিক প্রতারণার শিকার হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে টাকা ফেরত পেলেন বিহারের বেগুসরাইয়ের বাসিন্দা অঙ্কিত কুমার। সামাজিক মাধ্যমে ভিডিও দেখে পাহাড়ে ঘুরতে আসার জন্য ৩৩ হাজার টাকা দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু শিলিগুড়ি পৌঁছে বুঝতে পারেন তাঁর সঙ্গে আর্থিক প্রতারণা হয়েছে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের তরফে চালু করা হেল্পলাইন নম্বরে অভিযোগ জানান তিনি। অভিযোগ জানানোর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সেই টাকা ফেরত পান। টাকা পেতেই শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। পর্যটকদের ঘুরতে এসে যাতে প্রতারণা কিংবা হেনস্তার শিকার না হতে হয়, তার জন্য পুলিশের তরফে একটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। প্রতিটি অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

নাগরিক পরিষেবার দাবিতে বিক্ষোভ

চেয়ারম্যানের দ্বারস্থ সিপিএম

জলপাইগুড়ি, ১৪ জুলাই : শহরের বেহাল রাস্তা, জলনিকাশি সহ একাধিক বিষয়ে পুরসভায় অভিযোগ করল সিপিএম। মঙ্গলবার ডিবিসি রোডের জেলা সিপিএম কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিল করে জলপাইগুড়ি পুরসভায় যান আন্দোলনকারীরা। পুরসভার সামনে অবস্থান বিক্ষোভের পর চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়কে স্মারকলিপি দেয়। সিপিএমের সদর পূর্ব এরিয়া কমিটির সম্পাদক দেবরাজ বর্মনের কথায়, 'নাগরিক পরিষেবা দিতে পুরসভা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। শহরের বেহাল রাস্তা, জলনিকাশি, আম্রুত জলপ্রকল্প সহ একাধিক বিষয়ে সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়ে পুর কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হল।'

অভিযোগ, আম্রুত জলপ্রকল্পের পাইপ ফাটার কারণে বহু জায়গায় জল জমে রাস্তা বেহাল হয়েছে। ফলে দুর্ঘটনা ঘটছে। যদিও চেয়ারম্যান জানান, কোনও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য রাজ্য সরকার থেকে অর্থবরাদ্দ আসছে না।

এছাড়া বেশ কয়েকটি জায়গার নাম উল্লেখ করে আবর্জনা পড়ে থাকার অভিযোগ করা হয়। সেইসঙ্গে দাবি জানানো হয় যাতে সকালের দিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করেন সাফাইকর্মীরা। একইভাবে সকাল ৯টার আগেই বাজার এলাকার আবর্জনা সরিয়ে ফেলার দাবি জানানো হয়।

এদিন প্রতিনিধিদলের সদস্যরা অভিযোগ করেন, অনেকেই হাউজিং ফর অল প্রকল্পের টাকা পাননি। এ প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান তথ্য তুলে ধরে বলেন, '৬৩২ জন উপভোক্তা বাড়ির তৈরির প্রথম কিস্তির টাকা নেওয়ার পর কাজই শুরু করেননি। তাঁদের বিরুদ্ধে এবারও পুরসভা আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করবে। ৮ হাজার ৩৮ জন উপভোক্তার মধ্যে প্রায় চার হাজারের কিছু বেশি উপভোক্তা বাড়ি তৈরির সব টাকা পেয়েছেন। তাছাড়া সরকার থেকে টাকা পাঠানো হলে বাকিদেরও তা দেওয়া হবে।'

স্মারকলিপি

জলপাইগুড়ি, ১৪ জুলাই : ওয়েস্ট বেঙ্গল আইসিটি স্কুল কোঅর্ডিনেশন ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের জলপাইগুড়ি জেলা ইউনিটের তরফে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে (মাধ্যমিক) স্মারকলিপি দেওয়া হল। মঙ্গলবার প্রধান ডাকঘর মোড় থেকে মিছিল করে পিডব্লিউডি মোড়, টাউন ক্লাব হয়ে ডিআই অফিসে পৌঁছে স্মারকলিপি তুলে দেন সংগঠনের সদস্যরা। সংগঠনের সহ সভাপতি বিপ্লব বড়াই বলেন, 'এখনও পর্যন্ত জেলায় ১০৭ জন ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনলজির শিক্ষক-শিক্ষিকা অস্থায়ী থেকে স্থায়ী হননি। অবিলম্বে তাঁদের স্থায়ীকরণ করার পাশপাশি সমকাজে সমবেতনের নীতি অনুযায়ী যথাযথ বেতন ও ইনক্রিমেন্ট দিতে হবে।'

আগুন

জলপাইগুড়ি, ১৪ জুলাই : বেগুনটারি মোড় সংলগ্ন একটি বৈদ্যুতিক সামগ্রীর শপিং মলের পাশে থাকা ট্রান্সফর্মারে মঙ্গলবার আচমকা আগুন ধরে যায়। ওই এলাকার আশপাশে রয়েছে প্রচুর দোকান, রেস্তোরাঁ। আগুনের শিখা দেখে দমকলে খবর দেওয়া হয়। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রাথমিক অনুমান, শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগেছিল।

অভিযান

ময়নাগুড়ি, ১৪ জুলাই : যাত্রীবাহী বাসে অতিরিক্ত এয়ার হর্ন ব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল ময়নাগুড়ি ট্রাফিক পুলিশ। এদিন ময়নাগুড়ি বাজারে অভিযান চালিয়ে একাধিক গাড়ি থেকে অতিরিক্ত এয়ার হর্ন খুলে দেওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, শব্দ দূষণ রোধে এই ধরনের অভিযান লাগাতার চালানো হবে।

নতুন কমিটি

শিলিগুড়ি, ১৪ জুলাই : হাসমি চকে দলীয় কার্যালয়ে মঙ্গলবার সিপিআইএম-এর দার্জিলিং জেলা পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় জেলা পরিষদের সহ সম্পাদক পদে লক্ষ্মী মাহাতো এবং অফিস সম্পাদক হিসেবে সুব্রত রক্ষিত নির্বাচিত হয়েছেন।

নিকাশিনালায় জমেছে আবর্জনার স্তূপ

ময়নাগুড়ি, ১৪ জুলাই : নিকাশিনালায় জমে রয়েছে আবর্জনা। ফলে বৃষ্টির জল বেরোনোর জায়গা নেই। দোকানের সামনে জমে যাচ্ছে জল। ফলে ব্যবসায় ক্ষতি হচ্ছে। ছবিটি ময়নাগুড়ি শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের দুর্গাবাড়ি মোড়ের। দুর্গাবাড়ি থেকে এই নিকাশিনালা পুরোনো বাজার পর্যন্ত গিয়েছে। এই নিকাশিনালার বেশিরভাগ জায়গায় জমে রয়েছে আবর্জনা। ফলে শহরের নিকাশি ব্যবস্থার বেহাল দশা।

দুর্গাবাড়ি মোড়ে আবর্জনায় বন্ধ নিকাশিনালা।

সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলার গোবিন্দ পাল বলেন, 'কিছুদিন আগে নর্দমা পরিষ্কার করা হয়েছে। তবে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। কারণ অনেক জায়গায় নর্দমার ওপর পসরা সাজিয়ে বসেছে ব্যবসায়ীদের একাংশ। এবিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

স্থানীয় ব্যবসায়ী নিমাই দাস বলেন, 'নর্দমা পরিষ্কার না থাকায় বৃষ্টির জল বাইরে বেরিয়ে যেতে পারছে না। ফলে দোকানের সামনে জল জমে থাকছে।' আরেক ব্যবসায়ী সন্তোষ সাহা জানান, নিকাশি ব্যবস্থা বলে কিছুই নেই শহরে। সর্বত্র নর্দমাগুলি আবর্জনায় ভরে গিয়েছে। বৃষ্টি হলে রাস্তার ওপরে জল জমে থাকে। পুর কর্তৃপক্ষের এদিকে নজর দেওয়া উচিত।

পূর্ত দপ্তরের জমি দখলের অভিযোগ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৪ জুলাই : শিলিগুড়ির চেকপোস্ট এলাকায় পূর্ত দপ্তরের জমি দখল করে বাঁশ ও ত্রিপল খাটিয়ে নতুন করে দোকান তৈরির অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের ফোর লেনের কাজের সুযোগ নিয়ে সরকারি ফাঁকা জায়গায় দেদার এই দখলদারি চলছে। এই ঘটনায় স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একাংশের মদত রয়েছে বলেও অভিযোগ। যদিও ব্যবসায়ী সমিতি সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। বিষয়টি নিয়ে পূর্ত দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে।

গত দু'বছর ধরে জাতীয় সড়কের ফোর লেনের কাজের কারণে চেকপোস্ট এলাকা বারবার সংবাদ শিরোনামে এসেছে। উচ্ছেদের মুখে পড়া ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসিন নিয়েও একসময় বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সেই সময় বাধ্য হয়েই বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী চেকপোস্ট এলাকায় পূর্ত দপ্তরের জমিতে বসতে শুরু করেন। অভিযোগ, সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই এখন ওই জায়গাগুলিতে নতুন মুখের আনাগোনা শুরু হয়েছে। প্রথমে সাধারণভাবে বসলেও, এখন রীতিমতো বাঁশ পুঁতে, ত্রিপল খাটিয়ে পাকাপোক্তভাবে জায়গা দখলের চেষ্টা চলছে। শুধু ফাঁকা জমিই নয়, সংলগ্ন নির্মীয়মাণ পিলারের নীচের অংশ থেকে শুরু করে আশপাশের জায়গাতেও বসছেন নতুন ব্যবসায়ীরা।

সম্প্রতি ওই এলাকায় গিয়ে দখলদারির এই দৃশ্য নজরে আসে। কারা বাঁশ পুঁতে জায়গা ঘিরে ত্রিপল দিচ্ছেন? মঙ্গল রায় নামের এক ব্যবসায়ী বললেন, 'কয়েকদিন আগে দেখলাম একজন নতুন ব্যবসায়ী এসে বসেছেন। এখন দেখছি ত্রিপল দিয়ে জায়গা ঘেরা হচ্ছে।' বাঁশ পোঁতার কাজে তদারকি করা এক ব্যক্তিকে সরকারি জায়গায় বসার অনুমতি প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি থতমত খেয়ে যান। নিজেকে ব্যবসায়ী পরিচয় দিয়ে তাঁর জবাব, 'কয়েকদিন ধরেই এখানে বসছি। আশপাশে অনেকেই তো বসছে। জায়গা খালি রয়েছে, তাই বসছি।'

বাঁশ-ত্রিপল দিয়ে তৈরি দোকান। মঙ্গলবার।

স্থানীয় প্রণয় দাসের অভিযোগ, 'নজরদারি করার মতো এখন কেউ নেই। স্থানীয় ব্যবসায়ীদেরই একটি অংশ কিছু সুবিধার বিনিময়ে সরকারি ওই ফাঁকা জায়গাগুলিতে বাইরের নতুন ব্যবসায়ীদের বসার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে।'

যদিও ব্যবসায়ী সমিতির দায়িত্বে থাকা কমলকান্তি সিনহা এই অভিযোগ খারিজ করেছেন। তিনি বলেন, 'নতুন করে বসা ওই ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আমাদের কোনও যোগ নেই। আমরা এর বিরোধিতাও করেছিলাম। তবে ওরা জানায়, পূর্ত দপ্তর সরতে বললেই তারা উঠে যাবে।'

দুই প্রজন্মের ট্যাকটিকাল যুদ্ধ

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষণ জমাট রাখতে চাইবেন আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি।

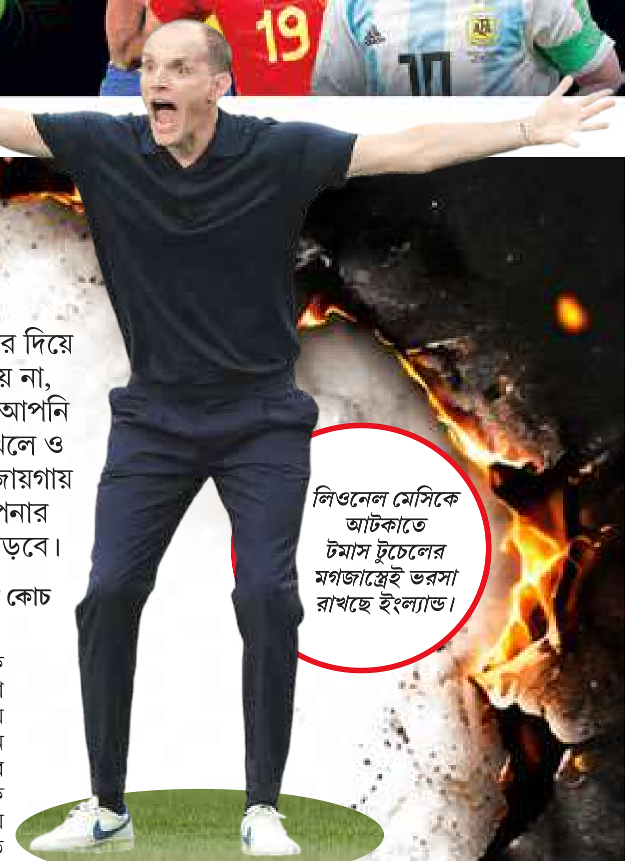
লিওনেল মেসিকে আটকাতে টমাস টুচেলের মগজাস্ত্রেই ভরসা রাখছে ইংল্যান্ড।

> লিওকে একজন ফুটবলার দিয়ে মার্ক করে আটকানো যায় না, ওটা একটা ভুল ধারণা। আপনি একজনকে পাহারায় রাখলে ও ঠিক তাকে টেনে এমন জায়গায় নিয়ে যাবে, যেখানে আপনার পুরো রক্ষণটাই ভেঙে পড়বে।
>
> -টমাস টুচেল, ইংল্যান্ডের কোচ

বিশ্বকাপে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

আটলান্টা, ১৪ জুলাই : ফুটবল বিধাতার এ এক অদ্ভুত চিত্রনাট্য! দীর্ঘ ২২ বছরের আন্তর্জাতিক কেরিয়ার, ছয়টা বিশ্বকাপ, দুশোর বেশি ম্যাচ এবং ৫০টিরও বেশি দেশের বিরুদ্ধে মাঠে নামার পরও, লিওনেল মেসি আজ পর্যন্ত কখনও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলেননি। ৩৯ বছরের গোধূলিবেলায় এসে তাঁকে লড়তে হবে ২৩ বছরের এক তরুণের বিরুদ্ধে, যাঁর জন্মই যেন হয়েছে ফুটবলের রাজদণ্ড ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য- জুডে বেলিংহাম।

আটলান্টার এই সেমিফাইনাল তাই শুধুই দুই প্রজন্মের নয়, ফুটবলের দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন দর্শনেরও লড়াই। একদিকে মেসির সেই মায়াবী ফুটবল। যিনি ম্যাচের প্রথম দশ মিনিট স্রেফ হেঁটে হেঁটে প্রতিপক্ষের রক্ষণের নকশাটা মাথায় এঁকে নেন। তাঁর খেলা মানেই নিখুঁত জ্যামিতিক পাস আর চোখের পলকে হিসেব বদলে দেওয়া ফিনিশ। অন্যদিকে রয়েছেন বেলিংহাম, যাঁর খেলা যেন একটা উদ্দাম ঝড়ের মতো। মাঠে বুক চিতিয়ে ১২ কিলোমিটার দৌড়ানো, নীচে নেমে ট্যাকল করা, আবার পরমুহূর্তেই ৬০ গজ স্প্রিন্ট টেনে হেডে গোল করা- এই তরুণের স্পর্ধাই এখন ইংল্যান্ডের সবচেয়ে বড় বাজি।

এই দুই তারকার লড়াইটা আবার গোল্ডেন বুটেরও। আটটি গোল করে মেসি যেখানে কিলিয়ান এমবাপের সঙ্গে শীর্ষস্থানে, সেখানে নরওয়ের বিরুদ্ধে খাদের কিনারা থেকে দলকে টেনে তোলা জুডে দাঁড়িয়ে আছেন ছয়টি গোল নিয়ে। তবে বিপক্ষ শিবিরে সর্বকালের অন্যতম সেরার উপস্থিতি নিয়ে বেলিংহামের গলায় সমীহ থাকলেও, ভয়ের লেশমাত্র নেই। ইংল্যান্ডের এই নতুন তারকার সোজা কথা, 'ছোটবেলায় মেসিকে দেখে মনে হত উনি বুঝি বাস্তবের কেউ নন। ওঁর সঙ্গে এক মাঠে খেলাটা সত্যিই সম্মানের। কিন্তু আমাদের দল এখন আর বিপক্ষের নাম দেখে ভয় পায় না। সামনে কে দাঁড়িয়ে আছে তা নিয়ে আমাদের থোড়াই কেয়ার, আমরা এখানে বিশ্বকাপ জিততে এসেছি।'

মেসিকে নিয়ে রীতিমতো সতর্ক ইংল্যান্ডের কোচ টমাস টুচেলও। জার্মান কোচের মতে, 'লিওকে একজন ফুটবলার দিয়ে মার্ক করে আটকানো যায় না, ওটা একটা ভুল ধারণা। আপনি একজনকে পাহারায় রাখলে ও ঠিক তাকে টেনে এমন জায়গায় নিয়ে যাবে, যেখানে আপনার পুরো রক্ষণটাই ভেঙে পড়বে।' তাই ডেকলান রাইস আর কোবি মাইনোকে দিয়ে মাঝমাঠে একটা নিশ্ছিদ্র দেওয়াল তোলার অঙ্ক কষছেন তিনি।

মাঠের ভেতরের এই সমীকরণের পাশাপাশি কৌশলগত দিক থেকেও ম্যাচটা দারুণ আকর্ষক হতে চলেছে। সেমিফাইনাল মানেই সাধারণত খোলসে ঢুকে থাকা রক্ষণাত্মক ফুটবলের ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কিন্তু আটলান্টা স্টেডিয়ামের পরিসংখ্যান বলছে একেবারে অন্য কথা। খাতায়-কলমে দুই দলের আক্রমণভাগ যতই বিধ্বংসী হোক না কেন, শেষ চারের টিকিট পাওয়ার রাস্তাটা কিন্তু নিশ্ছিদ্র রক্ষণ দিয়ে তৈরি হয়নি। পাঁচটা করে ম্যাচ খেলে দুই দলই ছয়টি করে গোল হজম করেছে এবং টুর্নামেন্টে মাত্র একটি করে ক্লিনশিট রয়েছে তাদের। পরিসংখ্যান বলছে, শেষ চারের দলগুলির মধ্যে ইংল্যান্ডের রক্ষণই প্রতিপক্ষকে সবচেয়ে বেশি ফাঁকা জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। পিছিয়ে নেই আর্জেন্টিনাও। বক্সের ভেতর বিপজ্জনক শট আটকানোর ক্ষেত্রে এবারের সেমিফাইনালিস্টদের মধ্যে তাঁরাই সবচেয়ে পেছনে। তেকাঠির নীচে এমিলিয়ানো মার্টিনেজের দুর্দান্ত সেভগুলি না থাকলে মেসিদের হয়তো এতদূর আসাই হত না।

তাই ট্যাকটিকাল লড়াইটা মূলত হবে মাঝমাঠে, যেখানে লিওনেল স্কালোনির নিজস্ব একটা জ্যামিতিক ছক আছে। অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, এনজো ফার্নান্ডেজ আর রডরিগো ডি পলকে নিয়ে মাঝমাঠে একটা জমাট ব্লক তৈরি করেন স্কালোনি। এতে প্রতিপক্ষ বাধ্য হয় মাঠের দুই প্রান্ত বা উইং ব্যবহার করতে। আর ঠিক এখানেই লুকিয়ে আছে আর্জেন্টিনার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। উইংয়ে লোক কম থাকায় দ্রুত প্রান্ত বদলে আক্রমণ শানালে ফুলব্যাকরা প্রায়ই একা পড়ে যান।

স্কালোনির এই দুর্বলতাকেই নিজের প্রধান হাতিয়ার করতে চাইছেন টুচেল। তাঁর স্ট্র্যাটেজি হল, বুকায়ো সাকা আর অ্যান্থনি গর্ডনকে দুই প্রান্ত বরাবর খেলিয়ে আর্জেন্টিনার ডিফেন্সকে চওড়া করে দেওয়া। এতে বেলিংহাম আর হ্যারি কেন বক্সে হানা দেওয়ার জন্য অনেকটা খোলা জায়গা পেয়ে যাবেন। টুচেল নিজের পরিকল্পনার কথা গোপনও করছেন না। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, এনজো আর ম্যাক অ্যালিস্টারকে মাঝমাঠে খেলতে দিলে বিপদ, তাই মাঠের পুরো চওড়া অংশটা ব্যবহার করে দ্রুত আক্রমণে উঠতে হবে। পাশাপাশি, টুর্নামেন্টে সবচেয়ে বেশি বল ইন্টারসেপ্ট করা ক্রিশ্চিয়ান রোমেরোর আগ্রাসনকে কেন কীভাবে তাঁর বুদ্ধি দিয়ে ভোঁতা করেন, আর মাঝমাঠে রডরিগোর সঙ্গে রাইসের বল দখলের টক্করটা কে জেতেন- তার ওপর সেমিফাইনালের ফল অনেকটাই নির্ভর করবে।

কৌশল আর মাঠের এই বুদ্ধির লড়াইয়ের সঙ্গে আবার জড়িয়ে আছে এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক রেষারেষিও। এই দুই দলের বৈরিতার শিকড় এমনিতে অনেক গভীরে। ১৯৬৬ বিশ্বকাপে ওয়েম্বলির কোয়ার্টার ফাইনালে জয়ের পর ইংল্যান্ডের তৎকালীন কোচ আলফ রামসে আর্জেন্টাইনদের 'জন্তু' বলে কটাক্ষ করেছিলেন। তারপর থেকে এই দুই দেশের ম্যাচ মানেই বারুদে ঠাসা এক উত্তেজনা। ১৯৯৮ সালের বিশ্বকাপে দিয়েগো সিমিওনেকে লাথি মেরে ডেভিড বেকহ্যামের লাল কার্ড দেখা এবং টাইব্রেকারে আর্জেন্টিনার সেই রুদ্ধশ্বাস জয় আজও ইংরেজদের কাছে এক দগদগে ক্ষত। ঠিক চার বছর পর, ২০০২ বিশ্বকাপে সেই বেকহ্যামের গোলেই অবশ্য মধুর প্রতিশোধ নিয়েছিল ইংল্যান্ড।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আটলান্টার এই ম্যাচ তাই শুধু একটা সেমিফাইনাল নয়, এ হল দুটো ভিন্ন ফুটবলীয় পরিচয়ের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা যেখানে চাইছে নিজেদের ফুটবল-আধিপত্য বজায় রাখতে, সেখানে গত ৬০ বছর ধরে বড় ট্রফি না জেতা ইংল্যান্ড মরিয়া হয়ে আছে নিজেদের ব্যর্থতার তকমা মুছে ফেলতে।

সেমিতে মেসিদের পয়া রেফারি ইসমাইল

২০২২ সালের সেই রুদ্ধশ্বাস বিশ্বকাপ ফাইনালে, যেখানে ফ্রান্সকে হারিয়ে লিওনেল মেসি তাঁর স্বপ্নের ট্রফি ছুঁয়েছিলেন, সেই ম্যাচে চতুর্থ রেফারি হিসেবে দায়িত্ব সামলেছিলেন ইসমাইল এলফ্যাথ। এবার সেই মেসির দলেরই সেমিফাইনাল পরিচালনার মূল দায়িত্বে তিনি।

আটলান্টা, ১৪ জুলাই : ফুটবল মাঠে রেফারিদের সিদ্ধান্ত নিয়ে তর্কবিতর্ক নতুন কিছু নয়। বিশেষ করে ইংল্যান্ড বনাম আর্জেন্টিনা ম্যাচ হলে তো কথাই নেই। ১৯৬৬ সালের আন্তোনিও রাত্তিনের লাল কার্ড হোক, ১৯৮৬ সালে দিয়েগো মারাদোনার সেই বিখ্যাত হাত দিয়ে করা গোল, কিংবা ১৯৯৮ সালে ডেভিড বেকহ্যামের মাঠ ছাড়া- রেফারিদের ভূমিকা বারবার এই দুই দলের দ্বৈরথে চর্চার কেন্দ্রে থেকেছে। এবার আটলান্টার সেমিফাইনালে সেই গুরুদায়িত্ব গিয়ে পড়ল ইসমাইল এলফ্যাথের কাঁধে।

৪৪ বছরের এই রেফারির জীবনের গল্পটা বেশ চমকপ্রদ। মরক্কোয় জন্মে আমেরিকায় বড় হওয়া ইসমাইল একসময় নিজেই ফুটবল খেলতেন। ইউএসএল লিগ টু-তে অস্টিন লাইটনিং দলের হয়ে রীতিমতো স্ট্রাইকার হিসেবে মাঠে নামতেন তিনি। কিন্তু মাঠে রেফারিদের মান নিয়ে তাঁর তীব্র অসন্তোষ ছিল। সেই ক্ষোভ থেকেই একদিন নিজেই বাঁশি হাতে তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের নিশ্চিন্ত চাকরি ছেড়ে পুরোপুরি রেফারি হিসেবেই নিজের কেরিয়ার শুরু করেন তিনি। আজ তিনি বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম সম্মানিত রেফারি।

আর্জেন্টিনার কাছে ইসমাইল মোটেও অপরিচিত নাম নন। বরং তাঁদের সবচেয়ে আনন্দের মুহূর্তের অন্যতম সাক্ষী এই মরক্কান-আমেরিকান। ২০২২ সালের সেই রুদ্ধশ্বাস বিশ্বকাপ ফাইনালে, যেখানে ফ্রান্সকে হারিয়ে লিওনেল মেসি তাঁর স্বপ্নের ট্রফি ছুঁয়েছিলেন, সেই ম্যাচে চতুর্থ রেফারি হিসেবে দায়িত্ব সামলেছিলেন ইসমাইল। এবার সেই মেসির দলেরই সেমিফাইনাল পরিচালনার মূল দায়িত্বে তিনি।

বুধবার আটলান্টায় তাঁর সঙ্গে সহকারী রেফারি হিসেবে মাঠে থাকবেন আমেরিকার কোরি পার্কার এবং কাইল অ্যাটকিনস। এছাড়া ইতালির মাউরিজিও মারিয়ানি চতুর্থ রেফারি এবং দানিয়েল বিন্দোনি রিজার্ভ সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

মাঝমাঠেই ম্যাচের পার্থক্য গড়বে, দাবি ফাউলারের

জিদানকে মনে করাচ্ছে বেলিংহাম : টেরি

আটলান্টা, ১৪ জুলাই : বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা দ্বৈরথে মুখোমুখি ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা এবং ৬০ বছর পর কাপ জয়ের স্বপ্ন দেখা ইংল্যান্ড।

জিমে ঘাম ঝরাচ্ছেন ইংল্যান্ডের হ্যারি কেন ও জুডে বেলিংহাম।

আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড ম্যাচ মানে স্টেডিয়ামের গণ্ডি ছাড়িয়ে এক আত্মমর্যাদার যুদ্ধ। এমন উত্তেজক ম্যাচে ফল নির্ধারণে মাঝমাঠই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে, এমনটাই মত প্রাক্তন ইংলিশ তারকা রবি ফাউলারের। তিনি বলেছেন, 'আমার মতে এই ম্যাচ ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম আইকনিক লড়াই। দিয়েগো মারাদোনার 'হ্যান্ড অফ গড', ডেভিড বেকহ্যামের লাল কার্ড এবং অবশ্যই ফকল্যান্ডের ঐতিহাসিক যুদ্ধের মতো অবিস্মরণীয় মুহূর্ত রয়েছে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার পিছনে। এই ম্যাচে শেষপর্যন্ত যে দল রক্ষণ জমাট রেখে মাঝমাঠের দখল নেবে, তাদের হাতে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ থাকবে।'

আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে মর্যাদার লড়াইয়ে প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক জন টেরির বাজি জুডে বেলিংহাম। রিয়াল তারকার খেলায় কিংবদন্তি জিনেদিন জিদানের ছায়া দেখছেন জন টেরি। চেলসির প্রাক্তন ডিফেন্ডারের কথায়, 'আমি বিশ্বকাপের অনেক আগেই বলেছি, জিদানের কথা মনে করাচ্ছে বেলিংহাম। ও একাই দলটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বমানের ফুটবলার বেলিংহাম।' শেষপর্যন্ত বেলিংহাম কিংবদন্তি জিদানের মতো দেশকে বিশ্বকাপ জেতাতে পারেন কি না, সেদিকে তাকিয়ে ফুটবলপ্রেমীরা।

বেকহ্যামের সমর্থন বদলের দিনে

আটলান্টায় আজ টুচেলের পরীক্ষা

মাঝমাঠের লড়াইয়ে আর্জেন্টিনা তাকিয়ে রডরিগো ডি পলের দিকে।

বিশ্বকাপে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

আটলান্টা, ১৪ জুলাই : আটলান্টার বাতাসে এখন শুধুই ফুটবল। চারপাশের নামীদামি হোটেলগুলিতে ভিড় জমাচ্ছেন বিশ্বের তাবড় ফুটবল ব্যক্তিত্বরা। তবে গ্যালারিতে আজ এমন একজনকে দেখা যাবে, যাঁর সমর্থন নজর কাড়বে সবার। ডেভিড বেকহ্যাম। ইন্টার মায়ামির মালিক হিসেবে লিওনেল মেসির প্রতিটি ম্যাচে তিনি সস্ত্রীক গ্যালারিতে উপস্থিত থেকেছেন। কিন্তু আজ আটলান্টা স্টেডিয়ামের ছবিটা একেবারে আলাদা। আজ আর ক্লাবের তারকা নয়, নিজের দেশ ইংল্যান্ডের জয়ের জন্যই গলা ফাটাবেন তিনি।

ইংল্যান্ডজুড়েও রাতারাতি হাওয়া বদল। যে প্রাক্তনরা এতদিন মেসির প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন, আজ তাঁরাই আটলান্টায় বসে তাঁকে থামানোর ফন্দি আঁটছেন। টমাস টুচেলের অঙ্কটা খুব পরিষ্কার, 'মেসিকে আটকাতে হলে ওকে একাধিক ফুটবলার দিয়ে সর্বক্ষণ ঘিরে রাখতে হবে। নজর এড়িয়ে একটুও জায়গা দেওয়া যাবে না।' মাঠের কৌশলের পাশাপাশি চলছে মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতিও। খেলাটা আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে, তাই ইংরেজদের মাথা ঠান্ডা রাখার কড়া নির্দেশ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। আবেগের বশে ফাঁদে পা দিয়ে লাল কার্ড দেখা চলবে না। নকআউট পর্বের চাপ সামলাতে লিওনেল স্কালোনির দল যথেষ্ট পটু, তাই শৃঙ্খলাই এখন ইংল্যান্ডের বড় অস্ত্র।

বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত আর্জেন্টিনার পারফরমেন্স অবশ্য বিশেষজ্ঞদের পুরোপুরি সন্তুষ্ট করতে পারেনি। কেপ ভের্দের মতো দলের বিরুদ্ধেও তাদের ঘাম ঝরাতে হয়েছে। এমিলিয়ানো মার্টিনেজ গতবারের ফর্মে নেই, রক্ষণভাগও বেশ নড়বড়ে। কিন্তু স্কালোনির দলের সবচেয়ে বড় গুণ হল, শেষ বাঁশি বাজা পর্যন্ত তারা হাল ছাড়ে না। সেমিফাইনালে নামার আগে আর্জেন্টাইন মাঝমাঠের প্রধান ভরসা অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার বলেছেন, '১৯৮৬ সালে ইংল্যান্ড ম্যাচে দিয়েগো মারাদোনা যে পারফরমেন্স করেছিলেন, তার পুনরাবৃত্তি ঘটানো কঠিন। আমার মতে, অসম্ভব। তবে লিও-ই সেটা করে দেখাতে পারে। ছিয়াশির বিশ্বকাপের কিছু ভিডিও দেখছিলাম। এগুলো আমাদের উজ্জীবিত করবে।' মাঝমাঠে অ্যালিস্টারের সঙ্গী রডরিগো ডি পলের মতে, 'আগামীকাল এমন একটা দলের বিরুদ্ধে খেলব, আগে যাদের মোকাবিলা করিনি আমি। মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে রয়েছি।'

অন্যদিকে, ইংল্যান্ডের ১৩টি গোলের ১২টিই এসেছে হ্যারি কেন এবং জুডে বেলিংহামের পা থেকে। টুচেলের দলের আক্রমণভাগ শক্তিশালী হলেও, রক্ষণ নিয়ে বিস্তর দুশ্চিন্তা রয়েছে। গোল বাঁচাতে সেই জর্ডন পিকফোর্ডের বিশ্বস্ত গ্লাভসের দিকেই তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে। পাশাপাশি আটলান্টায় টুচেলের সবচেয়ে বড় শত্রু হতে পারে খেলোয়াড়দের ক্লান্তি। মায়ামির তীব্র গরমে খেলার পর দীর্ঘ বিমান সফর ইংরেজ ফুটবলারদের শারীরিক সক্ষমতার বড় পরীক্ষা নিচ্ছে। ১৯৬৬ সালের পর প্রথমবার ফাইনালে ওঠার স্বপ্ন সত্যি করতে হলে, আজ আটলান্টায় ক্লান্তি এবং চাপ- দুইটিই জয় করতে হবে ইংল্যান্ডকে।

আটলান্টায় রেকর্ডের পাতা
খোলা রাখছেন মেসি

বিশ্বকাপে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

আটলান্টা, ১৪ জুলাই : দিন কয়েক আগের কথা। এক পডকাস্টে অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার হাসতে হাসতে বলছিলেন, দলের বাকিরা নাকি তাঁকে ‘জিঞ্জার’ বলে খ্যাপাত। এতে তাঁর খুব রাগ হত। শেষে বিরক্ত হয়ে তিনি লিওনেল মেসির দ্বারস্থ হন। ব্যস, ওই একবার বারণ করার পর থেকে ড্রেসিংরুমে ওই নামে ডাকা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। অ্যালিস্টারের কথায়, ‘দলে ওঁর প্রভাবটা ঠিক এরকমই। লিও কিছু বললে কেউ না শুনে পারবেই না।’ দলের ভেতর এই নিঃশব্দ শাসনই বুঝিয়ে দেয়, সতীর্থদের কাছে তাঁর অবস্থান ঠিক কোথায়। সেমিফাইনালের গণ্ডি পার হতে গোটা দল তাই তাঁর দিকেই তাকিয়ে।

ফিফা বা জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনোর ‘আদরের ছেলে’ বলে অনেকেই তাঁকে ব্যঙ্গ করেন। কিন্তু সমালোচকরাও মানতে বাধ্য, এই বিশ্বকাপের গ্যালারিতে যদি কেউ একার টানে দর্শক ফেরাতে পারেন, তবে তিনি লিওনেল মেসি। ২০০৬ সাল থেকে শুরু হওয়া তাঁর এই আন্তর্জাতিক কেরিয়ার এবার ছয় নম্বর বিশ্বকাপে পা দিয়েছে। ২০২২ সাল পর্যন্ত তাঁকে একটা বিশাল ছায়ার সঙ্গে লড়তে হয়েছে- বিশ্বকাপ না জিতলে কিসের বড় ফুটবলার? সেই অপবাদ ঘুচিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন নিজের শ্রেষ্ঠত্ব। এরপর আমেরিকায় লিগ খেলতে আসাটাও ফুটবলের প্রসারেরই একটা অংশ। কিন্তু শুধু খেলার আনন্দে খেলতে নেমেও তিনি যেভাবে রেকর্ডের পর রেকর্ড ভেঙে চলেছেন, তা রীতিমতো অবাক করার মতো।

গ্রুপ পর্বেই মিরোস্লাভ ক্লোসের ১৬ গোলের রেকর্ড ভেঙেছিলেন, এখন তাঁর গোলসংখ্যা ২১। বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ (৩১টি) এবং সবচেয়ে বেশি মিনিট (২৪০০) খেলার রেকর্ডও এখন তাঁর ঝুলিতে। আলজিরিয়ার বিপক্ষে বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি বয়সে হ্যাটট্রিক করার কৃতিত্বও আদায় করে নিয়েছেন। গত ম্যাচে সুইৎজারল্যান্ডের বিপক্ষে নেমে প্রথম ফুটবলার হিসেবে ১৫টি নকআউট ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়েছেন, যা শুরু হয়েছিল সেই ২০০৬ সালে মেক্সিকোর বিরুদ্ধে। বুধবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নামলে সেই সংখ্যাটা ১৬-তে দাঁড়াবে। শুধু গোল করাই নয়, গোল করানোতেও তিনি সবাইকে ছাড়িয়ে। অ্যালিস্টারকে দিয়ে করানো গোলটি ছিল বিশ্বকাপে তাঁর ১১ নম্বর অ্যাসিস্ট। জার্মানির ফ্রিৎস ওয়াল্টারের ১০টি অ্যাসিস্টের রেকর্ড তিনি আগেই ছুঁয়েছিলেন, এবার তাঁকে টপকে গেলেন। উল্লেখ্য, খোদ দিয়েগো মারাদোনার অ্যাসিস্ট সংখ্যা ৮।

পরিসংখ্যানবিদরা মজা করে বলছেন, মেসি যতক্ষণ মাঠে আছেন, পরিসংখ্যানবিদদের দম ফেলার ফুরসত নেই। প্রতিদিন নতুন পাতা জুড়তে হচ্ছে। এই নতুন রেকর্ড লেখার কাজ আটলান্টাতেই শেষ হবে, নাকি ফাইনাল পর্যন্ত খোলা থাকবে, তা হয়তো তিনি নিজেই ঠিক করবেন। বুধবারের পর যদি তাঁর বিশ্বকাপ সফর থেমেও যায়, তিনি যা রেখে যাবেন, তা ভাঙতে হয়তো আগামী দিনে কিলিয়ান এমবাপে বা লামিন ইয়ামালদের ঘাম ছুটে যাবে।

টানা দুই বিশ্বকাপ ফাইনালের লক্ষ্যে তৈরি হচ্ছেন আর্জেন্টিনার লিওনেল মেসি।

ট্রফির খরা কাটাতে
অতীত যন্ত্রণাকেই
হাতিয়ার করছেন কেনরা

বিশ্বকাপে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

আটলান্টা, ১৪ জুলাই : ‘মিসিং পিস’ বা ধাঁধার হারিয়ে যাওয়া টুকরো। নরওয়েকে হারানোর পর মিক্সড জোনে দাঁড়িয়ে হ্যারি কেন যখন হাসিমুখে কথাটা বলছিলেন, তাঁর চোখ দুটি যেন এক লহমায় অনেক দূরে চলে গেল। ক্যামেরার ঝলকানি এড়িয়ে তাঁর দৃষ্টি তখন শূন্যতায় ভাসছে। যেন চোখ বন্ধ করলেই আবার সেই দুঃস্বপ্নটা ফিরে আসবে। গত বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সেই পেনাল্টি মিস। স্টেডিয়ামের সেই বোবা নীরবতা আজও কেনকে তাড়া করে। সেই রাতে তিনি বলেছিলেন, এই যন্ত্রণা হয়তো সারাজীবন বয়ে বেড়াতে হবে। কিন্তু খেলোয়াড়রা তো আর রোবট নন যে সুইচ টিপলেই স্মৃতি মুছে যাবে। গত চার বছরে এই যন্ত্রণাকেই তিনি নিজের জেদ বাড়ানোর জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

১৯৬৬ সালের পর থেকে ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ অভিযান মানেই যেন এক দীর্ঘ ট্র্যাজেডির কোলাজ। পল গাসকোয়েনের কান্না, ডেভিড বেকহ্যামের মাথা গরম করা, রোনাল্ডিনহোর সেই অবিশ্বাস্য গোল, ওয়েন রুনির মেজাজ হারানো থেকে শুরু করে ফ্রাঙ্ক লাম্পার্ডের বাতিল হওয়া গোল- এইসব মুহূর্ত ইংরেজ সমর্থকদের কাছে এক একটা দগদগে ক্ষত। নকআউট পর্ব এলেই যেন একটা অদ্ভুত ভয় গোটা দেশকে গ্রাস করে। এই বুঝি কেউ একজন খলনায়ক হয়ে গেল, বা রেফারির একটা ভুল বাঁশিতে সব শেষ হয়ে গেল!

১৯৯০ সালের বিশ্বকাপে গাসকোয়েনের সেই হলুদ কার্ড দেখার পরের হতাশার কথা ধরুন। ববি রবসন তাঁকে বলেছিলেন, ‘তুমি ফাইনালে খেলতে পারবে না ঠিকই, কিন্তু বাকিদের ফাইনালে তোলার দায়িত্ব তোমার।’ কিন্তু গাজা (গাসকোয়েনের ডাকনাম) সেই শোকে এতটাই আচ্ছন্ন ছিলেন যে, পেনাল্টি শুটআউটে শট নিতেই অস্বীকার করেন। সেই হতাশা তাঁকে পরে ব্যক্তিগত জীবনেও খাদের কিনারে ঠেলে দিয়েছিল। ইংল্যান্ডের ফুটবল ইতিহাস বারবার এই মনস্তাত্ত্বিক পতনের সাক্ষী থেকেছে।

তবে টমাস টুচেলের এই দলটা আগের সেই ‘সোনালি প্রজন্ম’গুলোর মতো নয়। এদের ওপর সংবাদমাধ্যমের সেই দমবন্ধ করা প্রত্যাশার চাপ নেই। হ্যারি কেন বা জুডে বেলিংহামের মতো তারকারা দলে থাকলেও, আগের সেই বিষাক্ত সুপারস্টার সংস্কৃতি এখন অনেকটাই ফিকে। এই দলটা অনেক বেশি ইস্পাতকঠিন। মেক্সিকোর বিরুদ্ধে জ্যারেল কোয়ানসা লাল কার্ড দেখার পর অনেকেই ভেবেছিলেন, ইংল্যান্ডের পুরোনো ভূত বোধহয় আবার ফিরে এল। কিন্তু সেই খাদের কিনারা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে দল বুঝিয়ে দিয়েছে, তারা হাল ছাড়তে নারাজ।

এই ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তিটা হয়তো এসেছে সেই পুরোনো যন্ত্রণা থেকেই। গত দুটি ইউরো ফাইনাল এবং ২০১৮ সালের সেমিফাইনাল হারের কষ্ট এই দলের অনেকেই খুব কাছ থেকে দেখেছেন। জন স্টোনস বা জর্ডন পিকফোর্ডরা জানেন একটুর জন্য ট্রফি হাতছাড়া হওয়ার যন্ত্রণা ঠিক কতটা। কেন যেমন বলছিলেন, ‘সবকিছু সবসময় নিজের ইচ্ছেমতো হয় না। কিন্তু সেই ব্যর্থতা থেকেই আমরা শিক্ষা নিয়েছি।’

অতীতের সেই দীর্ঘ যন্ত্রণা মুছে ফেলার এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর কী হতে পারে! সামনে সেই আর্জেন্টিনা, যাদের বিরুদ্ধে ১৯৮৬ সালে শুরু হয়েছিল এক অন্যরকম যন্ত্রণা। লিওনেল মেসিকে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করা মানে শুধু একটা ম্যাচ জেতা নয়, বরং ইংরেজ ফুটবলের সেই দীর্ঘ অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়া। বেলিংহাম যেমন পরিষ্কার করে দিয়েছেন, তাঁদের লক্ষ্য শুধুই বিশ্বকাপ জয়। হারিয়ে যাওয়া সেই টুকরোটা খুঁজে পেতে আর মাত্র দুইটি ধাপ পেরোতে হবে হ্যারি কেনদের।

GEORGE TELEGRAPH
SINCE 1920
www.georgetelegraph.com

সেমিফাইনালে
ওঠার পথ

আর্জেন্টিনা (গ্রুপ ‘জে’)
- আর্জেন্টিনা ৩-০ আলজিরিয়া
- আর্জেন্টিনা ২-০ অস্ট্রিয়া
- জর্ডন ১-৩ আর্জেন্টিনা

নকআউট পর্ব
- আর্জেন্টিনা ৩-২ কেপ ভের্দে (অতিরিক্ত সময়)
- আর্জেন্টিনা ৩-২ মিশর
- আর্জেন্টিনা ৩-১ সুইৎজারল্যান্ড (অতিরিক্ত সময়)

ইংল্যান্ড (গ্রুপ ‘এল’)
- ইংল্যান্ড ৪-২ ক্রোয়েশিয়া
- ইংল্যান্ড ০-০ ঘানা
- পানামা ০-২ ইংল্যান্ড

নকআউট পর্ব
- ইংল্যান্ড ২-১ ডিআর কঙ্গো
- মেক্সিকো ২-৩ ইংল্যান্ড
- ইংল্যান্ড ২-১ নরওয়ে (অতিরিক্ত সময়)

আক্রমণভাগে ইংল্যান্ডের প্রধান ভরসা অধিনায়ক হ্যারি কেন।

বিশ্বকাপ আনকাট

নরওয়েতে বীরের সম্মান

কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ডের কাছে হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিলেও, দেশে ফিরে বীরের সম্মান পেল নরওয়ে দল! প্রায় এক লক্ষেরও বেশি সমর্থক অসলোর রাস্তায় নেমে ফুটবলারদের সংবর্ধনা জানান। রাজপ্রাসাদের সামনে দর্শকদের সঙ্গে রয়্যাল গার্ড এবং খোদ রাজা হ্যারল্ডও উপস্থিত ছিলেন। তবে উৎসবের শেষ লগ্নে দর্শকদের সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী ‘ভাইকিং রো’ উদযাপনের আগেই ফ্লাইট ধরার তাড়ায় বিমানবন্দর ছোটেন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড এবং স্যান্ডার বার্গ। মজাদার বিষয় হল, আমেরিকা থেকে ফেরার সময় স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে একটি স্টাফড (স্টাফ করা) র‍্যাকুন নিয়ে ফিরেছেন হাল্যান্ড, যার হাতে আবার মদের বোতল ধরা!

ডাচ রেফারির অকালপ্রয়াণ

মাত্র ৩৮ বছর বয়সে অকালে প্রয়াত হলেন ডাচ রেফারি রব ডাইপেরিঙ্ক। চলতি বিশ্বকাপের জন্য ফিফার ভিএআর প্যানেলে নির্বাচিত হলেও, গত এপ্রিলে লন্ডনে একটি ম্যাচের আগে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করায় টুর্নামেন্ট থেকে তাঁকে বাদ দেওয়া হয়। যদিও প্রমাণের অভাবে পরে মামলাটি খারিজ হয়ে যায় এবং ডাইপেরিঙ্ক নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছিলেন। ২০১৭ সাল থেকে ডাচ লিগ এবং ২০২৪ সালের ইউরো কাপেও দায়িত্ব সামলেছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর নির্দিষ্ট কারণ এখনও জানা যায়নি, তবে এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছে ডাচ ফুটবল সংস্থা।

ক্ল্যাচ স্পোর্টসে বালোগান

বিশ্বকাপের দারুণ পারফরমেন্সের পর এবার বাস্কেটবল কিংবদন্তি লেব্রন জেমসের বিখ্যাত স্পোর্টস এজেন্সি ‘ক্ল্যাচ স্পোর্টস’-এ যোগ দিলেন আমেরিকান স্ট্রাইকার ফোলারিন বালোগান। টুর্নামেন্টে ৩টি গোল করা এই তারকা বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিরুদ্ধে লেব্রনের আইকনিক ‘সাইলেন্সার’ সেলিব্রেশন নকল করে আগেই নজর কেড়েছিলেন। বসনিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর লাল কার্ডের শাস্তি স্থগিত হওয়া নিয়ে বিস্তর বিতর্ক হলেও শেষ ষোলোয় বেলজিয়ামের কাছে হেরে বিদায় নেয় আমেরিকা। ক্ল্যাচ স্পোর্টসের সিইও রিচ পল বালোগানকে বর্তমান বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম প্রতিভাবান এবং প্রভাবশালী খেলোয়াড় হিসেবে আখ্যা দিয়ে এই চুক্তির কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছেন।

বিশ্বকাপে
দ্বিতীয় সেমিফাইনাল
আর্জেন্টিনা বনাম ইংল্যান্ড
১৬ জুলাই, রাত ১২.৩০ মিনিট
সম্প্রচার
ইউনাইটেড৮ স্পোর্টস চ্যানেল ও জি৫ অ্যাপ

দাঙ্গার আশঙ্কায় আটলান্টা
নিরাপত্তা বলয়ে ফুটবল

বিশ্বকাপে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

আটলান্টা, ১৪ জুলাই : আটলান্টার শান্ত, সবুজে ঘেরা ডাউনটাউন বা মিডটাউনের রাস্তাগুলি হঠাৎ করেই যেন একটা দুর্গে পরিণত হচ্ছে। জর্জিয়া প্রশাসনের রাতের ঘুম উড়েছে নিছক একটা ফুটবল ম্যাচ ঘিরে। তবে খেলাটা যখন ইংল্যান্ড আর আর্জেন্টিনার, তখন ফুটবল আর যুদ্ধ যে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়, সেটা এখানকার প্রশাসন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। বুধবারের সেমিফাইনালে মুখোমুখি হতে চলেছে এমন দুটো দেশ, যাদের ফুটবলীয় শত্রুতার সঙ্গে পরতে পরতে জড়িয়ে আছে বুলেটের গন্ধ আর ফকল্যান্ডের ইতিহাস। একদিকে ফকল্যান্ড যুদ্ধের স্মৃতিতে ফুটতে থাকা প্রায় ৫০ হাজার আর্জেন্টিনীয় সমর্থক, অন্যদিকে ৩০ হাজার ইংরেজ ভক্ত। সব মিলিয়ে আটলান্টা স্টেডিয়াম এখন একটা বারুদের স্তূপ।

মাঠের বাইরে এই উত্তেজনার আগুনে ঘি ঢেলেছেন খোদ আর্জেন্টিনার ফুটবলাররা। সুইৎজারল্যান্ডকে হারানোর পরই কানসাস সিটির সাজঘরে এনজো ফার্নান্ডেজ, অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টারদের গলায় শোনা গিয়েছে সেই চেনা গান-‘ফকল্যান্ডের জন্য, দিয়েগোর জন্য আর লিওর শেষবারের জন্য।’ ১৯৮২ সালে ৭৪ দিন ধরে চলা সেই যুদ্ধে আর্জেন্টিনার ৬৪৯ জন এবং ব্রিটেনের ২৫৫ জন সেনা প্রাণ হারিয়েছিলেন। যদিও ২০১৩ সালের এক গণভোটে ফকল্যান্ড বা মালভিনাস দ্বীপের বাসিন্দারা ব্রিটিশ নাগরিকত্বের পক্ষেই রায় দিয়েছেন, কিন্তু আর্জেন্টিনার মানুষের মনে সেই ক্ষোভ আজও দগদগে। এই বছরই আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট জাভিয়ের মিলেই সোশ্যাল মিডিয়ায় মনে করিয়ে দিয়েছেন, মালভিনাস চিরকাল আর্জেন্টিনারই থাকবে। তাই গ্যালারি থেকে সাজঘর, সর্বত্র যখন মালভিনাসের শহিদদের কথা ফিরে আসে, তখন ফুটবল আর নিছক খেলা থাকে না, তা পরিণত হয় এক গভীর জাতীয়তাবাদী আবেগে।

দিয়েগো মারাদোনা কখনও নিজের সেই হাত দিয়ে করা গোল নিয়ে অনুতপ্ত ছিলেন না। আত্মজীবনীতে তিনি অকপটে লিখেছিলেন, গোলটা তাঁর বড্ড প্রিয়, কারণ ওটা ছিল ‘ইংরেজদের পকেটমারি করার মতো!’ ফকল্যান্ড যুদ্ধের তখন মাত্র চার বছর পেরিয়েছে। তাই মেক্সিকোর অ্যাজটেকার স্টেডিয়ামে ওই গোলটাকে মারাদোনা দেখেছিলেন ফকল্যান্ডে মারা যাওয়া ছেলেদের মৃত্যুর বদলা হিসেবে। সেই একই আবেগে আজও ফুটতে থাকে আর্জেন্টিনার গ্যালারি।

পরিস্থিতি সামাল দিতে আটলান্টা পুলিশ তাই নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার জাল বিছিয়েছে। স্টেডিয়ামের পাশাপাশি সেন্টেনিয়াল অলিম্পিক পার্ক এবং ডেকাটুর স্কোয়ারের ফ্যানজোনগুলিতে মোতায়েন করা হচ্ছে প্রায় ১৮০০ পুলিশ ও বিশেষ রক্ষীবাহিনী। টানা ১২ ঘণ্টার শিফটে কাজ করবেন পুলিশকর্মীরা। এমনিতেই ফিফার নিয়ম অনুযায়ী মাঠে দুই দেশের সমর্থকদের আলাদা করে বসার কোনও ব্যবস্থা নেই, ফলে দর্শকরা একসঙ্গেই বসে খেলা দেখবেন। একটু স্ফুলিঙ্গ হলেই যে বড়সড়ো বিপদ হতে পারে, তা প্রশাসন জানে। আটলান্টা পুলিশের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, শহরের শান্তি বিঘ্নিত করার কোনও চেষ্টা হলে তা কড়া হাতে দমন করা হবে।

তবে অবাক করা পরিসংখ্যান হল, মায়ামিতে নরওয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচে প্রায় ৪০ হাজার ইংরেজ সমর্থক থাকলেও সেখানে কোনও গোলমাল হয়নি। সেখানে থাকা ব্রিটিশ পুলিশের প্রতিনিধিদলের প্রধান গ্যারেথ পারকিন জানিয়েছেন, আমেরিকায় ইংরেজ দর্শকদের আচরণ এখনও পর্যন্ত দৃষ্টান্তমূলক। কিন্তু সমস্যা পাকিয়েছেন খোদ ইংল্যান্ডে বসে থাকা সমর্থকরা। মদ্যপ অবস্থায় উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য খেলা শেষে সেখানে ৫০০টিরও বেশি অভিযোগ দায়ের হয়েছে, গ্রেপ্তার হয়েছেন একশোর বেশি মানুষ। ব্রিটেনের পুলিশ প্রধান মার্ক রবার্টস তাই বাধ্য হয়ে আবেদন করেছেন, দেশের সমর্থকরা যেন আমেরিকায় থাকা দর্শকদের দেখে শান্ত থাকতে শেখেন।

সব মিলিয়ে আটলান্টার বাতাসে এখন শুধুই টানটান উত্তেজনা। দুই দলের ফুটবলাররা যখন মাঠের ভেতরে নিজেদের কৌশল সাজাতে ব্যস্ত, তখন মাঠের বাইরে প্রশাসন ব্যস্ত একটা সম্ভাব্য দাঙ্গা আটকানোর নকশা তৈরি করতে। বল গড়ানোর আগেই এই চরম মানসিক দ্বন্দ্ব প্রমাণ করে দিচ্ছে, এই ম্যাচ স্রেফ ফাইনালে ওঠার নয়, এ হল এক না-মেটা ঐতিহাসিক বদলার খেলা।

বজ্র আঁটুনি

- সেন্টেনিয়াল অলিম্পিক পার্ক এবং ডেকাটুর স্কোয়ারের ফ্যানজোনগুলিতে মোতায়েন করা হচ্ছে প্রায় ১৮০০ পুলিশ ও বিশেষ রক্ষীবাহিনী।
- টানা ১২ ঘণ্টার শিফটে কাজ করবেন পুলিশকর্মীরা।
- আটলান্টা পুলিশ জানিয়েছে, শহরের শান্তি বিঘ্নিত করার কোনও চেষ্টা হলে তা কড়া হাতে দমন করা হবে।
- মদ্যপ অবস্থায় উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য খেলা শেষে ইংল্যান্ডে ৫০০টিরও বেশি অভিযোগ দায়ের হয়েছে, গ্রেপ্তার হয়েছেন একশোর বেশি মানুষ।

ছোটবেলার হিরোর
বিরুদ্ধে পিকফোর্ড

আটলান্টা, ১৪ জুলাই : ২০০২ সালের বিশ্বকাপ। আট বছরের এক স্কুলপড়ুয়া ছেলে মেঝের ওপর বসে অবাক বিস্ময়ে টিভির পর্দায় দেখছে ইংল্যান্ড বনাম আর্জেন্টিনার লড়াই। সেই ছেলেটিই আজ ইংল্যান্ডের এক নম্বর গোলকিপার জর্ডন পিকফোর্ড। পিটার শিলটনের রেকর্ড ভেঙে দেশের হয়ে বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার নজির গড়া হয়ে গেছে তাঁর। নরওয়ের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালে সেই রেকর্ড গড়ার পর, এবার তাঁর সামনে এমন এক চ্যালেঞ্জ, যার মুখোমুখি তিনি আগে কখনও হননি। আটলান্টার সেমিফাইনালে পিকফোর্ডের সামনে লিওনেল মেসি।

দীর্ঘ কেরিয়ারে অনেক কঠিন পেনাল্টি শুটআউট সামলেছেন, অনেক রথী-মহারথীর বিরুদ্ধে খেলেছেন পিকফোর্ড। কিন্তু আটবারের ব্যালন ডি’অর জয়ী তারকার বিরুদ্ধে এই প্রথম মাঠে নামবেন তিনি। সাংবাদিকদের সামনে পিকফোর্ড বলছিলেন, ‘যে মানুষটাকে ছোটবেলা থেকে টিভিতে দেখে বড় হয়েছি, এতদিন পর মাঠে তাঁর মুখোমুখি হতে পারাটা সত্যিই দারুণ একটা অনুভূতি। সারা জীবন ধরে উনি শুধু গোল করেছেন আর করিয়েছেন।’

তবে ৩৯ বছরের মেসিকে সমীহ করলেও, আর্জেন্টিনাকে শুধু ‘একজনের দল’ ভাবতে নারাজ তিনি। পিকফোর্ড খুব ভালো করেই জানেন, বিপক্ষ কতটা শক্তিশালী। তাই দলের বাকিদের শক্তিমত্তা এবং দুর্বলতা নিয়েও আলাদা করে অঙ্ক কষছেন তাঁরা।

অনুশীলনের আগে ডার্ট খেলায় মজে ইংল্যান্ডের গোলকিপার জর্ডন পিকফোর্ড।

চলতি বিশ্বকাপে টমাস টুচেলের দল বারবার নিজেদের খাদের কিনারা থেকে টেনে তুলেছে। মেক্সিকোর বিরুদ্ধে দশজনে খেলেও জয় ছিনিয়ে নেওয়াটা সেই ইস্পাতকঠিন মানসিকতারই প্রমাণ। পিকফোর্ডের মতে, দলের এই একতাই তাঁদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। অন্যদিকে, চলতি টুর্নামেন্টে আর্জেন্টিনার ফুটবলারদের বিরুদ্ধে রেফারিকে প্রভাবিত করা বা মাঠে চালাকি করার বিস্তর অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু ইংল্যান্ড এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ। জ্যারেল কোয়ানসার নির্বাসন ছাড়া গোটা টুর্নামেন্টে তাঁরা যথেষ্ট শৃঙ্খলার পরিচয় দিয়েছেন। পিকফোর্ড পরিষ্কার বলেছেন, ‘মাঠে আমরা কোনও ঝামেলায় জড়াইনি। রেফারি কী সিদ্ধান্ত নিলেন তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে, আমরা শুধু ফুটবলের দিকেই নজর দিচ্ছি। এটাই আমাদের মানসিকতা।’

নরওয়ে ম্যাচের পর দলের খেলা নিয়ে টুচেলের ক্ষোভকে সমর্থনই করেছেন এভার্টনের এই গোলকিপার। তিনি মনে করেন, দল এখনও নিজেদের সেরা ছন্দে পৌঁছাতে পারেনি। ১৯৬৬ সালের পর ট্রফির খরা কাটাতে চাওয়া দেশের মানুষের স্বপ্নটাকে তাঁরাও অনুভব করছেন। পিকফোর্ড বলেছেন, ‘২০১৮ সালে আমাদের লক্ষ্য ছিল দেশের মানুষকে এক সুতোয় গাঁথা। এখন আমরা আবার সেমিফাইনালে। জানি আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে কাজটা কঠিন, কিন্তু দেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য আমরা সবটুকু উজাড় করে দেব।’

নাম-পরিচয় লুকিয়ে

জীবনের পাঠ লামিনের

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ
জয় মণ্ডল

ডালাস, ১৪ জুলাই : সোমবার ছিল তাঁর ১৯তম জন্মদিন। বার্থডে গিফট অবশ্য পেলেন মঙ্গলবার। ১৬ বছর পর আবার বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেন। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেন লামিনে ইয়ামাল।

২২ মিনিটে স্পেন পেনাল্টি পায় তাঁকে লুকাস ডিগনে ফাউল করায়। সেখান থেকে গোল মিকেল ওয়ারজাবালের। পরে ৬১ মিনিটে তিনি নিজেও বল জালে জড়িয়েছিলেন। কিন্তু অফসাইডের জন্য সেই গোল বাতিল হয় তাঁর।

গত সপ্তাহে বেলজিয়াম ম্যাচের পর ফ্রান্সকে নিয়ে তাঁর 'ভয় না পাওয়া'-র মন্তব্য ঘিরে জলঘোলা হয়েছিল। কিন্তু সেমিফাইনালে নামার আগেই লামিনে সোজাসুজি বলে দেন, 'আমি কেন ভয় পাব? আমরা তো ইউরোপ চ্যাম্পিয়ন। তাছাড়া ফুটবল তো নিছকই একটা খেলা। জীবনে ফুটবল ম্যাচের চেয়েও অনেক বেশি কঠিন পরিস্থিতি আসে। তাই আমি বাড়তি কোনও চাপ নিই না।' ডালাসে এদিন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তিনি নিজের সেরা ছন্দে না থাকলেও সেই খামতি ঢেকে দিয়েছেন ইয়ামালের সতীর্থরা।

১৯ বছরের এক তরুণের এমন সাহসের উৎস কোথায়? উত্তরটা লুকিয়ে আছে তাঁর নামের ঠিকুজিতেই। স্প্যানিশ প্রথা অনুযায়ী বাবা ও মায়ের পদবি মিলিয়ে তাঁর পুরো নাম লামিনে ইয়ামাল নাসরাওই এবানা। আরবি ভাষায় 'লামিনে' শব্দের অর্থ সৎ বা বিশ্বাসযোগ্য, আর 'ইয়ামাল' মানে সৌন্দর্য বা মাধুর্য। কিন্তু তাঁর এই নামটার নেপথ্যে রয়েছে এক অদ্ভুত মানবিক গল্প। তাঁর মা শিলা যখন তাঁকে জন্ম দেন, তখন তাঁর বয়স মোটে ১৬। মরক্কো থেকে আসা বাবা মুনির এবং ইকুটোরিয়াল গিনি থেকে আসা মায়ের সংসারে তখন চরম অনটন। কাতালুনিয়ার রোকাফোন্ডা এলাকার সেই দারিদ্র্যের দিনে এই কিশোর বাবা-মায়ের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন দুই সহৃদয় বন্ধু। একজনের নাম ছিল লামিনে, অন্যজনের ইয়ামাল। সেই চরম দুর্দিনে আর্থিক সাহায্যের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ নিজেদের সন্তানের নাম ওই দুই বন্ধুর নামে রাখেন মুনির ও শিলা।

সেই ছোট্ট ছেলেটার জীবনে এরপর অনেক কিছু ঘটে গিয়েছে। পাঁচ মাস বয়সে লিওনেল মেসির কোলে ওঠার সেই বিখ্যাত ছবি আজ রীতিমতো রূপকথা। ১২ বছর বয়সে বার্সেলোনার লা মাসিয়া অ্যাকাডেমিতে যোগ দেওয়া থেকে শুরু করে স্পেনের জার্সিতে ইউরো কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়া- সবটাই যেন সিনেমার চিত্রনাট্য। আজ তিনি বছরে প্রায় ৪০ মিলিয়ন ইউরোর চুক্তিতে আবদ্ধ, অ্যাডিডাস বা কোকা-কোলার মতো গ্লোবাল ব্র্যান্ডের মুখ। কিন্তু এত কিছুর পরেও মাটি থেকে পা সরেনি তাঁর। গোল করার পর আজও দুই হাত দিয়ে রোকাফোন্ডার পোস্টকোডের শেষ তিন সংখ্যা '৩০৪' দেখিয়ে নিজের শিকড়কে মনে করিয়ে দেন। তাঁর কথায়, 'ফুটবলে আবার চাপ কী! আমার বাবা রাস্তায় ঘুরে জিনিসপত্র কুড়াতেন যাতে আমাদের মুখে অন্তত একবেলা খাবার তুলে দিতে পারেন। আসল চাপ তো সেটা।'

জন্মদিনের সেরা উপহার হিসেবে ফাইনালের টিকিট চেয়েছিলেন তিনি। এবার তাঁর সামনে চ্যালেঞ্জ নিউ ইয়র্কে রবিবার দিনটা সোনালি অক্ষরে লেখার।

স্পেন মাঝমাঠের ডানপ্রান্তে নজর কাড়ছেন লামিনে ইয়ামাল।

অনুশীলনের ফাঁকে গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে শুভমান গিল আলোচনায় ব্যস্ত থাকলেও সীতাংশু কোটাকের সঙ্গে সময় কাটালেন বিরাট কোহলি।

বিরাট-গম্ভীর 'ফাটল' ফের প্রকাশ্যে

বার্মিহাম, ১৪ জুলাই : দুইজনের সম্পর্কের রসায়ন ভালো ছিল না কোনওদিনই। কিন্তু তারপরও আড়ালে ছিল অনেক বিষয়।

দুনিয়াকে চমকে দিয়ে গৌতম গম্ভীর বছর দুয়েক আগে টিম ইন্ডিয়ার কোচের দায়িত্ব নেওয়ার পর দুইজনের সম্পর্ক ভালো হয়েছিল বলে দাবি করেছিলেন অনেকে। সেই সময় ভারতীয় দলের অনুশীলনে প্রায়ই বিরাট কোহলি ও গৌতম গম্ভীরকে কথা বলতে, মজা করতে দেখা গিয়েছিল।

আপাতত সবই অতীত। সম্প্রতি ফের দুইজনের মধ্যে সমস্যা তৈরি হয়েছে। সমস্যা না বলে 'ফাটল' বলাই ভালো। বন্ধ হয়েছে কথাও। যার উদাহরণ গতকালের এজবাস্টনের মাঠে ভারতীয় দলের অনুশীলন। বিরাট-গম্ভীর, দুইজনই ছিলেন অনুশীলনে। খুব কাছাকাছি। কিন্তু তারপরও সহস্র মাইলের ব্যবধান ছিল তাঁদের মধ্যে। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলার সৌজন্য দেখাননি। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বার্মিংহামের এজবাস্টনের মাঠে আজই শুরু হয়েছে সিরিজের প্রথম একদিনের ম্যাচ। আর সেই ম্যাচ ছাপিয়ে প্রবলভাবে সামনে এসেছে গম্ভীর-বিরাটের সম্পর্কের 'ফাটল'। সর্বভারতীয় এক চ্যানেলে কোহলি বনাম গম্ভীর নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদনও সামনে এসেছে আজই। রীতিমতো ভিডিও ফুটেজ দেখিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, দলের প্রধান কোচের সঙ্গে প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের সম্পর্ক ফের তলানিতে চলে গিয়েছে। টিম ইন্ডিয়ার জন্য যা রীতিমতো অস্বস্তিকরও বটে। যদিও এই ব্যাপারে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড বা টিম ইন্ডিয়ার তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। কিন্তু তারপরও অস্বস্তি প্রবলভাবে ডালপালা মেলেছে। উল্লেখ্য, ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল গতকালই সাংবাদিক সম্মেলনে স্পষ্ট করেছেন, ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপের ভাবনায় রোকো জুটি প্রবলভাবেই রয়েছে।

সিএবি-র মহাবৈঠকে আজ ঝড়ের সম্ভাবনা : বিতর্কের আগুনে পুড়ছে বাংলা ক্রিকেট সংস্থা। রাজ্যের ১৮টি জেলার জেলাশাসক, ১১-১২টি ক্লাব ও জাতীয় দলের এক প্রাক্তন ক্রিকেটারের চিঠির সুবাদে ইতিমধ্যেই স্থগিত হয়ে গিয়েছে বিশেষ সাধারণ সভা (এসজিএম)। ২০ জুলাইয়ের সেই সভা স্থগিত হওয়া নিয়ে বুধবার সন্ধ্যায় জরুরি বৈঠক ডেকেছেন সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। কেন বৈঠক স্থগিত হল, তার ব্যাখ্যা দেবেন সৌরভ। সূত্রের খবর, বুধ সন্ধ্যার বৈঠকে ঝড় উঠতে চলেছে সিএবি-তে। জানা গিয়েছে, সুপ্রিমকোর্ট ও লোধা নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ইতিমধ্যেই যে কাণ্ডকারখানা ঘটেছে সিএবি-তে, তারপর কালকের বৈঠকে মুখ পুড়তে পারে বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর।

প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ রোকো

টিমগেমে বাজিমাত শুভমান-অক্ষরদের

ইংল্যান্ড-২৫৮
ভারত-২৬২/৪ (৪৫.২ ওভারে)

বার্মিংহাম, ১৪ জুলাই : নতুন দিন। নতুন মঞ্চ।

চলতি বিলেত সফরে ভারতীয় দলের ভাগ্যের চাকাতেও পরিবর্তন। টি২০ সিরিজে হারের ধাক্কা কাটিয়ে ওডিআই দ্বৈরথে প্রথম সুযোগেই জবাব 'মেন ইন ব্লু'-র। বোলিং, ফিল্ডিং, ব্যাটিং- প্রতি বিভাগে দলগত প্রয়াসে ইংল্যান্ড বধ শুভমান গিল ব্রিগেডের।

শুরুটা হয়েছিল জসপ্রীত বুমরাহ-অক্ষর প্যাটেল-প্রসিধ কৃষ্ণা-গুরনুর ব্রারদের বোলিং প্রয়াসের হাত ধরে। টিমগেমের যে মেজাজ বজায় রেখে ব্যাটিংয়েও বাজিমাত। রোহিত শর্মা (১১), বিরাট কোহলি (৫) প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হলেও জয় আটকায়নি।

২৫৯ রানের লক্ষ্যে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেন শুভমান গিল। সিনিয়ার দুই সতীর্থের দ্রুত প্রস্থানে তৈরি হওয়া চাপ, নানান বিতর্কে জর্জরিত দলকে দিশা দেখালেন অধিনায়কোচিত ৮০ রানের (হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে রিটায়ার্ড হার্ট) ইনিংসে। শুভমানের সঙ্গে সেঞ্চুরি পার্টনারশিপে ভরসা জোগালেন শ্রেয়স আইয়ারও (৩৫)।

৪৮/২ থেকে ১৪৯/২। এখান থেকে জোড়া দুর্ভাগ্যে একসময় হারের আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে খোড়াতে খোড়াতে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন শুভমান। থমকে যায় ৭৫ বলে ১১টি চার ও ১টি ছক্কার সাহায্যে সাজানো ৮০ রানের ইনিংস। কিছুক্ষণ পর রানআউট শ্রেয়স। চাপ বাড়িয়ে লোকেশ রাহুলের (১) উইকেট উড়িয়ে দেন জোশ টাঙ্গ। ১৬০/৪।

তখনও দরকার ৯৯ রান। কিন্তু সব প্রতিকূলতা অতিক্রম অক্ষর (অপরাজিত ৫৭)-ওয়াশিংটন সুন্দরের (অপরাজিত ৫২) হাত ধরে। যখন মনে হচ্ছিল টি২০ সিরিজের মতো পরিণতির পথেই এগোচ্ছে বার্মিংহামের দ্বৈরথ, আর একটা-দুইটি উইকেট পড়া মানে ম্যাচ হাতছাড়া, তখনই প্রতিরোধ অক্ষর, সুন্দরের। জোফ্রা আর্চার-টাঙ্গ-স্যাম কুরানদের দাপট থামিয়ে অবিচ্ছিন্ন পঞ্চম উইকেটে ১০২ রানের যুগলবন্দিতে আশঙ্কার মেঘ কেটে যায়।

৪ উইকেট নেওয়ার পর ৩৯ বলে হাফ সেঞ্চুরি অক্ষরের। শুভমানের তৈরি ভিতে অক্ষরের অলরাউন্ড শো এবং সুন্দরের লড়াকু হাফ সেঞ্চুরিতে চলতি বিলেত সফরে প্রথম জয়ের স্বাদ। শেষপর্যন্ত ২৮ বল হাতে রেখে ৬ উইকেটে ইংল্যান্ড-বধে তিন ম্যাচের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল ভারত।

এর আগে ম্যাচ শুরু হয় ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি পেসার প্রয়াত বব উইলিসকে স্মরণ করে। প্রোস্টেট ক্যানসার নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে 'ব্লু ফর বব' প্রচারের অঙ্গ হিসেবে জস বাটলাররা 'ব্লু জার্সি' পরে এদিন মাঠে নামেন। অপরদিকে নতুন কোকাবুরা সাদা বলে উইলিসের স্মৃতি উসকে দিচ্ছিলেন বুমরাহ (৩১/১)। পিচে আনইভেন বাউন্স। কোনও কোনও বল কাঁধের সমান লাফাচ্ছে। গুরনুর (৬১/২)-প্রসিধদের (৫০/২) নিয়ে যা কাজে লাগালেন দীর্ঘ বিশ্রাম থেকে ফেরা বুমরাহ।

প্রথম উইকেটের জন্য ১৩তম ওভার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলেও জ্যাকব বেথেল-বেন ডাকেটদের হাত খোলার সুযোগ দেননি। শেষপর্যন্ত যে চাপের শিকার হয়ে গুরনুরের শিকার বেথেল (১৪), ডাকেটরা (৪৩)। এখান থেকে ধস ইংল্যান্ড ইনিংসে। ৬১/০ থেকে ২২ ওভারের মধ্যে ১০৭/৬।

নিজের দ্বিতীয় স্পেলে বুমরাহ ফেরান বিপজ্জনক হ্যারি ব্রুককে (১)। ব্যাটের কানায় লেগে স্লিপে রোহিতের নিরাপদ হাতে। যার সুবাদে ইংল্যান্ডের মাটিতে ভারতীয় হিসেবে সর্বাধিক ৩১ উইকেট এবং ১৫০তম ওডিআই শিকারের নজির বুমরাহর। প্রসিধের ঝোলায় ২০০তম ওডিআই ম্যাচ খেলতে নামা বাটলার (৫) ও কুরান (০)। উইল জ্যাকস (২০) ফেরেন উইকেটকিপার লোকেশের দুরন্ত প্রচেষ্টায়। শিবম দুবের বলে ব্যাট ছুঁয়ে প্রথম স্লিপ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার মুখে ঝাঁপিয়ে ওয়ান হ্যান্ডেড ক্যাচ। স্পেশাল বক্সে বসে যার সাক্ষী মহেন্দ্র সিং ধোনিও।

এদিন ভারতীয় দলের ফিল্ডিংও প্রশংসনীয়। বাউন্ডারি লাইনে ডাকেটের দুর্দান্ত ক্যাচ নেন বুমরাহ। ওয়াশিংটনরা টি২০ সিরিজের ভুলভ্রান্তি ঝেড়ে রীতিমতো উজ্জীবিত। এনার্জি জোগানোর দায়িত্বে কোহলি। সারাক্ষণ দৌড়ে বেড়ালেন। সব ভালোর মধ্যে শিবম চোনা ফেলে দেন নিজের বলে রুটের ক্যাচ ফেলে। তখন রুট ৭ রানে খেলছিলেন। ধরতে পারলে ইংল্যান্ড দুশো পেরোত কি না সন্দেহ।

খেসারত সপ্তম উইকেটে লিয়াম ডসনকে (৬৮) নিয়ে ১২১ রানের পার্টনারশিপ, রুটের অপরাজিত ৭৬। শিবমের যে ভুলচুকে রাশ আলগা হয়ে যাওয়া। শেষদিকে সেই আক্ষেপে কিছুটা প্রলেপ অক্ষরের স্পিনে। ২২৮/৬ থেকে শেষ চার উইকেট তুলে নিয়ে ইংল্যান্ডকে ২৫৮ রানে গুটিয়ে দেন অক্ষর (৬২/৪)। তখনও ইনিংসের ১৩ বল বাকি। দিনের শেষে অক্ষরের যে স্পেল এবং ব্যাট হাতে প্রতিরোধ তফাত গড়ে দেয়।

৮০ রানের মাথায় হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন শুভমান গিল। ম্যাচ জেতানো অর্ধশতরানের পর অক্ষর প্যাটেল। বার্মিংহামে মঙ্গলবার।

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২১/০৭/২০২৬ ইং তারিখে দুপুর ২.০০ ঘটিকায় কোচবিহার ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে জোড়া দিঘি, সাকাতি এবং হলং দিঘি তিনটির শর্তসাপেক্ষে চুক্তিভিত্তিক ইজারা প্রদান করা হইবে। উক্ত ইজারায় অংশগ্রহণে প্রত্যেককে উক্ত সময়ের পূর্বে কোচবিহার ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

হাত বাড়ালেই
Suvida
গর্ভনিরোধক পিল
ESKAG PHARMA PRIVATE LIMITED
6290 900 900 / 8017 444 555

বাস্তিল দিবসে

এমবাপেদের দুঃস্বপ্ন

প্রথম পাতার পর

একটা দূরপাল্লার শট নিলেও তা বারের অনেকটা ওপর দিয়ে উড়ে যায়। ঠিক দুই মিনিট পর মাইগনানের একটা ভুল ক্লিয়ারেন্স থেকে স্পেনের চমৎকার একটা মুভ তৈরি হয়। ড্যানি ওলমো আর ইয়ামালের পা ঘুরে আসা বলটা বক্সে ফাঁকায় পেয়েছিলেন ফাবিয়ান রুইজ। কিন্তু ডায়োট উপামেকানোর প্রবল চাপে তাঁর শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ফ্রান্সের হতাশা এতটাই তীব্র আকার নিচ্ছিল যে, প্রথমার্ধের ইনজুরি টাইমে (৪৫+২') আদ্রিয়েন র‌্যাবিও মেজাজ হারিয়ে রুইজকে মারাত্মক ট্যাকল করে বসেন। আগে থেকেই তাঁর নামের পাশে হলুদ কার্ড ছিল। রেফারি দ্বিতীয় কার্ডটি না দেখানোয় সে যাত্রায় তিনি লাল কার্ডের হাত থেকে বেঁচে যান।

দ্বিতীয়ার্ধেও মাঠের দখল পুরো স্পেনের পকেটে। বিশেষ করে রড্রির কথা বলতেই হয়। এদিন ১১টি ডুয়েল লড়ে ৯টিতেই জিতেছেন এই স্প্যানিশ মিডফিল্ডার। ৫৮ মিনিটে স্পেনের দ্বিতীয় গোলটা যেন আধুনিক ফুটবলের নিখুঁত পাঠ্যবই। ওলমোর সঙ্গে চমৎকার 'গিভ-অ্যান্ড-গো' পাসে ফরাসি রক্ষণকে বোকা বানিয়ে বক্সে ঢোকেন টটেনহ্যামের ফুল-ব্যাক পেড্রো পোরো। মাইগনান এগিয়ে এসে অ্যাঙ্গেল ছোট করার চেষ্টা করলেও, অসম্ভব ঠান্ডা মাথায় বল জালে ঠেলে দেন পোরো। গ্যালারিতে বসা ফরাসি সমর্থকদের তখন মাথায় হাত। এমবাপে হাততালি দিয়ে সতীর্থদের তাতিয়ে তোলার মরিয়া চেষ্টা করছেন ঠিকই, কিন্তু বডি ল্যাঙ্গুয়েজেই পরিষ্কার, ফরাসিদের ফেরার রাস্তা ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

ইয়ামাল এদিন নিজের সেরা ফর্মে ছিলেন না, বল রিসিভ করতে গিয়ে দুই-একবার ভুলও করেছেন। কিন্তু স্পেনের দলগত ফুটবল এতটাই নিখুঁত ছিল যে ইয়ামালের সেই অফ-ফর্ম নজরেই আসেনি। রক্ষণে মার্ক কুকুরেল্লা ঠিক সময়ে উপস্থিত হয়ে বারবার ফরাসি আক্রমণ রুখে দিয়েছেন। ভাবলে অবাক লাগে, ৭৫ মিনিট পেরিয়ে যাওয়ার পরেও ফ্রান্স স্পেনের পোস্টে একটাও অন-টার্গেট শট নিতে পারেনি! রক্ষণে মার্ক কুকুরেল্লা ঠিক সময়ে উপস্থিত হয়ে বারবার ফরাসি আক্রমণ রুখে দিয়েছেন। দলের এই হতশ্রী দশা দেখে প্রাক্তন ফরাসি অধিনায়ক প্যাট্রিক ভিয়েরা আর ক্ষোভ চেপে রাখতে পারলেন না। ব্রডকাস্ট ক্যামেরার সামনে তিনি সরাসরি বলে দিলেন, 'স্পেন আজ ফ্রান্সের চেয়ে সবদিক থেকে ভালো খেলল। আমাদের দলের মধ্যে কোনও আত্মবিশ্বাসই দেখলাম না, মনে হল স্প্যানিশদের দেখে ওরা ভয় পেয়েছে। ম্যাচটা জেতার মতো কোনও চরিত্রই ফ্রান্স দেখাতে পারল না। আমি চূড়ান্ত হতাশ।'

ভিয়েরার হতাশার বাস্তব ছবিটা ধরা পড়ল ম্যাচের ৮৮ মিনিটে। নিজের মেজাজ হারিয়ে স্প্যানিশ কিপার উনাই সিমোনকে অকারণে ধাক্কা মেরে হলুদ কার্ড দেখলেন এমবাপে। এই একটা দৃশ্যই বুঝিয়ে দিল, গতির অহংকার নয়, ডালাসের মাঠে আজ জিতেছে স্পেনের নিখুঁত ছক আর দলগত সংহতি।

> স্পেন আজ ফ্রান্সের চেয়ে সবদিক থেকে ভালো খেলল। আমাদের দলের মধ্যে কোনও আত্মবিশ্বাসই দেখলাম না, মনে হল স্প্যানিশদের দেখে ওরা ভয় পেয়েছে। ম্যাচটা জেতার মতো কোনও চরিত্রই ফ্রান্স দেখাতে পারল না।
>
> -প্যাট্রিক ভিয়েরা

ইস্টবেঙ্গলে কেভিনের বিকল্প নাচো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জুলাই : কেভিন সিবিল্লের বিকল্প খুঁজে নিল ইস্টবেঙ্গল। অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের প্রাক্তনী নাচো মনসালভেকে সই করাল লাল-হলুদ। অ্যাটলেটিকোর যুব দল থেকে পেশাদার ফুটবলে হাতেখড়ি। তাদের সিনিয়ার দলের হয়েও লা লিগায় একটি ম্যাচ খেলেছেন। এছাড়া স্পেনের দ্বিতীয় ডিভিশনের একাধিক ক্লাবে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের নির্দেশেই ৩২ বছরের এই ডিফেন্ডারকে এক বছরের চুক্তিতে দলে নিল ইস্টবেঙ্গল। জানা গিয়েছে, হাবাসের পছন্দের এক স্ট্রাইকারকেও চূড়ান্ত করে ফেলেছে লাল-হলুদ। এদিকে রবসন রোবিনহোর পরিবর্ত হিসেবে এক বিদেশিকে দলে নিচ্ছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। মঙ্গলবারই সবুজ-মেরুন অনুশীলনে যোগ দিলেন সাহাল আবদুল সামাদ। কোচ দিলস্পেরিস প্যানাজিওটিস সহ বাকি বিদেশি ফুটবলার ১৮ জুলাইয়ের মধ্যে কলকাতায় চলে আসবেন বলে জানা গিয়েছে।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে আঞ্জ শৈব (বাঁয়ে) ও বরুণ সাহা।

৭ গোল পুরনিগমের অ্যাকাডেমির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৪ জুলাই : উইনার্স ফুটবল কোচিং সেন্টারের আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ফুটবলে রেবতী রমন মিত্র, কালীকৃষ্ণ রায় ও বিশ্বনাথ নন্দী ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগে মঙ্গলবার পুরনিগমের অ্যাকাডেমি ৭-১ গোলে বিবাদী ফুটবল অ্যাকাডেমিকে চূর্ণ করে। নিলয় সরকার ও আশিস বারুই জোড়া গোল করে। পুরনিগমের বাকি গোলগুলি আয়ুষ্মান বিশ্বাস, জনি মিঞ্জ ও প্রিন্স প্রধানের। বিবাদীর গোলস্কোরার সার্দিক ইজাজ। ম্যাচের সেরা পুরনিগমের আঞ্জ শৈব। অন্যদিকে, সন্তোষকুমার সরকার, বিনয়ভূষণ দাস ও অরুণবরণ চট্টোপাধ্যায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১২ বিভাগে রায় ফুটবল অ্যাকাডেমি ৩-০ গোলে জনপ্রিয় ফুটবল কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে জয় পায়। রায় অ্যাকাডেমির বিকাশ ওরাওঁ জোড়া গোল করে। তাদের অন্যটি দীপঙ্কর বর্মনের। ম্যাচের সেরা জনপ্রিয়র বরুণ সাহা।

Where quality reigns supreme...
e.p.c.®
INDUSTRIAL FANS
TYPHOON AIR CIRCULATOR
Available in Pedestal and Bracket types.
EXHAUST FAN
Available in range from 230mm(9") to 900mm(36") in both single and three phases.
EPC ELECTRICAL PVT. LTD.
Phone: 7890699103, 7890699104, 7890699105. E-mail: epc@epcfans.com
THE SILIGURI ELECTRIC STORES
Hillcart Road, Siliguri-734001
Phone: 9734953234, 8509334119

আজ ইস্টবেঙ্গলের সামনে বিধাননগর

পিছিয়ে পড়েও জয় মহমেডানের

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-৩ (জুয়েল, ফারদিন, ইসরাফিল)
রেনবো এসি-১ (জোজো)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জুলাই : জয় দিয়ে কলকাতা লিগ অভিযান শুরু মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের। ঘরের মাঠে প্রথম ম্যাচে রেনবো এসি-র বিরুদ্ধে ৩-১ গোলে জিতলেন ফারদিন আলি মোল্লারা।

এদিন ম্যাচের প্রথমার্ধে বেশ কয়েকবার গোলের সুযোগ পেলেও কাজে লাগাতে পারেনি মহমেডান। উলটে ৩৬ মিনিটে জোজো জেইমিংথাঙ্গার গোলে লিড নেয় রেনবো। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাক্সিওনকে নামান মহমেডান কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু। এরপরেই ম্যাচে ফেরে সাদা-কালো ব্রিগেড। ৬৯ মিনিটে জুয়েল আহমেদ মজুমদারের গোলে সমতায় ফেরে মহমেডান। ৭৫ মিনিটে ফারদিন এগিয়ে দেন দলকে। ম্যাচের অন্তিম লগ্নে তৃতীয় গোলটি ইসরাফিল দেওয়ানের।

এদিকে বুধবার কলকাতা লিগের দ্বিতীয় ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল খেলবে বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল স্পোর্টস অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে। প্রথম ম্যাচে জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে ৩-০ গোলে জিতলেও লাল-হলুদ রক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন থেকে গিয়েছিল। সেই ভুলত্রুটি শুধরে বিধাননগরের বিরুদ্ধে মাঠে নামবেন জেসিন টিকেরা।

খেতাব জয়ের পর খারিজা বেরুবাড়ি হাইস্কুল। ছবি : অমিতকুমার রায়

চ্যাম্পিয়ন খারিজা বেরুবাড়ি

মানিকগঞ্জ, ১৪ জুলাই : জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট অর্গানাইজার অফ ফিজিকাল এডুকেশনের পরিচালিত আন্তঃ বিদ্যালয় অনূর্ধ্ব-১৫ ছয় দলীয় সুব্রত মুখোপাধ্যায় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল খারিজা বেরুবাড়ি হাইস্কুল। মঙ্গলবার বেরুবাড়ি গমিরাপাড়া হাইস্কুলের মাঠে তারা ১-০ গোলে হারিয়েছে বোনাপাড়া হাইস্কুলকে। গোল করে দেবজিৎ রায়। বুধবার অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে একই মাঠে আটটি দল অংশগ্রহণ করবে।

মিলনের ফুটবল শুরু

চালসা, ১৪ জুলাই : দক্ষিণ ধূপঝোরা মিলন সংঘের সাবিনা ইয়াসমিন ও মমতাজ আলি ট্রফি ফুটবল মঙ্গলবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে ওদলাবাড়ি ঋষি মোহন ফুটবল অ্যাকাডেমি ১-০ গোলে নব জোয়ান সংঘকে হারিয়েছে। দীপ রায় গোল করেন। ম্যাচের সেরা সুমিত দাস। বৃহস্পতিবার খেলবে মহাবাড়ি বিভান এফসি ও শিলিগুড়ি হিডেন ফুটবল অ্যাকাডেমি।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন সুমিত দাস। ছবি : রহিদুল ইসলাম

উত্তরের খেলা

জোড়া খেতাব সেন্ট মাইকেলসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৪ জুলাই : সিআইএসসিই জোনাল বাস্কেটবলে জোড়া খেতাব জিতল সেন্ট মাইকেলস স্কুল। অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগে ফাইনালে তারা হারিয়েছে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলকে। অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে ফাইনালে সেন্ট মাইকেলস ২৮-১১ পয়েন্টে সেন্ট জোসেফ স্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন সেক্রেড হার্ট স্কুল। ফাইনালে তারা ৪৮-৩৯ পয়েন্টে সেন্ট জেমস হাইস্কুলকে হারিয়েছে।

জিতল এটিও

জলপাইগুড়ি, ১৪ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে মঙ্গলবার মালবাজার এটিও ৩-১ গোলে জেওয়াইসিসি-কে হারিয়েছে। এটিও-র হেমো লস্কর, দীপায়ন মজুমদার ও ম্যাচের সেরা বিবেক মণি টোপনো গোল করেন। জেওয়াইসিসি-র গোলস্কোরার আয়ুষ মিঞ্জ।

ম্যাচের সেরা হয়ে করণ রায়। ছবি : অভিরূপ দে

অগ্রদূতের ড্র

ময়নাগুড়ি, ১৪ জুলাই : সাপ্টিবাড়ি-২ প্লেয়ার্স ইউনিটের নিপেন্দ্রনাথ রায় ও যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ট্রফি চ্যাম্পিয়ন লিগ ফুটবলে মঙ্গলবার সাদার্ন সমিতি আরসিসি ও অগ্রদূত সংঘের ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। গোল করেন সাদার্নের কৌশিক সরকার ও অগ্রদূতের জ্যোতির্ময় রায়। ম্যাচের সেরা অগ্রদূতের করণ রায়। বুধবার খেলবে বৈরাগীপাড়া এফসি ও জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন।

দাদ, হাজা, চুলকানি ও ফাটা গোড়ালি
হাই পাওয়ার
স্ক্যাবিগন®
মলম
সব ওষুধের দোকানে পাওয়া যায়
দুরন্ত চিকিৎসা শীঘ্র আরাম
তরুণ আয়ুর্বেদিক প্রডাক্টস
Wanted Dealers & Distributors • For Trade Enquiry : 9438045440